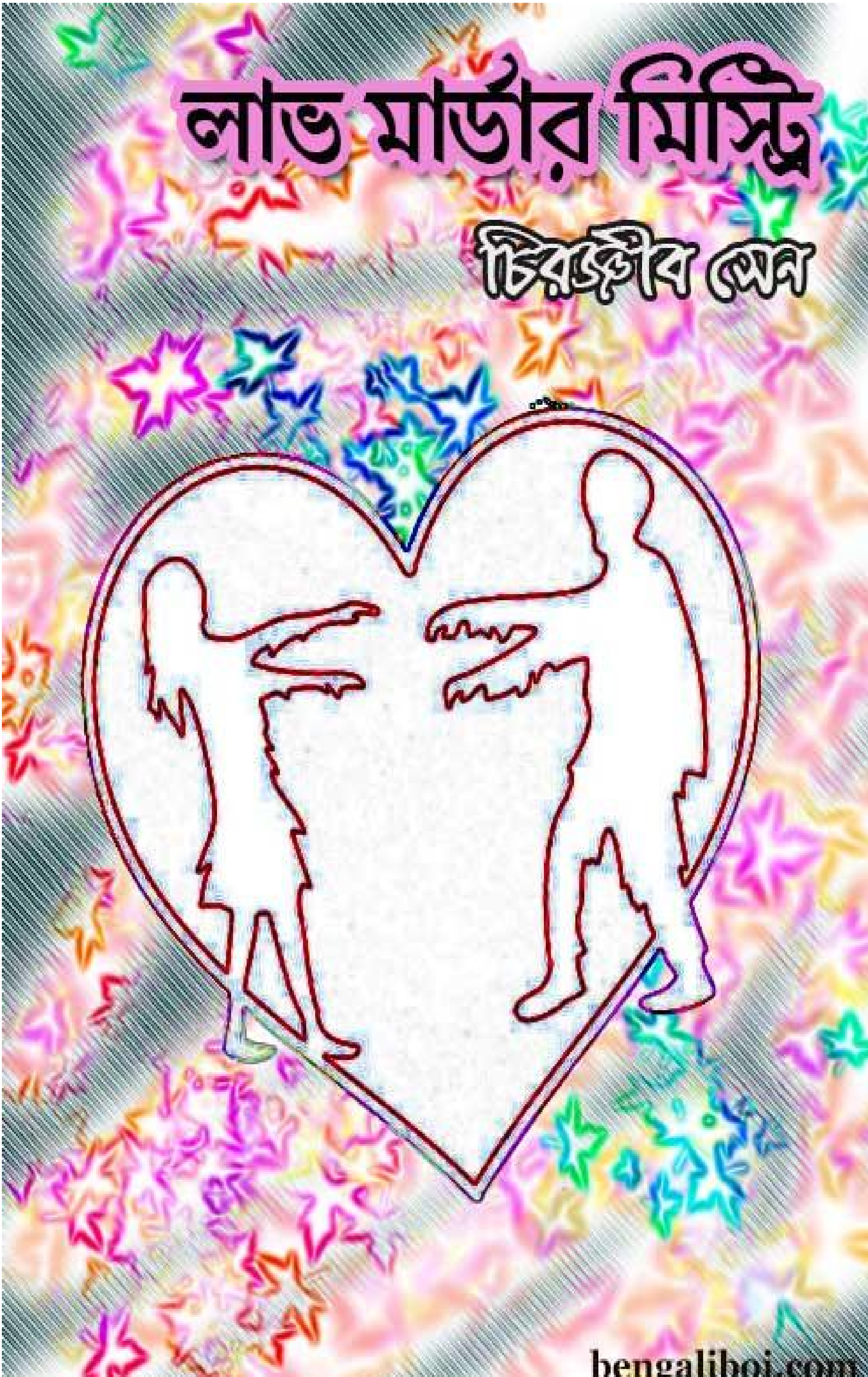
লাভ মার্ডার মিস্ট্রি
চিরঞ্জীব সেন
bengaliboi.com

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link
Get More
Free
eBook
VISIT
WEBSITE
www.bengaliboi.com
Click here

লাভ মার্ডার মিস্ট্রি

চিরঞ্জীব সেন

সাহিত্য সংস্থা
১৪/এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক
রণধীর পাল
১৪/এ টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী, ১৯৬২

প্রচ্ছদ
পার্থপ্রতিম

মুদ্রাকর
শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ
নিউ জয়গুরু প্রিণ্টার্স
৩৩/ডি মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

শ্রীমান শুভঙ্করকে—

দাদু

ইংলণ্ডে কোনো একটি গ্রামের নির্জন পথ দিয়ে এডওয়ার্ড হেক্টর ফ্ল্যানাগান তার বেন্টলি গাড়ি চালিয়ে চলেছে। অল্প কুয়াশাতে তার কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

সহসা তার মাথার ওপর একটা ছোট মনোপ্লেন হাজির। প্লেনখানা খুব নিচে নেমেছে, মনে হচ্ছে বুঝি তাকে বাধ্য হয়ে ল্যাণ্ড করতে হবে। এত নিচে নেমেছিল যে প্লেনখানার বাতাসের ঝাপটা এডওয়ার্ডের কানে লেগেছিল।

ইংরেজিতে যেমন রবার্টের ডাক নাম হয় বব, উইলিয়মের বিল তেমনি এডওয়ার্ডের ডাক নাম টেড। টেড তার গাড়িখানা ব্রেক কষে থামিয়ে দিল কারণ তার আশঙ্কা হল প্লেনখানা বুঝি হুড়মুড়িয়ে তার গাড়ির ওপরই পড়তে যাচ্ছে। তবে প্লেনখানা তাকে ছাড়িয়ে অনেকটা এগিয়ে গেল। এবং তারপরই টেড শুনতে পেল প্লেন পতনের শব্দ, প্লেন ক্র্যাশ করেছে। ছোট পাহাড়টায় হয়ত ধাক্কা লেগেছে।

টেড গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল। বেশ হৃষ্টপুষ্ট ব্যায়াম করা ছ'ফুট তিন ইঞ্চি দেহ, জুডো আর বকসিং দুটোই জানে উত্তমরূপে। বন্ধুরা ওকে 'বিগ টেড' নামে ডাকে। খোলামেলা, হাসিখুসি, ধনী এবং পরোপকারী। সব বিষয়ে উৎসাহ, কৌতূহল ও আগ্রহ।

টেড ষাঁড়ের মতো বেগে ছুটল। ঘন গাছের একটা বেড়া ছিল। সেটা তার কাছে কোনো বাধাই নয়! আওয়াজটা যেদিক থেকে এসেছিল সেইদিকে ছুটল। ভূমি সমতল নয়, উঁচুনিচু, পাথর ছড়ানো। কুয়াশা সরে যাচ্ছে। ছোট পাহাড়টার গায়েই প্লেনটা ভেঙে পড়েছে।

আওয়াজটা যত জোর হয়েছিল সে তুলনায় প্লেন তেমন জখম

হয়নি। ওর নাকটা একটা গর্তে ঢুকে আটকে গেছে। আর একটু হলে প্লেনটা সামনে বড় পাথরে ধাক্কা লেগে ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে পারত।

টেড দেখল একটি যুবতী প্লেন থেকে দেহটা কোনরকমে টেনে-হিঁচড়ে বার করে টলতে টলতে এগিয়ে আসছে। দোহারা গড়ন, দীর্ঘাঙ্গী, গায়ে লেদার জ্যাকেট, সোনালী চুল হেয়ার ব্যান্ড দ্বারা আবদ্ধ, কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

টেড দৌড়ে তার সামনে যেয়ে জিজ্ঞাসা করল, আর ইউ অল রাইট? কোথাও চোট লাগে নি তো?

যুবতী কোনরকমে হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তর দিল, আমি তো বেঁচে গেছি কিন্তু প্লেনে আর একজন রয়েছে, তাকে টেনে বার করতে পারলুম না, উঃ কি সাংঘাতিক।

টেডের মনে হল যুবতী কাঁপছে, বোধহয় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। টেড যুবতীকে ধরে ফেলল কিন্তু যুবতী সামলে নিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, ঠিক আছে মাথাটা কেমন ঘুরে গিয়েছিল। প্লেনটা ধাক্কা লাগতেই ভাবলুম বুঝি মরেই গেলুম, ইস, দেখ তো ওকে বার করতে পার কি না, বোধহয় জখম হয়েছে, আমি লোক ডাকতে যাচ্ছিলুম···।

আর কথা বলতে পারল না। ঘোর তখনও কাটেনি। টেড বলল, টেক ইট ইজি, পাথরটার ওপর বোসো, আমি দেখছি, বলে ভাঙা প্লেনের দিকে ছুটল।

সূর্য তখন ডুবে যাচ্ছিল তবে কুয়াশা সরে গেছে! তবুও আলো স্পষ্ট নয়। টেড পাইলট সিটে তাকে দেখতে পেল। নিজের প্লেন বোধহয় নিজেই চালায়। একটা কাতর ধ্বনি শোনা যাচ্ছে, গোঙানি।

টেড তাকে টেনে তুলে প্লেনের পাশে ঘাসের ওপর শুইয়ে দিল। যুবতীও এসে গেছে। তার কণ্ঠস্বর এখন স্বাভাবিক হয়েছে। টেডকে জিজ্ঞাসা করল, দেখ তো হাড়গোড় ভেঙেছে কি না। বোধহয়

না, কোথাও রক্তও দেখা যাচ্ছে না। চোট লেগেছে ঠিকই তবে কতখানি তা এখন জানা যাচ্ছে না। অজ্ঞান হয়ে আছে। সামনে ধাক্কা লেগে কপালে কালসিটে পড়েছে, ফুলেও গেছে। বছর তিরিশ বত্রিশ বয়স হবে, বাবু বাবু চেহারা, সরু গোঁফ আছে। পরনে ফ্লাইং স্যুট।

টেড বলল, একে তো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার, কিন্তু ডাক্তার পাই কোথায় ?

যুবতী জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা আমরা কি হার্নলি গ্রামের কাছে পড়েছি ? তারপর এদিক ওদিক চাইতে লাগল।

টেড ঘাড় নেড়ে বলল, আমি আসবার আগে রাস্তার ধারে হার্নলি লেখা বোর্ড দেখেছি। বেশি দূর নয়, কাছেই ! আমার গাড়ি আছে, রাস্তার ধারে রেখে এসেছি···।

টেডকে কথা শেষ করতে না দিয়ে যুবতী বলল, তাহলে ওকে কি গাড়িতে তোলা যাবে ? হার্নলিতে 'হার্নলি পার্কে' আমার বাবা আছেন, তিনি ডাক্তার।

তাহলে তো চিন্তাই নেই।

জ্ঞানহারা যুবককে টেড অনায়াসে তুলে নিল। মৃদু গোঙানির শব্দ শোনা গেল, কিন্তু বন্ধ চোখ খুলল না।

যুবক তার কাছে মোটেই ভারি নয়। টেড যুবতীকে সাহায্য করতে পেরে যেন বর্তে যাচ্ছে।

বিগ টেড ফ্ল্যানাগান মাত্র কিছুদিন হল ইংলণ্ডে ফিরে তার পৈত্রিক সমস্ত সম্পত্তি বুঝে নিয়েছে। এতদিন সে বিদেশে খুব কষ্ট ও শ্রমসাধ্য জীবন কাটিয়ে এসেছে। কেম্ব্রিজে পড়া শেষ করে প্রথমে গিয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকার এক র‍্যাঞ্চে যেখানে জংলী ঘোড়া বশ করা হয়। তারপর অ্যালাস্কায় যেয়ে দারুণ শীতে খনিতে কাজ করেছে, ক্যানাডার ভ্যাংকুভারে কাষ্ঠ ব্যাবসায়ীদের সঙ্গে লাম্বার ক্যাম্পে ঘুরে বেড়িয়েছে। মোটমাট দশ বছর সে বিদেশে নানারকম বিদ্যা শিখে ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে দেশে ফিরেছে। তার

সাহস বেড়েছে অনেক গুণ, শরীরটা হয়েছে লোহার মতো শক্ত আর সবকিছু সোজা চোখে দেখতে শিখেছে। ঘোরপ্যাঁচ সে বোঝে না। ছোকরাকে বয়ে নিয়ে যেতে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছিল? কুয়াশার জন্যই কি বিপদটা ঘটল?

হ্যাঁ, হার্নলি পার্কে ল্যান্ড করবার মাঠ আছে কিন্তু কুয়াশার জন্যে মিঃ স্টেডম্যান তা দেখতে না পেয়ে নারভাস হয়ে পড়ে। প্লেনটা ওর নিজেরই, এইতো সবে পাইলটের লাইসেন্স পেয়েছে, প্লেনখানা নিশ্চয় ওর আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল। মিঃ স্টেডম্যান বলায় টেড বুঝল ছোকরা তার স্বামী নয় এবং ঘনিষ্ঠ কেউ নয়। সে বলল, আনাড়ির পক্ষে কুয়াশাতে প্লেন চালান বিপজ্জনক।

তা নয়, আমরা লন্ডন থেকে যখন টেক-অফ্ করলুম তখন তো আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল, আর কত দূরই বা!

তোমরা তাহলে লন্ডন থেকে আসছ? আর আমি হ্যাম্পশায়ারে উইক-এন্ড কাটিয়ে লন্ডন ফিরছিলুম মাছ ধরতে এসেছিলুম। তুমি তাহলে হার্নলি পার্কে থাক?

না, হার্নলি পার্ক বিরাট, মিঃ স্টেডম্যানের জ্যাঠার সম্পত্তি, উনি মাঝে মাঝে এসে এখানে থাকেন। আমার বাবা তাঁর ডাক্তার। জ্যাঠা কোটিপতি।

ছোকরাকে নিয়ে টেড যখন গাড়ির কাছে ফিরল তখনও জ্ঞান ফেরে নি। টেড তাকে পিছনের সিটে শুইয়ে দিল।

কি মনে হয়? আঘাত কি গুরুতর কিছু? যুবতীর প্রশ্ন।

টেড বলল, মনে হয় তেমন কিছু নয়, ঠিক হয়ে যাবে, ভাববার কিছু নেই। তুমি ওর পাশে বোসো আর রাস্তাটা আমাকে বলে দাও।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তোমাকে ঠিক সময়ে পাওয়া গিয়েছিল।

টেড গাড়ি ছেড়ে বলল, আমি কিছু করা অপেক্ষা তোমার বাবা অনেক কিছু করতে পারবেন, সৌভাগ্য যে তিনি কাছেই আছেন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওরা হার্নলি পার্কের গেটে পেঁছিল। ভেতরে

দ্পাশে গাছে ঘেরা লম্বা রাস্তা। গেট থেকে বাড়ি চোখে পড়ে না। বিরাট এলাকা নিয়ে বাড়ি নইলে ভেতরে প্লেন ল্যাণ্ড করতে পারে ?

গাড়ি নিয়ে টেড যখন বাড়ির গাড়ি বারান্দার নিচে থামল তখন যুবতী বলল, এই যে জ্ঞান ফিরছে ?

টেডও একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল। ছোকরা নড়ছে, চোখ চাইছে। জিজ্ঞাসা করল, কোথায় ?

টেড বলল, ঘাবড়িও না, তোমার প্লেন ক্র্যাশ করেছে, তেমন কিছু বিপদ ঘটে নি, কয়েকটা দিন তোমার ভোগান্তি আছে, ব্যস।

টেড গাড়ি থেকে নামতেই দরজা খুলে গেল। একজন ভদ্রলোক দরজা খুলে দাঁড়ালেন। মাঝবয়সী, মাথায় কাঁচাপাকা চুল।

তাঁকে দেখে যুবতী বলল, আমার বাবা, বাবা অবিশ্যি চান নি যে আমি মিঃ স্টেডম্যানের সঙ্গে প্লেনে চেপে আসি, মনে হচ্ছে ঠিকই বলেছিলেন।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে পেগি ? কিছুক্ষণ আগে তোমাদের প্লেনের আওয়াজ পেয়েছি কিন্তু তোমরাই যে আসছ তা বুঝতে পারি নি। এখন গাড়ির আওরাজ শুনে দরজা খুললাম।

বিশেষ কিছু নয় বাবা, মিঃ স্ডেডম্যান অ্যাক্সিডেণ্ট করে ফেলেছেন, তাঁর চোট লেগেছে তবে তেমন কিছু নয়, তুমি ভেবো না। আমার কিছু লাগে নি।

ভদ্রলোক গাড়ির কাছে নেমে এসে ঝুঁকে বললেন, দেখি স্টেডম্যান…।

স্টেডম্যানের তখন পুরো না হলেও খানিকটা জ্ঞান ফিরেছে। দু'হাতে চোখ রগড়ে সহসা ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করল, আমার ব্যাগটা কোথায় ? প্লেনে আমার সঙ্গে আমার যে ছোট ব্যাগটা ছিল ?

নিজে উঠে বসবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। পেগি বলল, এঁকে ভেতরে নিয়ে যেতে হবে, আপনি একটু ধরবেন ?

টেড স্টেডম্যানকে গাড়ি থেকে বার করে বাড়ির ভেতরে একটা হলঘরে নিয়ে যেয়ে একটা নরম শোফায় বসিয়ে দিল।

পেগির বাবা তখন পরিচয়হীন বলিষ্ঠ যুবকটিকে দেখছেন।

কৌচে বসে স্টেডম্যান চোখ বুঝল। তার আচ্ছন্ন ভাব তখনও কাটে নি। মনে হয় তার যত না আঘাত লেগেছে, তার চেয়ে বেশি ভয় পেয়েছে।

পেগির বাবা স্টেডম্যানকে মোটামুটি পরীক্ষা করে বললেন, না তেমন কিছু আঘাত লাগে নি।

মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, আমার কথা শুনবে না, আমি তোমাকে ওর প্লেনে চড়তে নিষেধ করেছিলুম, ভগবান বাঁচিয়েছেন নইলে তো মরে যেতে।

পেগি বলল, লণ্ডন থেকে ঠিকই তো আসছিলুম কিন্তু ল্যাণ্ড করবার ঠিক আগে কুয়াশা গোলমাল ঘটাল।

থাক, তুমি চুপ কর, বলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে টেডের দিকে চাইলেন।

টেড বলল, আমার নাম ফ্ল্যানাগান, এডওয়ার্ড ফ্ল্যানাগান, তার বালকের মতো মুখে সরল হাসি।

আমার নাম লেন, এটি আমার মেয়ে।

টেড বলল, তা আমি বুঝতে পেরেছি। সমান জমি হলে ওরা ঠিকই ল্যাণ্ড করতে পারত কিন্তু সামনে ছোট পাহাড়টা গোলমাল ঘটিয়েছে।

স্টেডম্যানের জ্ঞান ফিরেছে। কি ঘটেছে এবং সে এখন কোথায় তা সে বুঝতে পেরেছে। ধরা গলায় একটু জোরেই বলল, প্লেনে যে আমার ব্যাগটা পড়ে আছে, সেটা আমার এখনি চাই, কেউ যেন খুলে না ফেলে।

ডাঃ লেন তার কাছে যেয়ে বললেন, চুপ করে বসে থাক, তোমার ব্যাগ আনাবার ব্যবস্থা করছি। বেশ জোর ঝাঁকুনি লেগেছে তোমার।

এমন সময়ে ঘরে আর একটা গলার স্বর শোনা গেল। বক্তা যেন

একটু বিরক্ত। জিজ্ঞাসা করল, তখন থেকে শুনছি ব্যাগ, কিসের ব্যাগ? কার ব্যাগ? ব্যাপারটা কি?

পাশে কোন ঘর থেকে বক্তা বেরিয়ে এল। কত বয়স অনুমান করা যাচ্ছে না, বেশি লম্বা নয়, মজবুত দেহ, সাদা লম্বা ছুঁচলো দাড়ি, ঘন ভুরু চোখ দুটো প্রায় ঢেকে দিয়েছে। পরণে পোশাক ইস্ত্রি করা তো নয়ই উপরন্তু ময়লা। আবার জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে কি?

ডাঃ লেন উত্তর দিলেন, হবে আর কি? মিঃ প্রোবিন তোমার ভাইপো তার প্লেন নিয়ে অ্যাকসিডেণ্ট ঘটিয়েছে, তবে ভাগ্য ভাল যে মারাত্মক কিছু ঘটে নি।

হয়েছে তো? আমি তো জানতুম ছোঁড়া একটা কিছু ঘটাবে. ভাল করে গাড়ি চালাতেই পারে না তো প্লেন. হেলে ধরতে পারে না ধরতে গেছে কেলে।

পেগি বৃদ্ধকে শান্ত করবার জন্যে বলল. মিঃ স্টেডম্যানের দোষ নয়, কুয়াশায় সামনের পাহাড়টা দেখতে পায়নি।

বৃদ্ধের স্বর কোমল হল। পেগির হাত নিজের হাতে নিয়ে বলল. তোমার কিছু হয়নি তো মা? তোমার কিছু হলে আমি আমার উইল থেকে ডোনাল্ড ব্যাটার নাম কেটে বাদ দিতুম, ওর দোষ নয়। বলছ কি? মুখ্যু একটা।

পেগি সামান্য একটু থামল তারপর টেডের দিকে চেয়ে বলল, মিঃ প্রোবিন, পরিচয় করিয়ে দিই, টেড ফ্ল্যানাগান, ইনি না থাকলে বিপদ থেকে উদ্ধার পেতুম না, যথেষ্ট করেছেন।

টেডের দিকে চেয়ে মিঃ প্রোবিন জিজ্ঞাসা করলেন, তুমিই তাহলে ছোঁড়াকে এখানে নিয়ে এসেছ, ব্যাটার পাওনা অপেক্ষা অনেক বেশি করেছ, আনাড়িটা প্লেন চালাতে যেয়ে টের পেয়েছে কত ধানে কত চাল।

হ্যাণ্ডশেক করবার সময় টেডের মনে হল এই লোকটা স্টেডম্যানের জ্যাঠা এবং কোটিপতি কিন্তু দাড়ি আর পোশাক দেখে তো মনে হচ্ছে ভবঘুরে। বিশ্বাস করা যায় না এই লোক এই বিশাল হার্নলি

পার্কের মালিক। কে জানে কোটিপতিদের কতরকম উদ্ভট খেয়াল হয়, নইলে এমন বেশবাস কেন?

ডোনাল্ড স্টেডম্যান উঠে দাঁড়াল কিন্তু তার পা টলছে দেখে ডাঃ লেন তাকে ধরতে গেলেন। সে বলল, না না ধরতে হবে না আমি ঠিক আছি, মাথাটায় বেশ লেগেছে, ঠুকে গিয়েছিল তো। প্লেনটা কোথায় পড়েছে? আমার ব্যাগটা পড়ে আছে। এতক্ষণে কেউ চুরি করে নিল না তো! ভীষণ ক্ষতি হবে আমার। আমাকে এখনি যেতে হবে।

স্টেডম্যান উঠতে যায় আর কি। ডাঃ লেন প্রায় ধমকের সুরে বললেন, ডোনাল্ড তোমার এখন নড়াচড়া করা চলবে না, যেখানে বসে ছিলে সেখানেই এখন অন্ততঃ এক ঘণ্টা চুপ করে বসে থাক।

কিন্তু ডক্টর আমার যে না গেলেই নয়, ঐ ব্যাগে আমার জরুরী কাগজপত্র আছে, চুরি গেলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।

মিঃ প্রোবিন এবার ধমক দিয়ে বললেন, তোর আবার কি জরুরী কাগজপত্র রে হাঁদারাম, চুপ করে বসে থাক।

এই সময় এগিয়ে এসে টেড বলল, ঠিক আছে মিঃ স্টেডম্যান, আপনি বসুন, আমি না হয় যাচ্ছি, আপনার ব্যাগটা উদ্ধার করে নিয়ে আসছি, জায়গাটাও আমি চিনি, আমার সঙ্গে গাড়িও আছে। ব্যাগটা কি রকম?

কালো রঙের ছোট অ্যাটাচি কেস আর কি, কিন্তু তুমি আবার কষ্ট করবে?

কিছু না, এসব আমার অভ্যাস আছে, তোমার আপত্তি না থাকলেই হল।

ঘটনাস্থলে পেঁাছে টেড দেখল রাস্তার ধারে কালো রঙের বেশ বড় একটা সেলুন কার দাঁড়িয়ে আছে। কি ব্যাপার। টেড ভুরু কুঁচকে গাড়ি থামিয়ে নামল। গাড়ি ফাঁকা, ড্রাইভার নেই।

ভাঙা প্লেনটার দিকে টেড ছুটে চলল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আলো

কম তবুও টেডি দেখল তিনজন লোক প্লেনটার আসেপাশে নড়াচড়া করছে। বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, দেখলেই মনে হয় গুণ্ডা। এদের কি মতলব? ছিঁচকে চোর তো নয়। এরাই বোধহয় ঐ কালো গাড়ি চড়ে এসেছে এবং জেনে শুনেই এসেছে। তবে কি স্টেডম্যানের ঐ কালো ব্যাগের সন্ধানে এরা এসেছে?

টেড এগিয়ে গেল। দেখতে পেল একজন কালো ব্যাগটা তুলছে, সেটা পাইলটের সিটেই ছিল। টেড তাদের বলল, তোমরা কে হে? ভাঙা প্লেন দেখে লুট করতে এসেছ? ব্যাগটা রাখ তো, ওটা তোমার বা তোমার বাবার নয়।

ওদের মধ্যে একজন ততক্ষণে টেডের সামনে এসে পড়েছে। হাতে রিভলভার। বেশ জোরেই বলল, তুমি কে হে? ব্যাগটা তোমার বাবারও নয়, সুপুত্তের মতো কেটে পড় নইলে মাথার খুলি উড়িয়ে দোব।

রিভলভার দেখে ভয় পাবার ছেলে টেড নয়। সে আর কথাটি না বলে লোকটার থুঁতনির নিচে সজোরে এমন একটা ঘুঁসি বসিয়ে দিল যে তার হাত থেকে রিভলভারটা ছিটকে তো পড়লই, সেও মাটিতে ছিটকে পড়ল। তারপরই লেগে গেল ধুন্ধুমার কাণ্ড। ওদের সঙ্গে একটাই রিভলভার ছিল। টেডের আর একটা ঘুঁসি ব্যাগধারী লোকটিকে ধরাশায়ী করল। তৃতীয় লোকটা টেডের পিঠে ঝাঁপিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে তার বুকের ওপর চেপে বসল। টেড ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যখন উঠে দাঁড়াচ্ছে ততক্ষণে প্রথম লোকটাও উঠে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে প্রপেলারের ভাঙা অংশ। টেড ইতিমধ্যে ব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়েছিল কিন্তু লোকটা তার হাতে ডাণ্ডা দিয়ে সজোরে আঘাত করল। ব্যাগ পড়ে গেল। টেডের হাতটা অবশ হয়ে গেছে। তবুও সে হারবার পাত্র নয়। কিন্তু বেচারা! বাঁ হাত চালাবার আগেই গুণ্ডাটা সেই ডাণ্ডা দিয়ে তার মাথায় মারল। প্রচণ্ড আঘাতে জ্ঞান হারিয়ে টেড পড়ে গেল।

ঘড়ি দেখে ডাঃ লেন তার বন্ধুকে বলল, ছোকরা টেড অনেকক্ষণ গেছে মনে হচ্ছে ?

লাইব্রেরিতে বসে ডাঃ লেন তার বন্ধু নিকোলাস প্রোবিনের সঙ্গে কথা বলছিল। প্রোবিন পাইপ টানছিল। পাইপে সে যে তামাক দেয় তা বাজারের অতি সস্তা তামাক, গন্ধ মোটেই ভাল নয়। বেশ কড়া।

মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে প্রোবিন বলল, অন্ধকার তো, পথ গোলমাল করে ফেলেছে হয়ত, যাবে কোথায় ? আসবে ঠিকই। যেমন আমার ভাইপো তেমন তার ব্যাগ। ব্যাগে কি আর থাকবে ? হয়ত কোন নেশার জিনিস আছে। ও নিয়ে মাথা ঘামাতে হবেনা। সত্যি কথা বলতো লেন, আমাকে কেমন দেখলে ? টিকব তো ?

টিকব তো মানে কি ? তোমার হয়েছেটা কি ? তোমার হেলথ খুব ভাল আছে, ডায়াবেটিস নেই, ব্লাডপ্রেসার নেই, ব্লাডশুগারও নেই এমনকি কোমরে বাতও নেই, ড্রিঙ্ক করো না। তবে তোমার ঐ যাচ্ছেতাই টুব্যাকোর গন্ধ আমি সহ্য করতে পারি না। ময়লা জামা-কাপড় পরে থাক আর ঐ বাজে পাইপ স্মোক কর তাই তোমার নিজেরই মনে হয় তোমার শরীর ভাল যাচ্ছে না। ভয় নেই, তুমি আমার অনেক পরে মরবে।

বলছ ?

বলছি। আচ্ছা একটা কথা বলি, তোমার টাকার তো অভাব নেই তবে ভিখিরির মতো থাক কেন ? বলছি না উড়নচণ্ডে হও তা বলে একটু ভালভাবে থাকতে পার না ? এই বিশাল বাগানবাড়ি পড়েই থাকে, সকালে বিকেলে মাঠে বেড়াও না তারপর মাঝে মাঝে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে যাও, ছ'সাতদিন বেপাত্তা, যাক্‌গে কোথায় যাও সে তুমি আমাকে বলবে না, আমিও জানতে চাই না। একটু ভালভাবে বাঁচ। ওহে এবার আমি উঠব, লণ্ডন ফিরতে হবে, মেয়েটা গেল কোথায় ?

এই যে বাবা আমি, ঘরে ঢুকতে ঢুকতে পেগি বলল, কিন্তু মিঃ ফ্ল্যানাগান তো এখনও ফিরল না ?

ডাঃ লেন চিন্তিত হলেও নিকোলাস প্রোবিন টেভের জন্যে বা তার ভাইপোর জন্যে চিন্তিত নয়। পেগিকে বলল, বাবাকে লণ্ডনে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ঐ মুখখুটার সঙ্গে তোমার প্লেনে চেপে আসার কোন মানে হয় না পেগি। তোমাদের খুব বরাত জোর তোমরা বেঁচে গেছ। এমন কাজ আর কোর না মা।

পেগি জানে তার প্রতি এই বৃদ্ধের দুর্বলতা আছে, তাকে খুব ভালবাসে। কথাগুলো শুনে লজ্জা পেল। বৃদ্ধের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, না আংকল আমি এমন কাজ আর করব না তবে তুমি তোমার ভাইপোর ওপর রাগ পুষে রেখ না।

বৃদ্ধ পেগির মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, তুই যখন বলছিস তখন তাই হবে কিন্তু ওটা একটা গাধা, গাধা কি ? গাধা বললেও প্রশংসা করা হয়। যাক্‌গে।

ডোনাল্ড স্টেডম্যানও তার ঘর থেকে উঠে এসেছিল। পেগিকে বলল, মিস লেন তোমাকে ধন্যবাদ, আমার হয়ে কেউ কিছু বলে না। তুমি তো তবু বললে। ডাঃ লেন আপনারা তাহলে যাচ্ছেন ?

হ্যাঁ, আমাকে আজ রাতেই লণ্ডনে ফিরতেই হবে তুমি কয়েকটা দিন এখানেই রেস্ট নাও। লণ্ডনে ফিরে একদিন বিকেলে আমাদের বাড়ি এস।

যাব, মিস লেন তুমি আমাকে ক্ষমা কোর সত্যিই একটা বিপদ ঘটিয়েছিলুম কিন্তু আমাদের নতুন বন্ধু এখনও ফিরল না কেন ? স্টেডম্যান ভুরু কুঁচকে বলল।

তোকে অত ভাবতে হবে না, তুই তোর ঘরে শুয়ে থাকগে যা একটা বাঁদর কোথাকার।

যাচ্ছি, এদের গাড়িতে তুলে দিই।

ডাঃ লেনের গাড়ি বারান্দার নিচে অপেক্ষা করছিল। ওরা গাড়িতে উঠল। গাড়ি ছেড়ে দিল।

গাড়িতে যেতে যেতে পেগি তার বাবাকে বলল, তোমার বন্ধুটি বাবা কেমন যেন, অত পয়সা কিন্তু ভোগ করেন না। খাওয়া-দাওয়াও

অতি সাধারণ, আমাদের বাটলার ওঁর চেয়েও ভাল খায় ভাল পরে। ওঁর ঐ একমাত্র বাজে তামাক ছাড়া আর কোনো শখ নেই।

আমিও ঠিক বুঝি না রে, মাঝে মাঝে মনে হয় এটা ওর ভেক। তবুও দেখ ও অত্যন্ত গরিব ছিল, আজ যা কিছু দেখছিস সবই ও নিজে একা করেছে। মাঝে মাঝে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, কেউ জানে না, ওর ভাইপোও জানে না। ডোনাল্ডের তো ধারণা ওর জ্যাঠার মাথার ঠিক নেই, আমাকে তো সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেছে জ্যাঠা উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে না তো? কিন্তু আমি জানি প্রোবিনের মাথা ঠিক আছে, কোনো গোলমাল নেই তবে সব মানুষই যেমন কিছু কিছু ছিটগ্রস্ত প্রোবিন তার বেশি কিছু নয়। তুই মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কি দেখছিস পেগি?

আমি দেখছি মিঃ টেড ফ্ল্যানাগান পথ ভুলে এদিকে এসে পড়েছে কিনা। গেল কোথায়? দেরি হবার তো কথা নয়।

এখন আমরা প্রায় লণ্ডনে পৌঁছে গেছি। তার জন্যে ভেবে লাভ নেই। ছোকরাকে খুবই স্মার্ট মনে হয়েছে। এর জন্যে আমার চিন্তা নেই।

গাড়ি লণ্ডনে পৌঁছে গেল। হার্লি স্ট্রীটের কাছে উইনটন স্কোয়ারে ডাঃ লেনের বাড়ি। আগে তিনি জেনারেল প্র্যাকটিশনার ছিলেন, সব রোগের চিকিৎসা করতেন। তাঁর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। নিকোলাস প্রোবিন সেই তখন থেকে তাঁর 'রোগী' ও বন্ধু। কয়েক বছর হল ডাঃ লেন তাঁর লোভনীয় প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়েছেন। সাধারণ রোগী দেখতে হতো। আপাততঃ ডাঃ লেন গবেষণায় মন দিয়েছিলেন।

তাই বাড়িতে ঢোকার পর যখন তাঁর বাটলার বলল যে একজন রোগী তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন। রোগীর নাম তিনি শোনেন নি, অপরিচিত, তাই একটু অবাক হলেন।

বাটলারকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি নাম বলেছে? গরম্যান? এ নাম তো আমি শুনি নি। অ্যাপয়েণ্টমেণ্টে তো নেইই আর এই সময়ে

আমি কখনও রোগী দেখি না। যাইহোক বসতে বল, আমি আসছি।

ডাঃ লেন তাঁর চেম্বারে যেয়ে বসবার সঙ্গে সঙ্গে যে লোকটিকে বাটলার ঢুকিয়ে দিল তাকে তিনি কখনও দেখেন নি। কিন্তু কি তার রোগ হতে পারে? বেশ তো দশাসই চেহারা, পরনে দামী স্যুট, চল্লিশের নিচেই বয়স হবে। বাঁকা হাসি ও বাঁকা চাউনি ডাঃ লেনের পছন্দ হল না। সন্দেহজনক। কি মতলব?

আগন্তুক জিজ্ঞাসা করল, ডক্টর লেন?

হ্যাঁ আমিই ডক্টর লেন কিন্তু মিঃ গরম্যান আমি তো আজকাল আর সাধারণ রোগী দেখি না। আমার কোন ডাক্তার বন্ধু কি আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে? তাহলে অবশ্য আলাদা কথা।

ডক্টর লেন আমাদের কথা কেউ শুনতে পাবে না নিশ্চয়. পাশের ঘরেও নেই বোধহয়।

না কেউ নেই কিন্তু কেন? কারণ রোগীর কোন কথা ডাক্তাররা বলে বেড়ায় না।

ডাঃ লেনের এমন প্রশ্ন এবং লোকটিকেও পছন্দ হল না। এ কি সত্যই কোন রোগের চিকিৎসার জন্যে এসেছে?

তাহলে শুনুন আমি কোন চিকিৎসার জন্যে আসিনি আর আমার নাম গরম্যানও নয়।

মানে? আপনি কি বলতে চাইছেন?

হতে পারে, সোজাসুজি বলছি. আমি জানি বর্তমানে আপনার আর্থিক সংকট চলছে, তাই না ডাঃ লেন?

আপনার প্রশ্ন অপমানজনক বলে ডাঃ লেন উঠে দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

অত তাড়াতাড়ি নয় লেন, আমার কথাগুলো শুনলে ভাল করবে, বুঝব তোমার কিছু বুদ্ধিসুদ্ধি আছে।

ডাক্তার লেন চটে গেলেন কিন্তু কিছু বললেন না।

লোকটা থামেনি। সে বলছে, আমি জানি তুমি ধনী নও। তোমার যা কিছু সঞ্চয় ছিল তা তোমার গবেষণার কাজে উবে গেছে

অথচ জেনারেল প্র্যাকটিশ করে রোজগারও কর না। ঠিক কি না ?

লোকটা উঠে ডাঃ লেনের সামনে যেয়ে দাঁড়াল। তারপর একটু বাঁকা হাসি হেসে বলল, তুমি তো নিকোলাস প্রোবিনকে চেন ? তাই না ? তাহলে এবার শোন··· ।

ইতিমধ্যে পেগি ডিনার টেবিলে বসে বাবার জন্যে অপেক্ষা করছে। ডিনারের দেরি হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পরে শুনল বাবার চেম্বারের দরজা বেশ জোরে বন্ধ হল তারপর সদর দরজাও বন্ধ হল। ডাঃ লেন ডাইনিং রুমে ঢুকলেন। তাঁকে কিছু গম্ভীর মনে হল। কপাল কুঞ্চিত। নিজের আসনে বসলেন।

কি ব্যাপার বাবা ? পেগি জিজ্ঞাসা করল।

ব্যাপার আবার কি ? কিছু নয়, ডাক্তার লেন উত্তর দিলেন। ঠোঁটের কোনে ম্লান হাসিও দেখা গেল।

তোমাকে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।

না রে আমি ভালই আছি তবে ক্লান্ত। গত কয়েকদিন খুব পরিশ্রম করতে হয়েছে, ল্যাবরেটরিতে বিশেষ করে, হার্নলি পার্কেও বিশ্রাম নেওয়া যায় নি।

মনে হচ্ছে বাবা এখন তোমার যে রোগী এসেছিল তার রোগের কারণের জন্যেই হোক বা তার ব্যবহারেই হোক তুমি সন্তুষ্ট হওনি, গোলমেলে মনে হচ্ছে।

না, কিছু নয়, আমি ঠিকই আছি।

বাবা তুমি আজও রাত্রে ল্যাবরেটরিতে কাজ করবে নাকি ? উদ্বিগ্ন কণ্ঠে পেগি জিজ্ঞাসা করল, তোমার এখন ল্যাবরেটরিতে যাওয়া মানে তো ভোর পর্যন্ত। দুধ দিতে আসে আর তুমিও আস।

আজ ঘণ্টা দুই কাজ করলে চলবে। কি জানিস রিসার্চ বড় কড়া মাস্টার, যে কাজটা করছি মানে যে রোগটার কারণ খুঁজে বেড়াচ্ছি সেটা প্রায় জেনে ফেলেছি, শুধু আর কয়েকটা ধাপ বাকি আছে। আজ আমি ভোরের অনেক আগেই ফিরে আসব।

ডাঃ লেনের ল্যাবরেটরি তাঁর বাড়িতে নয়। কাছেই একটা বাড়ির

ছ'তলায়। বাড়িটা খুব পুরানো, রাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে। বাড়ির ছ'তলায় কয়েকটা ঘর পেয়ে ডাক্তার লেনের কাজের খুব সুবিধা হয়েছিল। প্রচুর আলো। পরিবেশও শান্ত। কিন্তু বাড়িটার এখন অন্তিম দশা। ভেঙে ফেলার আদেশ দেওয়া হয়েছে। একমাত্র ডাঃ লেন ছাড়া সব ভাড়াটেরা উঠে গেছে। নিচের তলার অনেক ঘরের দরজা জানালা খুলে নেওয়া হয়েছে। ডাঃ লেন ঘর খুঁজছেন। তাঁকেও উঠে যেতেই হবে।

ডিনারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বাড়ি থেকে যখন বেরোলেন তখন রাত্রি এগারোটা।

বাড়িটা এখন নির্জন, রাত্রে ভুতুড়ে মনে হচ্ছে। বাড়িতে ঢোকবার জন্যে একটা ছোট দরজা রাখা আছে। সেটা তালা দেওয়া। ডাঃ লেনের কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে। তালা খুলে বাড়ির ভেতরে ঢুকলেন। হল পার হয়ে লিফটের সামনে এসে দাঁড়ালেন। অন্য-দিনের মতো আজ রাত্রে লিফট নিচে নেই। তিনি কয়েকবার বেল টিপলেন। কোন সাড়া না পেয়ে উঁকি মেরে দেখলেন লিফট ওপরে রয়েছে। নামবার কোনো লক্ষণ না দেখে তিনি সিঁড়ি ভেঙেই ওপরে উঠতে আরম্ভ করলেন।

ওপরে যখন পৌঁছলেন তখন রীতিমতো হাঁপাচ্ছেন। মনে মনে বিরক্ত। লিফটটা ওপরেই রয়েছে। কোলাপসিবল গেট বন্ধ। লিফট নিয়ে এখন আর মাথা ঘামালেন না।

কয়েক পা যেয়ে ল্যাবরেটরির দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকে আলো জ্বাললেন। একটা চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন। তারপর উঠে লম্বা ঝুলের হাফ হাতা পাতলা সাদা কাপড়ের একটা কোট বা এপ্রন পরলেন। এবার কাজ আরম্ভ করবেন। কাঁচের চ্যাপ্টা পেট্রি ডিশে একটা ব্যাকটিরিয়া কালচার করতে নিয়েছিলেন। একটা স্লাইডে নমুনা তুলে নিয়ে মাইক্রোস্কোপের সামনে বসে স্লাইড যথাস্থানে রেখে একটা স্টেন লাগালেন। তারপর মাইক্রোস্কোপের সামনে একটা বাল্ব জেবলে ফোকাশ করে নিবিষ্ট মনে কিছু দেখতে

লাগলেন। ওপাশে একটা প্যাডে পেনসিল দিয়ে কিছু লিখতে বা আঁকতে লাগলেন।

কাজ করতে করতে কত সময় পার হয়েছে তা ডাক্তার লেনের খেয়াল নেই। একটা মৃদু আওয়াজ হল। দরজার দিকে মুখ তুলে চেয়ে দেখলেন রেনকোট গায়ে একটা মানুষ দাঁড়িয়ে। মাথার ফেল্ট হ্যাটটা কপাল পর্যন্ত নামান।

ডাঃ লেন বিরক্ত হলেন। রূঢ় কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করলেন, এই তুমি কে? বাড়িতে কি করে ঢুকলে? কি চাই?

লোকটা কোন উত্তর দিল না। পকেট থেকে একটা রিভলভার বের করে ডাঃ লেনের সামনে দাঁড়িয়ে যেন আদেশ করল, কোন কথা নয় লেন, যা বলছি তা কর।

ঠাট্টা করছ নাকি? এটা ঠাট্টার সময় নয়।

চুপ, কথা বলতে বারণ করেছি না। এপ্রনটা খুলে কোটটা পর। তারপর টুপিটা মাথায় দাও। তোমাকে একটু বেড়াতে নিয়ে যাব।

লোকটার দৃষ্টি লক্ষ্য করে ও তার কথা বলার ভঙ্গি দেখে ডাঃ লেন ভয় পেলেন। বিপদ তো বটেই বরঞ্চ লোকটার সঙ্গে কথা বললে বিপদ আরও বাড়বে। এপ্রন খুলে তিনি কোট পরলেন. মাথায় টুপিটাও দিলেন।

লোকটা বলল, ঠিক আছে এবার বেরিয়ে এস, নিচে নামতে হবে, সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠেছিলে এবার লিফটে নিচে নামবে। তুমি আগে চল, আমি পিছনে আছি।

ডাঃ লেন লিফটের সামনে এসে কোলাপসিবল গেট টেনে খুললেন। অটোম্যাটিক লিফট। তিনি চালাতেও জানেন। লোকটা বলল, লিফটে ওঠো লেন।

ডাঃ লেন দেখলেন লোকটার লিফটে ওঠবার ইচ্ছে নেই। প্রথমে ভাবলেন লোকটা লিফটে না উঠলেই ভাল হয়, নিচে নেমে উনি পালাতে পারবেন কিন্তু নিচে যদি ওদের লোক থাকে? লোকটার মতলব কি? ল্যাবরেটরির জিনিসপত্র নষ্ট করবে নাকি কিছু চুরি

করবে ?

এইসব ভাবতে ভাবতে তিনি লিফটে উঠে নিচে নামবার নব ঘোরাতে যেতেই লিফট উল্কা বেগে পড়তে লাগল। সেকেণ্ডের মধ্যেই লিফট নিচে ভেঙে পড়ার শব্দ শোনা গেল।

রিভলভার পকেটে পুরে লোকটা ততক্ষণে নিচে নামতে শুরু করেছে। লোকটা নিচে নেমে দেখল লিফটটা ভেঙে চুরমার আর সেইসঙ্গে একমাত্র আরোহিরও মৃত্যু হয়েছে। লোকটার মুখে ক্রুঢ় হাসি ফুটে উঠল। যে কাজের জন্য এসেছিল সে কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে। 'গুডবাই ডাক্তার লেন' বলে লোকটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে একটা সিগারেট ধরিয়ে হাঁটতে লাগল। কাছে একটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল তাতে উঠে সে চলে গেল।

সেই রাতে 'গরম্যান' নামে পরিচয় দিয়ে যে লোক ডাঃ লেনের সঙ্গে দেখা করেছিল এ সে লোক নয়।

টেড অনেকবার চেষ্টা করল কিন্তু হাতের বাঁধন খুলতে পারল না। পা দুটোও বেশ মজবুত করে বাঁধা আছে। চিৎকার করবারও উপায় নেই কারণ মুখে স্টিকিংপ্লাস্টার সেঁটে দিয়েছে। অনেক দূরে কোথাও গির্জার ঘণ্টা শোনা গেল, মাত্র একটা ঘণ্টা। রাত্রি সাড়ে বারোটা, একটা বা দেড়টা হতে পারে। বদমাইশগুলো তাকে যেখানে ফেলে রেখে গেছে সেটা সম্ভবতঃ একটা পরিত্যক্ত আস্তাবল। গন্ধ শুঁকে তাই মনে হচ্ছে। চারিদিক নিস্তব্ধ কোথায় পড়ে আছে কিছুই বুঝতে পারছে না। মাথায় যেখানে মেরেছিল সে জায়গাটা এখনও ব্যথায় টনটন করছে। কেটেকুটে বা ফেটে যায় নি। যাইহোক সে বেঁচে আছে। সকাল হবার আগে বোধহয় উদ্ধার পাবার আশা নেই।

একটা ইঁদুর ঘুর ঘুর করছে। আহা! ইঁদুরটা যদি তার হাতের বাঁধন কেটে দিতে পারত! কিন্তু একটা শব্দ শোনা গেল পায়ের শব্দ।

একটা লোক ভেতরে ঢুকল। পকেট থেকে দেশলাই বার করে জ্বালল, জ্বলন্ত কাঠিটা ডানহাতে ধরে বাঁ পকেট বা কোথাও থেকে একটা মোমবাতি বার করে জ্বালল।

টেড লোকটাকে দেখতে পেল। ভিখিরি। একগাল খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গায়ে জীন্স কোট ও প্যান্ট। টেড হাত পা নেড়ে আওয়াজ করতে লোকটার দৃষ্টি তার দিকে পড়ল। লোকটা মোমবাতিটা তুলে ধরে টেডকে দেখে বলল, আরে এ কি কান্ড? আপনাকে এমন-ভাবে কে বেঁধে রেখেছে? দাঁড়ান, দাঁড়ান, বলতে বলতে লোকটা দেওয়ালের ধারে যেয়ে একটা পুঁটুলি খুলে ভেতর থেকে একটা ভাঙা ছুরি বার করে আনল। দড়ি বেশ মজবুত, ছুরিতে ধার নেই। তবুও লোকটা ছুরি ঘসে ঘসে একটা বাঁধন কাটতেই বাঁধন আলগা হল। হাতে লাগলেও লোকটার সাহায্যে টেড হাতের বাঁধন খুলে মুখের ওপর থেকে স্টিকিং প্লাস্টার খুলে টেড বলল, ভাগ্যিস তুমি এসে পড়েছ নইলে সারারাত আমাকে এইভাবে পড়ে থাকতে হতো।

লোকটি জিজ্ঞাসা করল, আপনাকে ওভাবে কে বেধেছে?

টেড বলল, একজন নয়, তিনটে গুন্ডা। তাদের প্রায় ঘায়েল করে এনেছিলুম কিন্তু এক ব্যাটা আচমকা মাথায় ডান্ডার বাড়ি মারল, কেটে গেছে দেখছি।

কেন আপনাকে মারল? দেখুন তো আপনার পকেট ঠিক আছে কি না।

টেড উঠে দাঁড়িয়ে একটু হাত পা নেড়ে ও কোমর বেঁকিয়ে পেশী-গুলো সচল করে পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলল, পকেট ঠিক আছে। মানিব্যাগ খুলে এক পাউন্ডের একটা নোট লোকটির হাতে দিল। সে যেন হাতে স্বর্গ পেল।

টেড জিজ্ঞাসা করল, আমি কোথায় আছি, গ্রামের নাম কি? তা তো জানি না স্যার, তবে ওদিকে মাইল খানেক দূরে একটা গ্রাম আছে। নামটাম জানি না।

মাথাটা দপদপ করছে। টেড গ্রাহ্য করল না, সে আস্তাবল থেকে

বেরিয়ে হাতড়ে হাতড়ে রাস্তায় এসে নামল। রাস্তায় আলো না থাকলেও চলতে অসুবিধা হচ্ছে না।

টেড অনেকক্ষণ চলল। জোরে চলতে পারছে না, তবে সে আধঘণ্টা হাঁটার পর যখন কোনো গ্রামের দেখা পাওয়া গেল না তখন টেড ভাবল সে বোধহয় লোকটির কথা বুঝতে না পেরে উল্টোদিকে চলে চলেছে। আর তখনি একটা মোটরগাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। পিছন ফিরে টেড দেখল গাড়ির হেডলাইট না জ্বললেও অন্য দুটো আলো জ্বলছে। গাড়িটা বেশ জোরে আসছে, নিশ্চয় চেনা রাস্তা। গাড়িটা কাছে আসতে টেড রাস্তা থেকে একটু সরে যেয়ে দু'হাত তুলল। গাড়ি তাকে তুলে না নিলেও কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু গাড়ি থামল না, গতি একটুও কমাল না, প্রায় তার গা ঘেঁষে চলে গেল।

মোটামুটি শ দুয়েক গজ যাবার পর গাড়িটা গতি কমাল তারপর ডানদিকে বেঁকে গেল। টেড অনুমান করল গাড়িটা কাছাকাছি কোথাও গেল। ঐদিকেই যাওয়া যাক। একটা টেলিফোন করা দরকার।

এখান থেকে রাস্তার দুদিকেই ঘন ঘন গাছের সারি আরম্ভ হয়েছে। দুশো গজ হাঁটার পর ডানদিকে একটা কাঁচা রাস্তা দেখা গেল। খানিকটা যাবার পর একটা গোল গেট। গেটের মাথায় কিছু লেখা আছে। অন্ধকারে পড়া গেল না। রাস্তাটা চওড়া নয়। একটা গাড়ি বেশ যেতে পারে। রাস্তার ধারে এবং চারদিকে প্রচুর গাছ। একটা বন বললেই হয়। কিছুটা এগিয়ে যাবার পর গাছ কিছু পাতলা হল এবং একটা বাড়ি দেখা গেল। বাড়িটা অন্ধকার। বেশ বড় বাড়ি। তারার আলো টেডকে কিছু সাহায্য করল। নিচের তলার একটা পর্দা ফেলা জানালায় আলো দেখা গেল। পাশে দরজা। হাতড়ে হাতড়ে ভেতরে ঘণ্টা বাজাবার হাতলটা পাওয়া গেল! হাতল ও ঘণ্টার সঙ্গে দড়ির সংযোগ আছে, হাতল টানলে ভেতরে ঘণ্টা বাজবে। হাতল টেনে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। সাড়া নেই।

আবার ঘণ্টা বাজাতে যাচ্ছিল এমন সময় দরজা খুলল।

আলোর পিছনে কোথায় মুখ দেখা গেল না তবে যে দরজা খুলল, সে বেশ হৃষ্টপুষ্ট, মাথা ভর্তি চকচকে টাক।

লোকটি প্রশ্ন করবার আগেই টেড বলল, আমার একটা জরুরি টেলিফোন করা দরকার। আপনার যদি ফোন থাকে এবং অসুবিধা না হয়।

টেলিফোন ? হ্যাঁ নিশ্চয় ভেতরে আসুন।

লোকটি সরে যেয়ে পথ করে দিল। টেড ভেতরে ঢুকতে লোকটি তাকে লক্ষ্য করল। টেডের খেয়াল নেই যে তার প্যাণ্ট শার্টে জ্যাকেটে কাদা, ময়লা লেগে আছে। কপালের একপাশ ফুলে গেছে, কিছু রক্ত জমে আছে। চুল অবিন্যস্ত। টেডও এবার লোকটিকে ভাল করে দেখবার সুযোগ পেল। লোকটির মাথা ও মুখ বেশ বড়, মাথাভর্তি টাক, গোঁফদাঁড়ি কামান। মুখ দেখে লোকটিকে চেনা শক্ত। বয়স বড়জোর পঞ্চাশ।

লোকটির চেহারা নিয়ে টেড মাথা ঘামাল না। তার কি দরকার, মন্দ লোকও হতে পারে। সে এসেছে ফোন করতে, ফোন করে চলে যাবে, তার সঙ্গে আর দেখা হবে না। লোকটি দরজা বন্ধ করল। একটা ব্যাপার টেড লক্ষ্য করল, লোকটির পরণে পুরো স্যুট। কে জানে হয়ত কোথাও থেকে ঐ গাড়িতেই ফিরে এল। নইলে এত রাতে বাড়িতে কে আর পুরো স্যুট পরে থাকে।

দরজা বন্ধ করে লোকটি টেডের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, কপালে চোট দেখছি, কার অ্যাকসিডেণ্ট নাকি ?

না, তা নয়, কয়েকজনের সঙ্গে একটু হাতাহাতি হয়েছিল, সেই ব্যাপারেই একজনকে ফোন করতে চাই যার ব্যাপারটা জানা খুব দরকার।

লোকটি বলল, এইখানে আলোর নিচে আসুন তো। আপনার চোটটা দেখি। আমি একজন ডাক্তার।

আরে এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না।

তার চেয়ে বলুন আমি কোথায় এসেছি। এটা কি হার্নলি গ্রাম ?

না, হার্নলি থেকে মাইল তিন দূরে। কিন্তু আসুন, আপনার ক্ষতটা দেখি, আসুন, এই তো আমার কনসালটেশন রুম। ডাক্তার টেডের কোনো কথা শুনল না। ধুয়ে পরিষ্কার করে ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিল।

ডাক্তার যখন তার ক্ষত ড্রেস করছিল তখন টেড জিজ্ঞাসা করল, জায়গাটা তো বসতিহীন মনে হচ্ছে তা এখানে আপনার প্র্যাকটিশ কেমন ? রোগীদের বাড়ি যেতে হলেও তো অনেকটা দূর।

না, আমি জেনারেল প্র্যাকটিশ করি না। অন্ধকারে বাইরে গেটের মাথায় সাইনবোর্ডটা আপনার নজরে পড়েনি বোধহয়। এটা একটা নার্সিং হোম। মানসিক রোগীদের চিকিৎসা করি। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ড্রেস করে ডাক্তার বলল, ঐ যে টেলিফোন। আর যদি টেলি-গাইডের দরকার হয় তাহলে এই সেলফে পাবেন।

টেড যখন টেলিফোন গাইডখানা শেলফ থেকে তুলতে যাচ্ছে তখন তার মনে হল পাশে একটা ঘরে দরজার আড়াল থেকে কেউ বুঝি তাকে লক্ষ্য করছে।

গাইড খুলে হার্নলি পার্কের নম্বর দেখে নিয়ে টেড ফোন করল। বাড়ির সকলে ঘুমোচ্ছে। কোন ভৃত্য ঘুম চোখে ফোন ধরতে টেড বলল, আমি মিঃ স্টেডম্যানের সঙ্গে কথা বলতে চাই, ডোনাল্ড স্টেডম্যান।

কিন্তু তিনি তো স্যার বাড়ি নেই।

বাড়ি নেই ? তিনি তো অসুস্থ, চোট পেয়েছেন ? কি বলছ বাড়ি নেই ?

না স্যার মিঃ স্টেডম্যান বাড়ি নেই, এই কিছুক্ষণ আগে তিনি লণ্ডন চলে গেলেন। চোট তেমন গুরুতর নয়। কে কথা বলছেন ?

আমার নাম এডওয়ার্ড ফ্ল্যানাগান। আচ্ছা মিঃ প্রোবিন কি বাড়ি আছেন ?

তিনি তো স্যার শুয়ে পড়েছেন।

এক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে টেড লাইন ছেড়ে দিল।

টেলিফোন নামিয়ে রেখে টেড কিছুক্ষণ চিন্তা করল। পুলিসকে একটা ফোন করা হেতে পারে কিন্তু সেটা প্লেনের মালিক নিজে করলেই ভাল হয়। কয়েক ঘণ্টার তফাতে কি যাবে আসবে। কাল সকালে মিঃ প্রোবিনকে ফোন করে স্টেডম্যানের খবর জেনে নিবে তাকে সব জানাবে তারপর যা করবার স্টেডম্যানই করবে। তাকে তিনটে গুণ্ডা আক্রমণ করেছিল এটা সে তুচ্ছ মনে করে। লোক তিনটেকে ধরতে পারলে নিজেই তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করবে এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু ভাঙা প্লেন থেকে স্টেডম্যানের ব্যাগ নিয়ে সে ফিরল না কেন এটা ওকে জানিয়ে দেওয়া উচিত।

ঘাড় ফেরাতে ডিমের মতো টাকওয়ালা ডাক্তারের সঙ্গে তার চোখা-চোখি হল। ডাক্তারই বোধহয় এই নার্সিংহোমের মালিক। ডাক্তার তখন কালো আলপাকার কোট পরা একজনের সঙ্গে কথা বলছিল নার্সিংহোমের কোনো সহকারী বোধহয়। এরও চেহারা মালিকের মতো দশাসই। ডাক্তার টেডের দিকে মুখ ঘোরাতে সে চলে গেল।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করল, হার্নলি পার্কের সঙ্গে কথা বললেন? অনেক ধন্যবাদ। এবার আমি যাব, টেড বলল।

যাবেন? কিন্তু আপনার চোটটা ঠিক কি করে লাগল? ডাক্তার জিজ্ঞাসা করতে টেড সংক্ষেপে ঘটনা বলল।

ডাক্তার বলল, পুলিসকে জানিয়েছেন?

কি লাভ? গুণ্ডাগুলো এতক্ষণে কোথায় চম্পট দিয়েছে কে জানে। কোনো লাভ হবে না তবে ব্যাগটা উদ্ধারের স্বার্থে প্লেনের মালিক পুলিসকে জানাতে পারেন। আমি মিঃ স্টেডম্যানকে সব জানিয়ে দোব, যা করার তিনি করবেন। তাই ভাল, ডাক্তার বলল. কিন্তু এখন চললেন কোথায়?

এখন? রাস্তার ধারে মানে যেখানে প্লেনটা ভেঙে পড়েছে তারই কাছে আমার গাড়িটা আছে, এখন গাড়ির সন্ধানে যাচ্ছি।

ডাক্তার বলল, দুঃখের বিষয় যে আমার শফার এখন ঘুমোচ্ছে

নইলে সে আপনাকে আপনার গাড়ি পর্যন্ত পেঁছে দিতে পারত।

হ্যাণ্ডশেক করবার জন্যে হাত বাড়াতে বাড়াতে ডাক্তার বলল, গুড নাইট।

টেড বুঝল ডাক্তার তাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করতে চায়। তাছাড়া যে গাড়িটা রাস্তায় সে আসতে দেখেছিল, এখানে আসবার সময় বাড়ির বাইরে সে তো গাড়িখানা দেখেছিল। ড্রাইভার এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল ? তার মানে ঘুরিয়ে বলা আর কি যে আমি সাহায্য করতে অক্ষম।

টেড বাইরে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা বন্ধ হল। সে দেখল গাড়িখানা নেই। খোয়া বিছানো রাস্তা দিয়ে সে রাস্তার দিকে চলতে লাগল। ডাক্তার তার নাম বলেছে, ডাঃ ক্রোন। নামটা কয়েক-বার আউড়ে নিল।

গাড়িখানা পায় ভালই নইলে সে হার্নলি পার্কে যেয়ে মিঃ প্রোবিনের আতিথ্য চাইবে, বাকি রাতটুকু থাকতে দিন। বাড়ির একটা জানালা দিয়ে একফালি আলো রাস্তায় পড়েছিল। সেই আলোয় দেখল পরিষ্কার একটা কাগজ রাস্তায় পড়ে আছে। সেটি তুলে নিয়ে দেখল সেটা লণ্ডনের এক বিখ্যাত বন্দুকওয়ালার বিল। বেশ নামী ও দামী একটা রিভলবার বিক্রির বিল। বিল কাটা হয়েছে এই নামে ঃ

এন. প্রোবিন এস্কোয়ার
হার্নলি পার্ক, হার্নলি
হ্যাম্পশায়ার

টেড কৌতূহলী হল। ভাবল মিঃ প্রোবিনের নামে বিলটা কাটা হলেও বিলটা এদের কাছেই দিয়ে যাওয়া ভাল। এরা ব্যবস্থা করতে পারবে।

এবারও ডাঃ ক্রোন নিজেই দরজা খুলে দিল। সে বলল বিলখানা সে বাইরে কুড়িয়ে পেল। মিঃ প্রোবিন হয়ত কোনো কারণে এখানে যখন এসেছিলেন তখন ওটা হয়ত তার পকেট থেকে পড়ে গেছে। কিন্তু আপনি আমাকে তাহলে বললেন কেন মিঃ প্রোবিনকে আপনি

চেনেন না।

বিলখানা দেখে ডাঃ ক্লোন বলল, প্রোবিনকে ব্যক্তিগতভাবে আমি সত্যিই চিনি না তবে তাঁর বাড়ি ও তিনি স্বয়ং এ অঞ্চলে সুপরিচিত সে হিসেবে তাঁর নাম জানি তবে এই বিলখানা এখানে কি করে এল আমি তো বুঝতেই পারছি না। টেড ঠাট্টার সুরে বলল, তাহলেও নিশ্চয় হাওয়ায় উড়ে আসে নি?

ডাঃ ক্লোন ভুরু কুঁচকে বলল, তাহলে কি আপনি বলতে চাইছেন যে মিঃ প্রোবিন এখানে আসেন অথচ আমি আপনাকে মিথ্যা কথা বলছি? না না।

এই সময়ে ডাক্তারের পিছন থেকে কালো আলপাকা পরা বলিষ্ঠ লোকটি গলা বাড়িয়ে বলল, আরে এ তো সেই বিলখানা!

ডাঃ ক্লোন বলল, তুমি কিছু জান নাকি ওয়ারেন?

ওয়ারেন নামধারী লোকটি বলল, জানি বই কি, ওটা তো আমি খুঁজছিলুম।

ব্যাপারটা কি বুঝিয়ে বলতো ওয়ারেন, ডাক্তার তাকে বলল।

ওয়ারেন বলল, বুঝিয়ে বলার কিছু নেই। আজই আমি হার্নলি পার্কের কাছে রাস্তার ধারে আমি বিলখানা কুড়িয়ে পেয়ে ওটা পকেটে রেখেছিলুম। তখন আমার তাড়াতাড়ি ছিল তাই বিলখানা ফেরত দিতে হার্নলি পার্কে যাইনি। ভেবেছিলুম কাল সকালে দিয়ে আসব। রুমাল বার করবার সময়ে আমারই পকেট থেকে পড়ে গেছে। মিঃ প্রোবিনের পকেট থেকে বা তাঁর কোনো কর্মীর অমনোযোগিতার ফলে বিলখানা পড়ে যেয়ে থাকবে। দিন, বিলটা আমাকে দিন।

তাহলে দেখলেন তো মিঃ ফ্ল্যানাগান আমি আপনাকে মিথ্যা কথা বলি নি। অথচ আপনি আমাকে ভুল বুঝলেন…।

টেড বলল, দুঃখিত ডাঃ ক্লোন। আমি একটু ধাঁধায় পড়েছিলুম এই আর কি। আচ্ছা, গুড নাইট।

এবার ডাঃ ক্লোন সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করল না। টেড অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তারপর দরজা বন্ধ করে

ওয়ারেনকে বলল, ব্যাপারটা খুব সামলে নিয়েছিস ওয়ারেন। ছোকরা প্রোবিনকে চেনে। আমাদের সতর্ক থাকা ভাল। তোর কথা ছোকরা বিশ্বাস করেছে।

হাইড পার্কের সামনে অভিজাত পাড়ায় যেসব আধুনিক ফ্ল্যাট তৈরি হয়েছে তারই একটাতে টেড থাকে।

গত রাত্রে তার বেণ্টলি গাড়ি সে যথাস্থানেই পেয়েছিল। বাড়ি ফিরতে অনেক রাত্রি হয়েছিল তাই সকালে উঠতে অনেক দেরি হয়ে গেল। বেলা আটটা। ব্রেকফাস্ট সেরে টেলিফোন গাইড খুঁজে সে ডাঃ লেনের ঠিকানাটা বার করল, এগারো নম্বর উইনটন স্কোয়ার।

মিঃ প্রোবিনকে টেলিফোন করে তাঁর ভাইপোর ঠিকানা জানা অপেক্ষা ডাঃ লেনের বাড়ি গেলে স্টেডম্যানের ঠিকানা পাওয়া যাবে উপরন্তু তাঁর কন্যা পেগির সঙ্গেও দেখা হবে।

ন'টার সময় বেণ্টলি চালিয়ে সে উইনটন স্কোয়ারের এগারো নম্বর বাড়িতে হাজির হল। আর এক মিনিট দেরি হলে পেগির সঙ্গে দেখা হতো না।

নীল রঙের একটা ড্রেসের ওপর কাঁধে ফার চাপিয়ে পেগি বেরুচ্ছিল। টেড যখন তাদের বাড়ির দরজার সামনে গাড়ি থামাল, পেগিও ঠিক তখনি দরজা খুলে বাইরে পা বাড়াল। একগাল হাসি হেসে টেনে বলল, গুড মর্নিং বেরোচ্ছেন নাকি ? টেড গাড়ি থেকে নামল।

পেগির মুখ কিছু ম্লান, কিছু চিন্তা করছে। টেড বলল, আমি তোমার কাছে এসেছিলুম গতকালের সেই পাইলট ভদ্রলোকের মানে মিঃ স্টেডম্যানের ঠিকানা জানতে তা তুমি তো বেরচ্ছ। পেগি বলল, তাতে তোমার অসুবিধে হবে না। আমি বেশি দূর যাব না। তোমার মাথায় স্টিকিং প্লাস্টার কেন ?

চল কোথায় যাবে, আমি নিয়ে যাচ্ছি, গাড়িতে যেতে যেতে বলব। মিঃ স্টেডম্যানেরও জানা উচিত।

কালো ব্যাগটা পেয়েছ ?

পেয়েছিলুম, হাতে ধরেওছিলুম, ফেরবার জন্যে পা বাড়াতেই এখানে পড়ল এক ডাণ্ডা। তারপর সর্ষেফুল, অজ্ঞান। জ্ঞান ফিরল, হাত খালি।

সেকি ? তাই কাল ফিরতে পার নি ? কি হয়েছিল ?

এস গাড়িতে ওঠ, সব বলব। কোথায় যাবে ?

বেশি দূর নয়, কাছে ক্লার্ক স্টীটে, বাবার ল্যাবরেটরিতে। বাবা রাতেও ল্যাবরেটরিতে কাজ করেন, ফিরতে কোনো কোনো দিন ভোর হয় তবে কাল রাতে বলেছিলেন রাতেই ফিরবেন। কিন্তু ফেরেন নি তাই তাঁর খোঁজ নিতে যাচ্ছি।

পেগি গাড়িতে উঠল। টেড আস্তেই গাড়ি চালাচ্ছিল।

তিনজন গুণ্ডার সঙ্গে মারামারির ব্যাপারটা বলল। স্টেডম্যান রাতে লণ্ডন ফিরেছে সে খবরও জানাল কিন্তু যে ব্যাগ সম্বন্ধে স্টেডম্যান এত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল সে ব্যাগ না নিয়ে বা কি হল না জেনেই স্টেডম্যান লণ্ডনে ফিরল কেন ?

পেগি বলল, গুণ্ডা তিনটে বোধহয় ব্যাগের বিষয় জানত। তারা ব্যাগটা নিতেই গিয়েছিল। তোমাকে রিভলভার দেখিয়েছিল, রিভলভার না হারালে তোমাকে বোধহয় গুলি করত। ব্যাপারটা তোমার কি মনে হয় ?

টেড বলল, আমার মনে করার কোনো দরকার নেই। যার ব্যাগ সে ভাববে। এখন চল তোমার বাবার ল্যাবরেটরিতে যেয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি ক'টা ব্যাকটিরিয়া মারলেন।

বাড়ির গেট বন্ধ থাকলেও ছ'তলায় বাবার ল্যাবরেটরিতে যাবার একটা দরজা ছিল। সেই দরজার ডুপ্লিকেট চাবি পেগির কাছে ছিল। পেগি দরজা খুলল। সে আর টেড বাড়ির ভেতরে ঢুকল। লিফটের শ্যাফট দেখা যাচ্ছে। বাড়ি একদম ফাঁকা নির্জন। নির্জনতা যেন বড় বেশি। বয়স বেশি না হলেও টেড বহুদর্শী মানুষ। সে যেন কিছু একটা আশংকা করল।

ডাঃ লেন বাড়ি ফেরেন নি কেন ?

পেগি বলল, চল আমরা লিফটে উঠব কিন্তু তাকে পাশ কাটিয়ে টেড এগিয়ে গেল। টেডের চোখে পড়ল সেই বীভৎস দৃশ্য। লিফটের খাঁচাটা ভেঙে চুরমার হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সেই সঙ্গে ডাঃ লেনও রক্তাক্ত অবস্থায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন।

পেগিও অনেকটা এগিয়ে এসেছে। ভাঙা লিফট তার চোখে পড়েছে কিন্তু বাবার মৃতদেহ তখনও দেখতে পায় নি। টেড তাকে থামিয়ে বলল, চল চল বাইরে চল, বলে তাকে একরকম ঠেলে বাইরে বার করে নিয়ে এল! পেগিকে বাইরে রেখে টেড আবার ভেতরে ঢুকল। মিনিটখানেক পরে ফিরে এসে পেগির মুখ দেখেই বুঝল সে অত্যন্ত খারাপ খবরই আশা করছে।

টেড বলল, লিফটটা ভেঙে পড়েছে সেই সঙ্গে ডাঃ লেনও।

এই দুঃসংবাদ শুনে পেগি পড়ে যাচ্ছিল। টেড তাকে ধরে ফেলল।

লণ্ডনের আর এক অভিজাত পল্লী বার্কলে স্ট্রীটে তার বিলাস-বহুল ফ্ল্যাটে ডোনাল্ড স্টেডম্যান আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার ইভনিং ড্রেস শেষবারের মতো দেখে নিচ্ছিল। বাইরে কোথাও ডিনার খাবে, তারই তোড়জোর। পোশাক সম্বন্ধে স্টেডম্যান খুব সচেতন।

রূপোর একটা ট্রে-এর ওপর কয়েকখানা চিঠি নিয়ে তার ভ্যালেট ঘরে ঢুকে বলল, স্যার বিকেলের ডাক এসেছে। স্টেডম্যান দেখল বিল অথবা পাওনাদারের তাগাদা।

এমন সময় বেল বাজল। স্টেডম্যান বলল, কার্টার দেখ কে এসেছে ?

কার্টার ফিরে এসে বলল, একজন ভদ্রলোক এসেছেন, নাম বললেন এডওয়ার্ড ফ্ল্যানাগান, আমি তাঁকে লাউঞ্জে বসেয়ে রেখে এসেছি তবে বলি নি আপনি বাড়ি আছেন কি না, বলেছি দেখছি আপনি আছেন কি না।

ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। সে একটা সিগারেট ধরাল।

টেড জানালার ধারে দাঁড়িয়ে মেফেয়ার হোটেলের দিকে চেয়ে কিছু দেখছিল।

পায়ের শব্দ পেয়ে টেড ঘাড় ঘোরাল। স্টেডম্যান বলল, প্ল্যাড টু সি ইউ মিঃ ফ্ল্যানাগান। কাল আপনি আমাদের জন্যে যথেষ্ট করেছেন এজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ, আমাকে আমার জ্যাঠার বাড়ি পোঁছে দিয়েছেন তারপর আমার ব্যাগটা আনতে গেলেন…।

টেড বলল, আমি তো ভেবেছিলুম প্রথমেই আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন ব্যাগ আনতে যেয়ে আমি ফিরে এলুম না কেন ?

স্টেডম্যানের কথাগুলোয় টেড কোনো আন্তরিকতা ও আগ্রহের পরিচয় পায় নি।

স্টেডম্যান অপ্রস্তুত হয়ে বলল, ও হ্যাঁ নিশ্চয় নিশ্চয়, হ্যাঁ, আমরা ভাবছিলুম বটে আপনি ফিরলেন না কেন ? তবে মনে করেছিলুম ব্যাগটা নিশ্চয় পান নি তাই আর সময় নষ্ট না করতে হার্নলি পার্কে না ফিরে আপনি চলে গেছেন।

এটা কি বললেন মিঃ স্টেডম্যান আমি একটা দায়িত্ব নিয়েছি, তার ফলাফল না জানিয়ে অভদ্রের মতো চলে যাব ? আপনি কি আপনার সম্বন্ধে আর আগ্রহী নন ? ব্যাগটা উদ্ধার করতে পেরেছি কি না তাও তো জিজ্ঞাসা করলেন না ?

টেডের মনে হল স্টেডম্যান কিছু চাপা দিতে চাইছে। লোকটা তাকে একটা সিগারেটও অফার করল না যদিও সে সিগারেট টানে না, শুধু পাইপ।

স্টেডম্যান থতমত খেয়ে বলল, কি যে বলেন, নিশ্চয় ব্যাগ সম্বন্ধে আমার খুবই উদ্বেগ ছিল তবে কি জানেন যে কাগজগুলো ব্যাগে আছে মনে করেছিলুম সেই কাগজগুলো আমি ঐ ব্যাগে ভরিই নি, অন্য জায়গায় পেয়েছি। আপনাকে আমি বৃথাই পাঠিয়েছিলুম, বলে সে বোকার মতো হাসল।

অ, তাই বুঝি, আর আমি আপনার সেই ব্যাগ উদ্ধার করতে যেয়ে ঠ্যাঙানি খেলুম। আর যে তিনজন আমাকে আক্রমণ করে আমার হাত

থেকে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে গেল তারা নিরাশ হয়েছে।

টেডের কপালে যে একটা পটি আঁটা আছে সেটা সম্বন্ধে স্টেডম্যান একবারও প্রশ্ন করে নি। এবার সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, কেন? কি হয়েছিল?

টেডের কথা শুনে স্টেডম্যান বলল, ওগুলো ছিঁচকে চোর, প্লেন ভেঙে পড়েছে দেখে লুটপাট করতে এসেছিল।

টেড এই মন্তব্য শুনে হাসতে হাসতে বলল, তাহলে তারা খুব ধনী চোর কারণ আমি যখন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম তখন তারা আমার শার্টের মুক্তোর বোতামগুলো, আঙুলের ডায়মণ্ড রিং আর বুকপকেট থেকে আমার মানিব্যাগটাও নেয়নি, শ'খানেক পাউণ্ড ছিল আর আমার বেণ্টলি কার খানাও ছোঁয় নি।

পুলিসকে কিছু জানিয়েছেন নাকি?

সে তো আপনি জানাবেন, কারণ প্লেন আপনার।

যাক, ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ কি? আপনিও আর এ বিষয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা করবেন না।

টেড আর একটা খবর বলতে ভুলে গেল। তার জ্যাঠার রিভলভার কেনার একটা বিল নার্সিংহোমের কম্পাউণ্ডে কুড়িয়ে পেয়েছিল। এই কথাটা সে স্টেডম্যানকে বলল না। টেড তার পাইপ বার করে দামী টুব্যাকো ভরে জ্বালিয়ে কয়েকবার টান দিয়ে বলল, ঠিক আছে, আপনার ব্যাপার আপনি যা ভাল বুঝবেন করবেন, আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই কিন্তু সন্ধ্যের কাগজ দেখেছেন?

কথাটা টেড একটু জোর দিয়ে হঠাৎই বলল।

কেন? দেখি নি তা কি আছে?

সাংঘাতিক একটা ব্যাপার ঘটেছে যে জন্যে আমি আজ সকালে আসতে পারি নি। ডাঃ লেন…

ডাঃ লেন? কি হয়েছে? কথাটা বলতে বলতে টেড থেমে গিয়েছিল তাই স্টেডম্যান প্রশ্ন করল।

একটা লিফট অ্যাক্সিডেণ্টে তিনি গত রাত্রে মারা গেছেন

দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর মৃতদেহ আজ সকালে আমাকেই সর্বপ্রথম দেখতে হয়েছিল। ছ'তলার ওপর থেকে লিফটটা তাঁকে নিয়ে নিচে পড়ে গিয়েছিল।

অ্যাঁ ? বল কি ফ্ল্যানাগান ?

তাঁর কন্যার পক্ষে ব্যাপারটা খুবই শোচনীয়। যে বাড়িতে ডাঃ লেন মারা গেছেন সেই বাড়িতে তাঁর ল্যাবরেটরি ছিল।

লিফটটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মারা গেছেন। বাড়িটা তুমি চেন নিশ্চয়। এক প্রতিভাশালী ডাক্তার ও বিজ্ঞানীর অপমৃত্যু হল খুবই দুঃখের বিষয়।

স্টেডম্যান অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে টেডের মুখের দিকে চেয়েছিল। জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু ঘটল কি করে ? লিফট পড়ল কি করে ?

টেড বলল, লিফটা পুরনো হয়েছিল, দেখাশোনা বা কিছু মেরামত করা হতো না, এমন কি তেল দেওয়া হতো না। লিফটের খাঁচার মাথায় একটা চাকা থাকে সেটা ভেঙে যাবার ফলে দুর্ঘটনা ঘটেছে। পুলিস আমাকে এই কথাই বলেছে।

একটা নিশ্বাস ফেলে স্টেডম্যান বলল, কি সাংঘাতিক ? এই দুর্ঘটনার জন্যে লিফট কম্পানি এবং বাড়ির মালিককে খেসারত দিতে হবে, গাফিলতির জন্যে সাজাও পেতে হবে, আমি ওদের ছাড়ব না। দরকার হলে আমি কেস লড়ব।

কেস লড়বে ? কেন ? স্টেডম্যান জিজ্ঞাসা করল, তার মানে ত বিরাট ব্যাপার, ইনকুয়্যারি হবে··· !

তা ত হবেই। যারা দায়ী তারা ভালয় ভালয় ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেয় ভাল নইলে কেস লড়তেই হবে। ডাঃ লেন তো ধনী ছিলেন না, কিছু রেখে যেতে পারেন নি কিন্তু তাঁর মেয়েকে তো বাঁচতে হবে।

কিন্তু ডাঃ লেন তাঁর গবেষণা করতে পারলে তাঁর অর্থের অভাব হত না।

সে প্রশ্ন এখন ওঠে না মিঃ স্টেডম্যান। ডাঃ লেন তো আপনার জ্যাঠার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তিনি নিশ্চয় খুব শোক পাবেন।

হ্যাঁ, আমি জ্যাঠামশাইকে ফোন করে সমবেদনা জানাব। আমি এখন উঠলুম, আমার অনেক কাজ, বলে টেড উঠে পড়ল।

স্টেডম্যান টেডকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করল তারপর টেলিফোনের পাশে বসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, রিসিভার তুলে অপারেটরকে বলল, আই ওয়াণ্ট হার্নলি ৬০৬।

ওপারের লোক সাড়া দিতে স্টেডম্যান মাউথপিসে প্রায় মুখ ঠেকিয়ে ফিসফিস করে বলল, স্টেডম্যান কথা বলছি, ক্রোন শোন···।

বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে সে রিসিভার নামিয়ে রাখল।

পৃথিবী বিখ্যাত ডিটেকটিভ রবার্ট ব্লেক তাঁর বেকার স্ট্রীটের বাড়িতে ব্রেকফাস্ট শেষ করে কফির কাপে চুমুক দেবার আগে একটা সিগার ধরালেন। তাঁর সহকারী স্মিথ খবরের কাগজে চোখ বুলোচ্ছিল।

স্মিথ সহসা বলে উঠল, স্যর, এই দেখুন বিখ্যাত মেডিক্যাল ও রিসার্চ স্কলার মিঃ লেন লিফট ভেঙে পড়ে মারা গেছেন। আরে একি আমাদের সেই পুরানো বন্ধু টেড ফ্ল্যানাগান নাকি ? কাগজে লিখছে বা মিঃ ই এইচ ফ্ল্যানাগান, ডাঃ লেনের বডি প্রথম দেখে পুলিসে ফোন করেছিলেন। ই এইচ মানে তো এডওয়ার্ড হেক্টর। ইনি নিশ্চয় আমাদের সেই পুরানো বন্ধু টেড।

মিঃ ব্লেক কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বললেন, কই খবরটা পড়ে দেখি। স্মিথ খবরের কাগজটা তার হাতে দিল। লিফট দুর্ঘটনায় বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডাঃ লেনের শোচনীয় মৃত্যু, শীর্ষক খবরটা মিঃ ব্লেক পড়ে বললেন বাড়িটা পুরানো তাই লিফটও পুরানো হয়েছিল। খুবই দুঃখের বিষয় যে ডাঃ লেন তাঁর রিসার্চ শেষ করার আগেই মারা গেলেন। তবে তুমি ঠিকই ধরেছ, এ আমাদের পুরানো বন্ধু টেড ফ্ল্যানাগান। টেড আমাকে দুবার দুটো কেসে খুব সাহায্য করেছিল।

স্মিথ বলল, আমার মনে আছে স্যার, একবার টেমস ব্রিজের ম্যাকরেডি মার্ডার আর একবার বেডকোর্ডের সেই বিখ্যাত জুয়েল

থিফ র‍্যালফ পিগেলের কেসটায়।

তোমার মনে আছে দেখছি স্মিথ। সত্যি কথা বলতে কি টেডের সাহায্য না করলে আমি হয়ত রহস্য ভেদ করতে পারতুম না, আসামীরা ধরা পড়ত না।

নিচে একটা গাড়ি থামার শব্দ হতে স্মিথ জানালা দিয়ে চেয়ে দেখল বেশ বড় একটা বেণ্টলি গাড়ি তাঁদের বাড়ির দরজার সামনে থামল। তারপর গাড়ি থেকে যে নামল তাকে দেখে স্মিথ ব্লেককে বলল, এই দেখুন স্যার, এসে গেলেন, নাম করতেই মিঃ ফ্ল্যানাগান এসে গেলেন, বলতে বলতে স্মিথ নিচে নেমে গেল ও টেডকে নিয়ে ওপরে উঠল।

মিঃ ব্লেক এগিয়ে যেয়ে তার সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করে বললেন, এই-মাত্র আমরা তোমার কথাই বলছিলুম। ডাঃ লেনের খবরটা পড়লুম, তোমার নাম রয়েছে আর ডাঃ লেনের মেয়ে পেগি লেনের ছবিও ছাপা হয়েছে।

টেড বলল, আমি জানি এসব খবর তোমার চোখ এড়ায় না আর সেই জন্যে, বলতে গেলে ঐ ব্যাপারেই তোমার কাছে এলুম। ডাঃ লেনের মেয়েটি অসহায় হয়ে পড়েছে। ডাঃ লেনের অবস্থা ভাল ছিল না। মেয়ের জন্যে কিছুই রেখে যান নি। আমি চাই যারা এই নিষ্ঠুর অ্যাক্সিডেন্টের জন্যে দায়ী তাদের কাছ থেকে খেসারত আদায় করে দিতে।

মিঃ ব্লেক একটু ঠাট্টা করার লোভ সামলাতে পারলেন না, বললেন, অসহায় কেন? তুমি মেয়েটিকে বিয়ে কর না।

সে তো তুমিও করতে পার ব্লেক কিন্তু আপাততঃ সংসার করার ইচ্ছে আমার নেই। ওসব কথা থাক, আমার একজন তুখোড় মানে দুঁদে উকিল চাই, খরচের জন্যে চিন্তা নেই, ব্যাঙ্কে আমার প্রচুর টাকা পচছে।

তোমাকে সাধুবাদ, অপরাধীকে কখনই ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। একটা নাম ঠিকানা দিচ্ছি লিখে নাও। স্মিথ প্যাড ও পেন্সিল

বাড়িয়ে দিয়ে টেড ঠিকানা ও ফোন নম্বর ইত্যাদি লিখে নিয়ে পকেটে রাখল।

তোমার কপালে ঐ পোটিটা কেন? কোথায় মারামারি করেছ? মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করলেন।

আরে এর সঙ্গেও মিস পেগি লেন জড়িত।

কি রকম?

হ্যাম্পশায়ারের এক গ্রামে মাছ ধরতে গিয়েছিলুম, ফেরবার সময় আর বল কেন বলে টেড প্লেন দুর্ঘটনা থেকে শুরু করে গত সন্ধ্যায় স্টেডম্যানের সঙ্গে সাক্ষাতকারের ঘটনা সংক্ষেপে বলল, তবে কোনো পয়েণ্ট বাদ দিল না। শুনলে তো আমি এখন মিস লেনের সঙ্গে দেখা করতে উইনটন স্কোয়ারে যাব তারপর যাব তোমার এই উকিলের চেম্বারে।

উইনটন স্কোয়ারে যাবে? আমিও ঐদিকে যাব, আমাকে একটু লিফট দেবে? আমার গাড়িটা সারভিসে আছে, স্মিথ আজ একবার গ্যারেজে ফোন কোরো।

হ্যাঁ নিশ্চয়, চল তাহলে। গ্যারেজে থেকে তোমার গাড়ি পেতে যদি দেরি হয় তো বল আমার একটা অস্টিন গাড়ি আছে ধার নিতে পার।

দরকার হলে বলব, থ্যাংক ইউ, চল।

গাড়িতে বসে মিঃ ব্লেক বললেন দেখ বাপু ঐ স্টেডম্যানের ব্যাপারটা আমার ভাল মনে হচ্ছে না। অ্যাক্সিডেণ্টের পর যে ব্যাগের জন্যে তার অত আগ্রহ তারপর সে চুপসে যাবে কেন? তারপর তোমাকে বলল, এ ব্যাপার নিয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা না করতে এমন কি তার ভাঙা প্লেন থেকে ব্যাগটা তিনজন গুণ্ডা তোমাকে জখম করে পালাল এটাও সে পুলিসকে জানাতে নারাজ। কেন? সে কিছু চাপতে চাইছে। প্লেন ভেঙে পড়লে সাধারণতঃ আশপাশের লোকেরা ছুটে আসে। তাদের মধ্যে কেউ চোর থাকতে পারে। এ ক্ষেত্রে

তেমন কেউ আসে নি আর দেখ ছিঁচকে চোরের সঙ্গে রিভলভার থাকে না। ঐ তিনজনের সঙ্গে স্টেডম্যানের যোগাযোগ থাকলে আমি আশ্চর্য হব না। স্টেডম্যানের ব্যাগের খবর ওদের জানা থাকা আশ্চর্য নয়।

টেড বলল, এই জন্যেই তুমি মিঃ রবার্ট ব্লেক, এসব চিন্তা আমার মাথায় আসে নি।

গাড়ি যখন উইনটন স্কোয়ারের কাছে এসে গেছে তখন পিছনে দমকলের ঘণ্টা শোনা গেল। গাড়িখানা টেড রাস্তার ধারে নিয়ে গেল। টেড বলল, দমকল ক্লার্ক স্ট্রীটের দিকে গেল, ঐ রাস্তাতেই সেই বাড়ি, বাড়িটা ভেঙে পড়ল নাকি ?

ব্লেক বললেন, আরে না. মুখ তুলে ঐদিকে দেখ ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

আরে তাইতো, দেখতে হচ্ছে তো, চল ক্লার্ক স্ট্রীটেই যাই, ব্লেক তোমার তাড়া নেই তো ?

মোটেই না, চল, ক্লার্ক স্ট্রীটেই চল, আমারও কৌতূহল হচ্ছে। মিঃ ব্লেক বললেন। উইমপোল স্ট্রীটে আমার যাবার একটু দরকার ছিল তবে তেমন জরুরী নয়। হাতে এখন কোনো কাজ নেই। কয়েকটা দিন বাইরে যেয়ে বিশ্রাম নোব ভাবছিলাম।

ক্লার্ক স্ট্রীটে পেঁাছে কিছু দূর থেকে আগুনলাগা বাড়িটা দেখতে পেয়ে টেড বলল, কি সর্বনাশ! এই বাড়িতেই তো ডাঃ লেনের ল্যাবরেটরি, এই বাড়িতেই ডাঃ লেন মারা গেছেন। রাস্তার ধারে সুবিধা মতো একটা জায়গায় গাড়িখানা রেখে টেড এবং ব্লেক দুজনেই লাফিয়ে নেমে পড়ল। একটা দমকল আগেই এসে গেছে, জল দিতে আরম্ভ করেছে, আর একটা এইমাত্র এসে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে ; আরও একটার ঘণ্টা শোনা যাচ্ছে।

রাস্তায় ভিড়। পুলিস কাউকে যেতে দিচ্ছে না। স্বভাবতই একজন কনস্টেবল টেড ও মিঃ ব্লেককে বাধা দিল। মিঃ ব্লেক পকেট থেকে তাঁর একখানা কার্ড বার করে দিতে কনস্টেবল নাম পড়ে আর বাধা দিল না। টেড ও মিঃ ব্লেক দুজনেই জ্বলন্ত বিল্ডিং-এ ঢুকলেন।

জ্বলছে চার, পাঁচ ও ছয়তলার কোনো কোনো অংশ।

একজন ফারারম্যানকে সামনে পেয়ে মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করলেন, বাড়ির ভেতরে কেউ নেই তো ?

যতদূর জানি ভেতরে কেউ নেই।

ভেতরে কোথাও কাচের শার্সি ভেঙে পড়ল। মিঃ ব্লেক মুখ তুললেন। ওপরে রেলিং-ঘেরা একটা বারান্দায় মিঃ ব্লেক একটা মুখ দেখতে পেলেন কিন্তু ভাল করে দেখবার আগেই আরো এক ঝলক ধোঁয়া মুখখানা ঢেকে দিল। ধোঁয়া তখনি সরে গেল। টেডও সেইদিকে চেয়েছিল। সে মিঃ ব্লেকের বাহু আঁকড়ে ধরে বলল, মাই গড, ব্লেক ওখানে ঐ দাড়িওয়ালা বুড়োটা কি করছে। ও তো মিঃ প্রোবিন, স্টেডম্যানের সেই ক্রোড়পতি জ্যাঠা। হার্নলি পার্ক থেকে কখন এল ?

হার্নলি পার্কের নিকোলাস প্রোবিনকে চিনতে টেড ভুল করে নি। ঐ দাড়ি ও মলিন বেশবাস ভোলবার নয়, শুধু প্লাটিনাম ফ্রেমের চশমাটাই চোখে নেই। তিনি তো জানেন যে তাঁর বন্ধু ডাঃ লেন এই বাড়িতেই মারা গেছেন তবে তিনি এখানে এসেছেন কেন বিশেষ করে যখন আগুন জ্বলছে। টেড ফ্ল্যানাগান এর কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পেল না। রবার্ট ব্লেক জিজ্ঞাসা করলেন, টেড তুমি চিনতে ভুল কর নি তো ?

না ব্লেক আমার ভুল হয় নি কিন্তু ওঁকে তো নিচে নিরাপদ জায়গায় নামিয়ে আনতে হবে···কথা শেষ না করে টেড নিজেই এগিয়ে গেল কিন্তু ব্লেক বললেন, উদ্ধার করার কাজ তোমার নয় টেড।

ঠিক বলেছ, উনি যেখানে আছেন আগুন এখনও ওদিকে যায় নি তবে ধোঁয়া আর গ্যাস বৃদ্ধকে আচ্ছন্ন করতে পারে সেইটে আমার ভয়।

একজন ফায়ারম্যান তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। ব্লেক তাকে থামিয়ে বললেন, মিস্টার ঐ ওপরের বারান্দায় একজন মানুষ আছে।

সেকি ? পুলিস যে বলল কেউ নেই ?

পুলিস যাই বলুক, আমরা দুজনেই নির্ভুলভাবে দেখেছি।

তোমাদের চিফ কোথায় ?

ওধারে আছেন তবে কেউ থাকলে আমরা তাকে উদ্ধার করব আমিও সকলকে জানিয়ে দিচ্ছি। লোকটি সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত ওপরে উঠতে লাগল।

কয়েকটা জানালা দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, হোস পাইপগুলো থেকে সবেগে জল বেরোচ্ছে, আগুন আর বাড়তে দেওয়া হচ্ছে না।

মিঃ ব্লেক ও টেড অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তাদের ভয় বৃদ্ধ না অজ্ঞান হয়ে যায়। উনি যে এখানে কেন বা কি করে এলেন তা উনি ছাড়া কেউ বলতে পারবে না।

একজন ফায়ারম্যান মিঃ প্রোবিনকে নিচে নামিয়ে এনেছে। সঙ্গে সঙ্গে হাতে নোটবই আর পেনসিল নিয়ে একজন পুলিস সার্জেণ্ট তাঁকে ধমকে ধমকে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করেছে। তাঁর দুই চোখ লাল, জল গড়িয়ে পড়ছে, দেখে বোঝা যাচ্ছে তিনি স্বাভাবিক নয়।

মিঃ ব্লেক এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, মিঃ প্রোবিন আপনি ঠিক আছেন তো ?

কেন থাকব না ? তুমি কে হে ? নিজের চরকায় তেল দাও তো। বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলেন। তারপর টেডের দিকে চোখ পড়ল। তাকে চিনতে পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি যে এখানে ছোকরা ? পরশু দিন তুমি আমার হার্নলি পার্কের বাড়িতে গিয়েছিলে না ? কি যেন তোমার নাম হে ?

টেড ফ্ল্যানাগান, আর এ আমার বন্ধু মিঃ রবার্ট ব্লেক, বিখ্যাত ডিটেকটিভ, নাম শুনেছেন বোধহয়।

পুলিস সার্জেণ্ট তাদের বাধা দিয়ে মিঃ প্রোবিনকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি তো মশাই বাড়ির ভেতরে ছিলেন তা আগুন কি করে লাগল বলতে পারেন ?

না, আমি কিছু জানিও না কিছু বলতেও পারব না। ওপরে উঠে দেখি আগুন জ্বলছে। আগুন কি করে লেগেছে আমি তার কি

জানি ? যত্তোসব।

আরে থামুন মশাই, ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস ! এই বাড়িতে একজন নামী লোক হঠাৎ মারা পড়েছেন, বাড়িটা আমরা তালাবন্ধ করে রেখেছিলুম তবুও কি করে আগুন লাগতে পারে ? পুলিস সার্জেন ধমকে বলল।

লোক মরেছে আমি জানি, সে আমার বন্ধু তাবলে কি আমি আগুন লাগিয়েছি নাকি ? যত্তোসব।

পুলিস সার্জেণ্ট জিজ্ঞাসা করল, আগুন দেখে আপনি কি খবর দিয়েছিলেন ?

একজন ছোকরা কনস্টেবল এগিয়ে এসে বলল, আমি ওপরে ডিউটি দিচ্ছিলুম, বাড়িতে ধোঁয়া দেখতে পাই। কাছেই একটা ফায়ার অ্যালার্ম আছে, কনুই দিয়ে কাঁচ ভেঙে আমিই ভেতরের হাতল ঘুরিয়ে দিয়েছিলুম।

সার্জেণ্ট জিজ্ঞাসা করল, তুমি ? তোমার নাম কি ?

নম্বর কত ?

নোট বইতে লিখে নিয়ে মিঃ প্রোবিনকে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু মশাই আপনি আগুন দেখে চেঁচামেচি করতেও তো পারেন, করেন নি কেন ? যাক কি বলছিলেন ? যিনি এই বাড়িতে মারা গেছেন তিনি আপনার বন্ধু ? আপনার নাম কি ? ঠিকানা কি ?

এবার মিঃ প্রোবিন বেশ বিরক্ত হয়েই বললেন, আমার নাম ? প্রোবিন। ঠিকানা ? হার্নলি পার্ক, হ্যাম্পশায়ার। শুনলেন তো ? যদি কিছু জানার থাকে তাহলে আমার বাড়ি যেও।

পুলিস সার্জেণ্ট বলল, অমন চড়া গলায় কথা না বলাই উচিত। আপনি…।

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়ে বললেন, দেখছ না সার্জেণ্ট, বৃদ্ধ ভদ্রলোক বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তুমি তাকে হঠাৎ চড়া গলায় প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলে। ওঁকে একটু দম ফেলার সময়ও দাও নি। তাহলে তুমি যথাযথ উত্তর পেতে।

ব্লেকের দিকে চেয়ে মিঃ প্রোবিন বললেন, এই লোকটির কিছু জ্ঞানগম্যি আছে দেখছি, বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছে। মিঃ প্রোবিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়ালেন। সার্জেণ্টকে ব্লেক বললেন, ওঁকে তুমি চিনতে পার নি, উনি ক্রোড়পতি নিকোলাস প্রোবিন, জাহাজ-সম্রাট নামে পরিচিত। উনি একটু ছিটগ্রস্ত, ওঁর স্বভাবটাই এইরকম।

উনি ক্রোড়পতি? বলেন কি? ভাল একটা কোট প্যাণ্ট বা জুতোও জোটে না? পৃথিবীতে কত বিচিত্র মানুষই না আছে? তবুও আমাদের প্রশ্নের উত্তর তাঁকে তো দিতে হবে। তা তো বটেই তবে উনি নারকেলের মতো রুক্ষ কিন্তু ভেতরটা কোমল, ব্লেক বললেন। এই সময়ে একজন ফায়ার ব্রিগেড অফিসার সেইদিকে আসতে ব্লেক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আগুন কি করে লাগল তার কারণ কিছু ধরতে পারলেন?

আগুন ততক্ষণে নিয়ন্ত্রণে আনা গেছে। এখন তাকে নেবানো হচ্ছে। ব্লেক যেমন অনেক লোককে চেনে তেমনি অনেকে ব্লেককে চেনে। হেলমেটপরা অফিসার বলল, হ্যাঁ মিস্টার ব্লেক, ওপরে একটা ঘরে পুরানো কাগজ, কাঠের ছিলকা, খানিকটা প্যারাফিন, দেশলাই এইসব পাওয়া গেছে। কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আগুন ধরানো হয়েছে তবে কাজটা যে করেছে সে পাকা লোক নয়। চার তলার দুটো ঘর জ্বলে গেছে আর পাঁচতলার একটা ঘরের একটা দেওয়ালের খানিকটা আর জানালা ভেঙে পড়েছে। তবে বাড়িটা অবশ্য ভেঙে ফেলা হচ্ছিল অথচ আগুন লাগানো হল তাই মনে হয় কারও কোনো মতলব আছে।

টেড জিজ্ঞাসা করল, তাহলে এই আপনার মত? ইচ্ছে করেই কেউ আগুন লাগিয়েছে?

এ ছাড়া আর কি হতে পারে?

এইসব কথা শুনতে শুনতে ব্লেক একটা সিগার ধরালেন। তিনি বৃদ্ধ প্রোবিনের দিকেও নজর রাখছিলেন। হয়ত ভাবছিলেন, কে আগুন লাগাতে পারে? কার স্বার্থ? ঠিক করলেন নিজেই একবার

বাড়ির ভেতরটা দেখবেন ! তার আগে মিঃ প্রোবিনের সঙ্গে একবার কথা বলে দেখা যাক। তাঁর সামনে যেয়ে বললেন, মিঃ প্রোবিন দয়া করে একটু মনে করে বলুন তো আপনি যখন এই বাড়িটাতে ঢুকলেন তখন কোনো লোককে দেখতে পেয়েছিলেন ?

ব্লেকের কোমল স্বর তাঁকে স্পর্শ করল। তিনিও কোমল হলেন. বললেন, দেখ বাপু আমি কাউকে দেখিনি আবার কেউ যে ছিল না সে কথাও জোর করে বলতে পারি না কারণ আমার চশমা নেই। চশমাটা ভেঙে গেছে সেইজন্যে অক্সফোর্ড স্ট্রীটে চশমার দোকানে এসেছিলুম তাই এদিকেও একবার এলুম। লেনের ল্যাবরেটরিটা একবার দেখে যাই কারণ ল্যাবরেটরি তৈরি করবার সব টাকা আমি লেনকে দিয়েছিলুম, অনেক দামী যন্ত্রপাতি ছিল তা তুমি এসব প্রশ্ন করছ কেন ?

কারণ ফায়ারব্রিগেড অফিসার বলল কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। তাহলে বিনা চশমায় আপনি কিছু স্পষ্ট দেখতে পান না ?

একটা ময়লা রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে প্রোবিন জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু তোমার স্বার্থ কি ? হলেই বা তুমি গোয়েন্দা রবার্ট ব্লেক, এ তো পুলিসের ডিউটি।

ব্লেক তাঁকে উত্তর দিলেন, কৌতূহল মেটান ছাড়া আর কিছু নয়।

মিঃ প্রোবিন আর অপেক্ষা করলেন না। তিনি সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলেন। কাছে কোথাও হয়ত তাঁর গাড়ি রাখা আছে বা ট্যাক্সি ধরবেন।

আগুন নিবে গেছে। ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা হোস পাইপ গুটোচ্ছে। টেড বলল, ব্লেক তোমার যদি আপত্তি না থাকে তো আমি পেগি লেনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

ব্লেক বলল, আমি ভেতরে ঢুকে একবার দেখে আসি কি মতলবে আগুন লাগানো হয়েছিল ? দেখি কোনো প্রমাণ পাই কিনা।

টেডের মুখে অগ্নিকাণ্ডের বিবরণ শুনে পেগি বলল, আমি তো বুঝতে পারছি না ভাঙা বাড়িতে আগুন লাগিয়ে কার কি লাভ হবে কিন্তু তোমরা যেয়ে না পড়লে তো মিঃ প্রোবিন মারা যেতেন হয়ত।

টেড বলল, ব্লেক ঐ বাড়িতেই রয়ে গেছে। খুঁজে দেখবে কোনো মতলব পাওয়া যায় কিনা। ফায়ার ব্রিগেডের কয়েকজন অফিসারও আছে।

টেড ও পেগি যখন কথা বলছিল তখন একজন ভৃত্য এসে বলল, মিঃ ফ্ল্যানাগানের টেলিফোন।

টেড ফোন ধরল, ব্লেক বলছি। তুমি ক্লার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে এখনি চলে এস। আগুন লাগাবার উদ্দেশ্য ধরতে পেরেছি, তুমি এখনি চলে এস।

সাগ্রহে টেড জিজ্ঞাসা করল, কিছু প্রমাণ পেয়েছ ?

পেয়েছি। দুষ্কৃতিদের মতলব ছিল লিফটের খাঁচার ওপরের একেবারে মাথাটা পুড়িয়ে নষ্ট করে দেওয়া তার মানে কিছু প্রমাণ উড়িয়ে দেওয়া।

কিসের প্রমাণ ?

যারা ডাঃ লেনকে খুন করেছে তারা লিফটের খাঁচার ওপরের মাথা বিগড়ে দিয়ে ডাঃ লেন সমেত লিফট নিচে পড়ে যায়। এবং ডাঃ লেনের মৃত্যু হল। তুমি এস তোমাকে সব দেখাচ্ছি। আমি আমার ছুটি বাতিল করে কাজে নেমে পড়ছি। কেস হাতে নিলুম। অপরাধীদের ধরবই। টেড বিস্মিত কণ্ঠে বলল, ডাঃ লেন খুন হলেন ? কেন ? তাঁকে কে বা কেন খুন করবে ?

খুঁজে বার করতে হবে, ব্লেক বলল।

আমি যাচ্ছি ব্লেক, তুমি লেগে যাও, খরচের জন্যে ভেব না, আমি আছি। আমার সব সাহায্য পাবে।

সারা বাড়ি, সিঁড়ি, বারান্দা ও ঘরগুলো জলে জলময়। তথ্য সংগ্রহের জন্যে ফায়ার ব্রিগেডের কয়েকজন অফিসার ঘোরাফেরা

করছে। সেই পুলিস সার্জেন্ট তখনও হাজির আছে। বাইরে যে কনস্টেবল মোতায়েন ছিল সে বোধহয় ব্লেকের সঙ্গী হিসেবে টেডকে চিনতে পেরেছিল তাই বাধা দিল না। বাড়ির ভেতরে ঢুকে টেড দেখল ব্লেক সেই পুলিস সার্জেন্টের সঙ্গে কথা বলছে।

টেড এসেই ব্লেককে জিজ্ঞাসা করল, তুমি আমাকে ফোনে বললে ডাঃ লেন খুন হয়েছেন, তাকে কেউ বা কারা খুন করেছে এ বিষয়ে তুমি কি নিশ্চিত ?

ব্লেক ঘাড় নাড়িয়ে জানাল তিনি নিশ্চিত ? তিনি কাজে নেমে পড়েছেন, তদন্ত আরম্ভ করে দিয়েছেন। বেশ জোর দিয়ে টেডকে বললেন, ডাঃ লেনকে ইচ্ছাকৃতভাবে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে। এটা দুর্ঘটনায় মৃত্যু নয়। আমি মৃতের কন্যার পক্ষে এই কেস হাতে নিলুম টেড।

সার্জেন্টের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে ব্লেক জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে ফোন করেছ ?

ফোন করেছি, শীঘ্রই কয়েকজন সি আই ডি-এর লোক এসে পড়বে।

গুড, আমি যা জেনেছি তা তাদের জানিয়ে দোব।

অধৈর্য হয়ে টেড জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু তুমি কি পেয়েছ ব্লেক যে এত নিশ্চিত হয়ে বলছ ডাঃ লেনকে খুন করা হয়েছে ?

তাহলে ওপরে চল, ব্লেক বলল।

চারদিকে পোড়া গন্ধ, জল, পোড়া জিনিস ছড়িয়ে আছে। একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ব্লেক বলল, এই দেখ এই ঘরে আগুন দেওয়া হয়েছিল। পাশের ঘরে এস, এই দেখ প্যারাফিন মাখান কাগজের স্তূপ, কাঠের ছিলকে। এই ঘরেও আগুন দেওয়া হতো, সম্ভবতঃ সেই সময়ে প্রোবিন বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল তাই দুষ্কৃতি তাড়াতাড়ি পালিয়ে যায়। দেশলাইটাও কুড়িয়ে নেয় নি, ঐ দেখ পড়ে রয়েছে। রেলিঙে অন্য কয়েক জায়গায় প্যারাফিন মাখা হাতের ছাপ পেয়েছি তবে তাতে আঙুলের ছাপ স্পষ্ট পড়ে নি। আমাদের কাজে লাগবে

না। এবার চল একেবারে ওপরে। এই দেখ যেখান থেকে লিফট ঝোলে তার চাকা, নাটবল্টু ইস্ক্রুপ সবকিছু আলগা বা খোলা। লিফটটাকে কোনোভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল, একজন লোক পা দিলেই লিফট নিচে পড়বে। এটা একটা সাংঘাতিক প্রমাণ তবুও আমি অন্ততঃ দুজন লিফট এঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে এটা পরীক্ষা করাব।

এই জায়গায় ব্লেকের নির্দেশে একজন কনস্টেবল দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কি সাংঘাতিক ব্যাপার ব্লেক। এ তো দেখছি দারুণ চক্রান্ত। আমার মনে হচ্ছে ব্লেক এটার পিছনে এক-আধজন লোক নেই, হয়ত একটা দল আছে। নিরীহ একটা মানুষকে খুন করবার জন্যে কি গভীর ষড়যন্ত্র! টেড বলল।

ব্লেক বলল, ওদের মতলব ছিল পুরো বাড়িটাই পুড়িয়ে দেওয়া যাতে লিফটের মাথার ওপরের সবকিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, কোনো প্রমাণ না থাকে।

কিন্তু কে খুন করল? উদ্দেশ্য কি? টেড জিজ্ঞাসা করল।

সেইখানেই তো রহস্য এবং রহস্য গভীর। আমাদের সেই রহস্য ভেদ করতেই হবে। যে লোক লিফট বিকল করেছিল সে পাকা মিস্ত্রি, ব্লেক বলল।

টেড বলল, আহা! মিঃ প্রোবিন যদি লোকটাকে দেখতে পেত।

দেখ টেড মিঃ প্রোবিন যে লোকটাকে দেখেন নি এ কথা আমি এখন বলতে পারছি না, অনেক সময় ঘটনা মানুষের পরে মনে পড়ে। মিঃ প্রোবিনকে যখন পুলিস সার্জেণ্ট প্রশ্ন করছিল তখন তিনি রীতি-মতো বিচলিত ছিলেন। আমি পরে মিঃ প্রোবিনের সঙ্গে দেখা করব।

ব্লেক বললেন, চল একবার মিঃ লেনের ল্যাবরেটরিটা দেখা যাক। কে জানে ল্যাবরেটরিটা হয়ত আগে ভেঙে চুরে তচনচ করে দিয়েছে। তবুও দেখা যাক কিছু পাওয়া যায় কি না। না, ল্যাবরেটরিতে কেউ হাত দেয় নি বোধহয়। ব্লেক চারদিক একবার চেয়ে দেখলেন। তার-পর ভেতরে ঢুকলেন। বললেন, শুনেছি কি একটা রোগের জীবাণু

আবিষ্কারের চেষ্টা করছিলেন. এইতো মাইক্রোস্কোপ রয়েছে, একটা স্লাইডও পরানো রয়েছে।

ব্লেক চোখ লাগিয়ে দেখলেন। নিজের সুবিধা মতো ফোকাস করে নিয়ে বললেন, কয়েকটা জীবাণু দেখছি কিন্তু আমি ওদের চিনি না।

মাইক্রোস্কোপ থেকে চোখ তুলতে পাশে একটা প্যাড ও পেন্সিল পড়ে থাকতে দেখলেন। কিছু নোট করেছেন কিন্তু শেষ অসম্পূর্ণ তার মানে হয়— বাধা পেয়েছেন অথবা হঠাৎ উঠে পড়েছেন।

সাদা এপ্রণটা এভাবে অবহেলায় চেয়ারে পড়ে কেন? সফল বিজ্ঞানীরা তো এমন এলোমেলো কাজ করেন না। গা থেকে খুলে এপ্রন টাঙিয়ে রাখেন। ব্যাপার কি?

টেডও প্রতিধ্বনি করে বলল, ব্যাপার কি?

ব্যাপার হল এই যে, ব্লেক বলতে লাগলেন, ডাঃ লেন যখন মাইক্রোস্কোপে জীবাণু দেখতে দেখতে প্যাডে কিছু নোট করছিলেন তখন কেউ সহসা তাকে বাধা দেয়। কোনো কারণে এপ্রনটাও গা থেকে খুলতে বলে। কোট ও হ্যাট এখানে নেই। কোট তাঁর গায়ে ছিল, হ্যাট মাথা থেকে ছিটকে পড়ে যেতে দেখা গেছে। অর্থাৎ সেই লোক হ্যাট ও কোট পরিয়ে ডাঃ লেনকে ল্যাবরেটরি থেকে বার করে জোর করে বা ভয় দেখিয়ে লিফটে উঠতে বাধ্য করে।

ভয় দেখিয়ে? পুলিস সার্জেণ্ট প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ, রিভলবার বা শানিত ছোরা। একাধিক লোকও এসে থাকতে পারে। মনে হয় রিভলবারই দেখানো হয়েছিল। যে লোক সেই রাত্রে এসেছিল তাকে খুঁজে বার করা হবে আমার ও পুলিসের কাজ।

বাইরে ভারি বুটের শব্দ শোনা গেল। ব্লেকের পুরানো বন্ধু ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর কুটস এসে গেছেন। মাথায় সেই বোলার হ্যাট, বুলডগের মতো থুতনি আর পঞ্চাশ ইঞ্চি ভুঁড়িওয়ালা মানুষটি ব্লেককে দেখে বলল, ইয়ার্ডেই আমাকে কমিশনার বলে দিলেন তুমি স্পটে অপেক্ষা করছ। এবার তোমার সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হল।

ব্লেকের হাত ধরে বলল, শুনলুম লিফটটা যে ভেঙে পড়েছে সেটা

অ্যাক্সিডেণ্ট নয়। একজন মানুষকে মানে ডাঃ লেনকে নাকি মারবার জন্যে লিফটটা বিগড়ে দেওয়া হয়েছিল।

হ্যাঁ হে এটা কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার কেস। খুনীরা কত ভাবে খুন করে, গুলি করে, ছোরা মেরে. বিষ খাইয়ে, গলায় ফাঁস লাগিয়ে. জলে ডুবিয়ে. পাথর দিয়ে মেরে, আগুনে পুড়িয়ে, এবার দেখা গেল লিফট ভেঙে হত্যা করা হল। আমি যা দেখেছি সবই তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি, চল।

ব্লেক যখন তার পুরানো বন্ধু কুটসের সঙ্গে আলোচনা করছে টেড তখন রাগে ফুঁসছে। অপরাধীকে সামনে পেলে সে বোধহয় গলা টিপেই মেরে ফেলত।

ব্লেক যখন কুটসকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে অন্য সূত্রগুলি দেখাতে গেল টেড তখন জানালার ধারে দাঁড়িয়ে পাইপ টানতে টানতে নিচে জনতা দেখছিল। দুখানা দমকল চলে গেছে. একখানা ছাড়বার উপক্রম করছে। ফায়ারব্রিগেডের অফিসারদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে লাল রঙের একখানা গাড়ি অপেক্ষা করছে।

টেড ভাবছে ব্লেক যখন কেসটার ভার নিয়েছে তখন অপরাধী ধরা পড়বেই। ব্লেক কখন ব্যর্থ হয় নি বড়জোর অপরাধী পালিয়েছে কিন্তু সমাধান হয়েছে, অপরাধীকে ব্লেক শনাক্ত করে দিয়েছে, অপরাধীকে গ্রেফতার করা পুলিসের কাজ।

জনতা ক্রমশঃ পাতলা হচ্ছে। সহসা একটা মুখ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। লোকটাকে সে কোথাও দেখেছে? মনে করতে পারছিল না আর ছটফট করছিল। ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল লোকটাকে সে দেখেছে হার্নলি পার্কের কাছে ডাঃ ক্লোনের নার্সিং হোমে। তখন তার গায়ে কালো আলপাকার কোট ছিল। নামটাও মনে পড়ল। ডাঃ ক্লোন ওকে ওয়ারেন বলে ডেকেছিল।

পেগি নিজের ঘরে বসে তার বাবার ডাইরির পাতা ওল্টাচ্ছিল। ব্যক্তিগত ব্যাপারে বিশেষ কিছু লেখা নেই, সবই প্রায় বিজ্ঞান ও

বিজ্ঞানী সম্বন্ধে। কিছু বুঝতে পারছিল, কিছু বুঝতে পারছিল না।

এরই ফাঁকে ফাঁকে চিন্তা করছিল এখন সে কি করবে? বিয়ে? অদূরভবিষ্যতে তেমন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। আপাততঃ একটা চাকরি যোগাড় করে কোথাও পেয়িং গেস্ট হিসেবে বা কোনো ল্যান্ড-লেডির বোর্ডিং হাউসে থাকবে। তারপর দেখা যাবে। যদি কিছু ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায় তো ভাল নচেৎ…।

এমন সময় তার মেড এসে খবর দিল, মিঃ প্রোবিন নামে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

মিঃ প্রোবিন? তাঁকে বসিয়েছিস তো? যেয়ে বল আমি এখনি আসছি।

মিঃ প্রোবিন বসেন নি। তিনি টুপিটা দু'হাতে ধরে মোচড়াতে মোচড়াতে ঘরে পায়চারি করছিলেন।

পেগি ঘরে আসতেই বললেন, তোমার সঙ্গে একটু দেখা করতে এলুম মা।

আংকল নিকোলাস আপনি বসুন, বলতে বলতে তার চোখ ছল-ছল করে উঠল কিন্তু অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে বলল, আমি শুনেছি আপনি লণ্ডনে এসেছেন। আপনি এসেছেন আমি মনে জোর পাচ্ছি আংকল।

নিকোলাস প্রোবিনকে পেগি উত্তমরূপে চেনে। তিনি যে তার পিতার অকস্মাৎ মৃত্যুর জন্যে শোকপ্রকাশ করবেন না তাও সে জানে। প্রোবিন চিরাচরিত এটিকেটের ধার ধারেন না। সময় নষ্ট না করে কাজের কথা সোজাসুজি বলেন। তাই তিনি বললেন, আমি তো আসবই রে, তোকে কি ফেলতে পারি? শোন আমি তোকে বলতে এসেছি যে তুই কিছু ভাবিস না, আমি আছি, আমি তোকে সাহায্য করব। আমি তো জানি তোর বাবার অবস্থা কেমন ছিল কিন্তু আমার অবস্থা খুব ভাল তাই আমি তোকে সাহায্য করব।

সাহায্য করব সোজাসুজি না বলে মিঃ প্রোবিন এই সাহায্যটা অন্যভাবে করতে পারতেন কিন্তু তা তিনি করেন না বা বলেন না।

এটা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। তিনি তাঁর অজান্তে পেগির আত্মসম্মানে ঘা দিলেন। তবুও পেগি মিঃ প্রোবিনের প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ করতে পারে না। বৃদ্ধকে সে চেনে। আংকল আমি জানি আপনার দয়ার শরীর তাই আপনি আমাকে সাহায্য করতে চাইবেন, জানি বাবার জন্যে আপনি অনেক করেছেন, আপনি এগিয়ে না এলে বাবা তাঁর রিসার্চ করতে পারতেন না কিন্তু আমার জন্যে আপনি চিন্তা করবেন না আংকল নিকোলাস। যদিও আমার বিশেষ কিছু নেই তবু চালিয়ে নিতে পারব, তারপর ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছু পাওয়া যাবে··· ।

ক্ষতিপূরণ ? দেবে ? লিফট কম্পানি না বাড়ির মালিক ? ওসব ভুলে যা পেগি। ও আইন আদালতের ব্যবসার ব্যাপার। ওরা উলটে তোর কাছ থেকেই কিছু দাবি করে বসে। শোন তোর বাবা আমার বন্ধু ছিলেন, অবিশ্যি তাঁকে আমি যা দিয়েছি তা তাঁর বিজ্ঞান সাধনার জন্যে, মানুষের কল্যাণের জন্যে যাইহোক তুই আমার মেয়ে, আমাকে আমার কর্তব্য করতে বাধা দিস না। তোর দেখাশোনা করা আমার কর্তব্য।

আংকল কেন আপনি এত ভাবছেন ? আমি ঠিক চালিয়ে নোব তবে আপনার স্নেহ থেকে আমি যেন কখনও বঞ্চিত না হই··· ।

এসব কি বলছিস্। বুঝেছি আমার কোথাও ভুল হয়েছে। তোরা মডার্ণ গার্ল, কেউ যেচে···থাক, পরে কথা বলা যাবে এখন তা তুই মা দিনকতক আমার হার্নলি পার্কের বাড়িতে চল না। আমি তো একা থাকি, তুই গেলে আমার কত আনন্দ হবে। তোরও ভাল লাগবে। যাবি ?

তা যেতে পারি। ভারি সুন্দর বাগান, বাড়ি আর হার্নলির চার-দিকের শোভা।

খুব ভাল। শোন আমি আজকালকার সভ্যজগত যাকে তোরা সোসাইটি বলিস তার বিষয়ে কিছু জানি না, সেভাবে কথা বলতেও জানি না। বস্তিতে আমার জন্ম, আমি যে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড উপার্জন করেছি সবই আমার একা নিজের চেষ্টায়। লোকে বলে ভাগ্যে ছিল।

আরে বাপ্‌, হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে ভাগ্যটা আমাকে তৈরি করতে হয়েছে, লড়তে হয়েছে তবে না হার্নলি পার্ক হয়েছে। আমি এবার উঠব রে। জানিস কি ক্লার্ক স্ট্রীটে যে বাড়িটায় তোর বাবার ল্যাবরেটরি ছিল সেই বাড়িটায় আজ সকালে আগুন লেগেছিল। এতক্ষণে আগুন নিবে গেছে।

শুনেছি, মিঃ ফ্ল্যানাগান এসেছিলেন, তাঁর কাছে শুনেছি, পেগি বলল।

ফ্ল্যানাগান ছোকরা? অ্যাঁ? কোথায়?

মিঃ ব্লেক তাকে টেলিফোন করেছিলেন, আপনি আসার একটু আগে তিনি চলে গেছেন।

প্রোবিন বললেন, ব্লেক টেলিফোন করল? কেউ নাকি বলছে ইচ্ছে করে বাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছে।

পেগি বলল, মিঃ ফ্ল্যানাগানও সেই কথা বলছিলেন কিন্তু অসম্ভব, একটা ভাঙা বাড়ি যেটা ভেঙে ফেলা হবে তাতে কে আগুন লাগাতে যাবে?

প্রোবিন আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু কিছু না বলে উঠে দাঁড়িয়ে পেগির একটি হাত ধরে ঈঙ্গিত করলেন এবার তিনি যাবেন।

পেগির মুখে ম্লান হাসি, বলল, গুডবাই আংকল নিকোলাস, আমি…।

পেগির কথা শেষ হবার আগেই মেড এসে বলল, মিঃ ফ্ল্যানাগান এবং মিঃ রবার্ট ব্লেক এসেছেন, আমি তাঁদের স্টাডিতে বসিয়ে রেখেছি।

প্রোবিন সহসা বললেন, ওরা এখন কেন এল? আমি ওদের দেখা দিতে চাই না, কথা বলা তো দূরের কথা। ব্লেক নিজের কাজ করতে পারে না, কোথায় আগুন লেগেছে সেখানে তার নাক গলাবার কি দরকার? আমি যে এসেছিলুম সে কথা ব্লেককে বলবি না, তুই আমাকে একটু পার করে দে তো, যাতে ওরা আমাকে দেখতে না পায়।

পেগি অবাক হল। কেন? মিঃ ব্লেককে উনি এড়াতে চাইছেন

কেন ? কি অদ্ভুত মানুষ রে বাবা।

ঠিক আছে আংকল, আমি বলব না, আপনি আমার সঙ্গে আসুন, স্টাডির দরজা বন্ধ আছে।

পেগি নিজেই সদর দরজা খুলে মিঃ প্রোবিনকে বাইরে বার করে দিল। একটা খালি ট্যাক্সি যাচ্ছিল। সেটা থামিয়ে মিঃ প্রোবিন সেটাতে উঠে বসে ড্রাইভারকে বললেন, ওয়াটারলু স্টেশন। তারপর জানালা দিয়ে হাত নাড়লেন।

মিঃ ব্লেককে নিয়ে মিঃ ফ্ল্যানাগান কেন ফিরে এলেন ? ভাবতে ভাবতে পেগি স্টাডিতে ঢুকল। মিঃ ব্লেক নামী মানুষ, তিনি তার বাড়িতে এসেছেন পেগির যেমন ভাবতে ভাল লাগছে তেমনি আবার দুশ্চিন্তাও হচ্ছে। ট্যাক্সিতে বসে প্রোবিনও ভাবছিল ব্লেক কেন পেগির বাড়ি এল ?

প্রোবিন টুব্যাকো পাউচ বার করে টুব্যাকো বার করে পাইপে ভরতে লাগল। ট্যাক্সিটা যাচ্ছে ক্লার্ক স্ট্রীটের পোড়া বাড়ি পাশ দিয়ে। ডিটেক্টিভ ইন্সপেক্টর কুটস বোলার হ্যাট মাথায় দিয়ে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছিল। পুলিস কেন ? প্রোবিন ভুরু কোঁচকাল। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড নাম গলাচ্ছে কেন ?

উইনটন স্কোয়ারে ডাঃ লেনের স্টাডিতে বসে বেশ সহানুভূতির সঙ্গে কোমল কণ্ঠে ব্লেক পেগিকে বললেন, মিস লেন পুলিস আপনাকে বলার আগে আমিই আপনাকে জানাচ্ছি যে আপনার পিতা ডাঃ লেনের মৃত্যু দুর্ঘটনার জন্যে হয় নি, দুর্ঘটনা ঘটিয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটান হয়েছে সোজা কথায় তাঁকে খুন করা হয়েছে।

পেগির চোখ দুটি ছলছল করে উঠল। আবেগ সে সংযত করতে পারে তাই গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল না। রুদ্ধকণ্ঠে বলল, কিন্তু মিঃ ব্লেক আমি তো বুঝতে পারছি না আমার বাবার মতো নিরীহ মানুষকে কেউ খুন করতে পারে। কার স্বার্থে তিনি আঘাত করলেন।

টেড জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ছটফট করছে। এই তথ্যটা সেই দিতে পারত কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার সাহস হয় নি। তাই ব্লেককে সে অনুরোধ করেছিল। এছাড়া পুলিস এ খবরটা দিতে পারত কিন্তু কিভাবে দেবে সে বিষয়ে টেডের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

ব্লেক বললেন, কার স্বার্থ আছে তাকে খুঁজে বার করতে হবে মিস লেন। আশা করছি অপরাধীকে খুঁজে বার করে তাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারব। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডও যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। যদিও আমি সহযোগী হিসেবে আমার পুরানো বন্ধু কুটসকে পেয়েছি তবু আমি নিজে এই রহস্যের সমাধান করবার চেষ্টা করব, কুটস আমাকে সাহায্য করবে।

টেড বলল, মিস লেন তুমি নিশ্চিন্ত থাক ব্লেক যখন হাত দিয়েছে তখন অপরাধীর নিষ্কৃতি নেই।

পেগি বলল, আমারও সন্দেহ নেই কিন্তু বাবা আর ফিরে আসবেন না।

কেউ উত্তর দিল না। কয়েক সেকেন্ড সকলে নীরব রইল। নীরবতা ভঙ্গ করে ব্লেক জিজ্ঞাসা করলেন, এইটে কি আপনার বাবার স্টাডি ছিল ?

পেগি নীরবে ঘাড় নাড়ল।

ব্লেক তখন বড় মেহগনি টেবিলের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। একটা মেমো প্যাড হাতে তুলে নিলেন, ওটা টেবিলের ওপরেই ছিল। ব্লেক বললেন, দেখছি একটা তারিখ রয়েছে। ঐ তারিখেই রাতে ডাঃ লেন মারা গেছেন। তারিখের নিচে একটা নাম লেখা রয়েছে, গরম্যান। ঐ তারিখেই তো আপনি ও আপনার বাবা হার্নলি পার্ক থেকে ফিরেছিলেন, তাই না ? এই হাতের লেখা কি আপনার বাবার ?

হ্যাঁ, বাবার হাতের লেখা।

অনেক সময় ছোট তথ্য থেকে বড় সূত্র পাওয়া যায়। আপনার বাবার মুখে গরম্যান নাম শুনেছেন কি ? তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানেন কি ?

বাবা নাম মনে রাখতে পারতেন তাই নতুন নাম প্যাডে লিখে রাখতেন, বোধহয় সেদিন আমরা ফেরবার পরই বা আগে থেকে গরম্যান নামে কোনো নতুন রোগী এসেছিলেন।

নতুন রোগী? আপনার বাবা তো প্রাইভেট প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়েছিলেন?

সেটা ঠিক তবে বাবার কোনো বন্ধু ডাক্তার রোগী পাঠালে দেখতেন। গরম্যানকে কেউ পাঠায় নি, তাই বাবা অচেনা রোগীকে অপেক্ষা করতে দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন।

কিছু চিন্তা করতে করতে ব্লেক প্যাডখানা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। পেগিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি এই গরম্যানকে দেখেছেন বা তাকে জানেন?

না, জানি না, আমি তাকে দেখিও নি। নতুন রোগী অপেক্ষা করছে শুনে বাবা অবাক হয়েছিলেন তবে রোগীকে দেখেছিলেন। তারপর লোকটিও চলে যায়।

তাহলে আপনাদের যে ভৃত্য লোকটিকে বসিয়েছিল সে হয়ত কিছু বলতে পারে, একবার ডাকুন না, ব্লেক বললেন।

মিঃ ব্লেক আপনার হাতের কাছে ঐ ঘণ্টাটা বাজান।

ভৃত্যটি ঘরে প্রবেশ করে গরম্যান নামে যে লোকটি এসেছিল তার চেহারা ও পোশাকের বিবরণ দিল।

এ তো হল চেহারা ও পোশাকের বিবরণ কিন্তু বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছ কি? দেহে কোনো চিহ্ন? কথা বলার বিশেষ কোনো ভঙ্গি?

তা নয় তবে লোকটি চলে যাবার পর ডাক্তার লেন খুব বিরক্ত হয়েছিলেন, বিরক্তই বা বলি কেন? উত্তেজিত হয়েছিলেন।

উত্তেজিত?

হ্যাঁ স্যার, তার মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল, নাক ফুলে গিয়েছিল এবং আমাকে বললেন, লোকটা যদি আবার আসে তাহলে তাকে বসিয়ে রেখে পুলিসকে ফোন করবে।

ব্লেক বললেন, অদ্ভুত তো, উত্তেজিত হয়েছিলেন, মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল ? ভয় পেয়েছিলেন ? লোকটা কি ভয় দেখিয়ে গিয়েছিল ? শাসিয়েছিল ?

না স্যার উনি ভয় পান নি, খুব রেগে গিয়েছিলেন মনে হয়, আমার তাই মনে হয়েছিল।

তিনি কি আর কিছু বলেছিলেন ?

ভৃত্যটির নাম অ্যাশবি, সে বলল, না স্যার আর কিছু বলেন নি। তারপর তিনি ডিনার খেতে বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন।

ব্লেক জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি তাহলে আপনার বাবার সঙ্গে ডিনার টেবিলে বসেছিলেন মিস লেন। তিনি কি ঐ গরম্যান সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলেছিলেন ?

না, এমন কি তার নামটাও উচ্চারণ করেন নি। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম রোগী চলে গেছে ? তিনি খুব সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিলেন। তাঁকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। আমাদের মধ্যে ঐ লোক সম্বন্ধে আর কোনো আলোচনা হয় নি।

ব্লেক খুব নরম সুরে বললেন, আমি জানি মিস লেন যে এখন আপনার বাবার সম্বন্ধে যে কোনো প্রশ্ন বেদনাদায়ক কিন্তু···অ্যাশবি হঠাৎ প্রায় চিৎকার করে উঠল। জানালার দিকে চেয়ে সে আঙুল বাড়িয়ে বলল, ঐ যে স্যার সেই লোকটি, ঐ যে পার্কের রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ব্লেক দেখলেন মোটা ওভারকোট আর ফেল্ট হ্যাট মাথায় আধা-বয়সী কিঞ্চিত মোটা একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে তবে এই মুহূর্তে সে বাড়ির দিকে চেয়ে নেই।

এ কি সেই গরম্যান ?

হ্যাঁ স্যার, কোনো ভুল নেই।

টেড ততক্ষণে দরজার দিকে এগিয়ে চলেছে, ব্যাটাকে আমি ঠিক ধরব।

লোকটি একবার বাড়ির দিকে চাইল। সে বোধহয় বুঝতে পেরেছে

যে তাকে বাড়ির লোক লক্ষ্য করছে। সে চট করে সরে গেল।

ব্লেক বললেন, টেড শিগগির, কুইক।

ওরা দুজনে বাইরে বেরিয়ে দেখল লোকটি একটা ট্যাক্সিতে উঠছে। ব্লেক নম্বরটা লক্ষ্য করলেন। এমন সময় একটা ভ্যান সামান্য সময়ের জন্যে তাদের দৃষ্টি আবদ্ধ করেছিল। টেড ছুটল তার বেণ্টলি গাড়ির দিকে। ব্লেক তাকে অনুসরণ করলেন।

গাড়ি ছাড়তে ছাড়তে টেড বলল, লোকটার ভাগ্য ভাল যে ট্যাক্সিটা পেয়ে গেল তবে বেশিক্ষণ নয়, আমি তাকে ধরে ফেলব।

টেড কাজ যত সহজ মনে করছিল তত সহজ নয় কারণ রাস্তায় গাড়ির ভিড় বেড়ে গিয়েছিল। ট্যাক্সিটা বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল। নম্বর জানা না থাকলে তাকে ফলো করা অসুবিধে হতো।

টেড দক্ষ ড্রাইভার, ব্লেকের নির্দেশে সে গাড়ি চালাচ্ছে। কখনও ট্যাক্সিটার কাছে এসে পড়ছে, কখনও দূরে। ট্যাক্সি যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, কোথায় যাবে এখনও বোঝা যাচ্ছে না। সহসা একটা রাস্তার চৌমাথায় গ্রীন সিগন্যাল পাওয়ায় ট্যাক্সিটা বেরিয়ে গেল কিন্তু মাত্র এক পলকের জন্যে টেড আটকে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে সে ব্রেক কসে ট্রাফিকের লাল আলোটাকে সে গাল দিল। ছ'সেকেণ্ড অন্তর ট্র্যাফিক আলো বদলায়। সিগন্যাল পেয়ে টেড আক্সিলেটরে চাপ দিতেই গাড়ি লাফিয়ে উঠল। ট্যাক্সিটা ডাইনে রাস্তা ধরেছিল। ব্লেক বললেন মনে হচ্ছে ট্যাক্সিটা ওয়াটারলু স্টেশনের দিকে যাচ্ছে।

কিন্তু ব্লেক লোকটা কে? কি তার উদ্দেশ্য, লেন তো মরে গেছে তবে তার বাড়ির দিকে নজর কেন?

ব্লেক বললেন, সে হয়ত আমাদের দিকে নজর রাখছিল, কে জানে? লোকটাকে ধরতে পারলে জানা যাবে। আমার মনে হচ্ছে টেড আমরা যে ওকে ফলো করছি তা বোধহয় বুঝতে পারে নি নইলে অক্সফোর্ড স্ট্রীটে বেশ ভিড় ছিল, সেই সময়েও আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে সটকে পড়তে পারত, সে সুযোগ ছিল।

ব্লেকের অনুমান সঠিক। ট্যাক্সি ওয়াটারলু স্টেশনের পথ

ধরেছে।

টেড বলল, ব্লেক ট্যাক্সিটা ওভারটেক করে ওকে আটকাব?

দরকার কি? তাতে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হতে পারে। ওয়াটারলু তো এসে পড়েছে। নিশ্চয় ট্রেনে চাপবে। ওকে ফলো করে ওর আস্তানা জানা যেতে পারে।

টেড বলল, ওয়াটারলু স্টেশন থেকে হার্নলি যাওয়া যায়। নিকোলাস প্রেবিন হার্নলির লোক, ক্লার্ক স্ট্রীটে বাড়ির সামনে আমি ওয়ারেন নামে একটা লোককে দেখেছি সেও হার্নলির লোক, এ লোকটাও হয়তো হার্নলির হতে পারে।

ট্যাক্সি ওয়াটারলু স্টেশনের সামনে থামল। কিছু তফাতে টেডও তার বেন্টলি থামাল কিন্তু ট্যাক্সি থেকে কেউ তো নামছে না? তবে কি ওরা ফাঁকা ট্যাক্সি ফলো করে এসেছে নাকি। মালের আশায় একজন কুলি ট্যাক্সির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরে দেখল। ব্লেক ততক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে পড়েছেন। কুলি ড্রাইভারকে কি বলল। ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসে দরজা খুলল।

ব্লেক শুনতে পেল, ড্রাইভারকে কুলি বলল, অজ্ঞান হয়ে গেছে। ব্লেক কথাটা শুনে ট্যাক্সির সামনে এসে পড়েছেন। কুলি বা ড্রাই-ভারের নজরে পড়বার আগে ব্লেকের তীক্ষ্ণদৃষ্টি দেখল, বুলেট গলা ভেদ করেছে, বুকে চাপ চাপ রক্ত।

মিঃ গরম্যান-এর আগেই মৃত্যু হয়েছে। এতক্ষণ তারা একটা লাশ অনুসরণ করে এসেছে।

ট্যাক্সি ড্রাইভার ব্লেককে বলল, সরে যান স্যার, প্যাসেঞ্জার যদি অজ্ঞান হয়ে থাকে তাহলে...।

অজ্ঞান নয় ড্রাইভার তোমার প্যাসেঞ্জার মারা গেছে।

ভয় পেয়ে ড্রাইভার বলল, মারা গেছে? সে কি?

কেউ গুলি করেছে, দেখছ না?

ট্যাক্সি ড্রাইভার বলল, সুইসাইড নাকি? কিন্তু আমি তো কোনো

গর্নালর অওয়াজ পাই নি।

সর্হসাইড নয়, মার্ডার, ব্লেক কাছে একজন কনস্টেবল দেখতে পেয়ে তাকে ডেকে বললেন, তুমি এই ট্যাক্সি করে যে কোনো হাসপাতালে লাশকাটা ঘরে নিয়ে যাও।

টেড ততক্ষণে ব্লেকের কাছে এসে গিয়েছিল, বলল, মার্ডার কি করে হবে ব্লেক? আমরা তো কোনো গর্নলর আওয়াজ পাই নি।

ড্রাইভার বলল, আমি তো স্যার প্যাসেঞ্জারকে উইনটন স্কোয়ারে একা তুলেছিলর্ম, কোথাও কোনো গর্নলর আওয়াজ পাই নি।

ব্লেক কোনো উত্তর দিলেন না। মার্ডার ছাড়া আর কিছর হতে পারে না কিন্তু কোথায় কিভাবে মার্ডারটা হল তাও তিনি জানেন না।

কনস্টেবল কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, কি স্যার? মাতাল?

না হে, খর্ব সিরিয়াস। মার্ডার। এই নাও আমার কার্ড। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে আমি লোকটিকে ফলো করছিলর্ম কিন্তু এখানে এসে দেখলর্ম যে খর্ন হয়েছে। ঘটনা তুমি তোমার অফিসারকে জানাবে। আমি চাই এই ট্যাক্সি এখন যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় হাসপাতালের লাশকাটা ঘরে নিয়ে যাও।

টেড অবাক। ব্লেকের মতো সেও বর্ঝতে পারছে না লোকটাকে কোথায় কখন খর্ন করা হল। তার মানে হল শত্রর খর্ব প্রবল। কোনো পাকা মাথা কাজ করেছে।

টেডকে দাঁড় করিয়ে পাবলিক ফোন থেকে ব্লেক স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে ফোন করল। কুটস তখন ইয়ার্ডে ফিরে এসেছে। দর্ঃসংবাদ শর্নেই কুটস সহকারী নিয়ে নদী পার হয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওয়াটারলর স্টেশনে এসে পড়ল। ইতিমধ্যে কনস্টেবল ভিড় সরিয়ে রাখছিল।

কুটস ট্যাক্সি নিয়ে চলল। ব্লেক ও টেড তাদের অনর্সরণ করে চললেন। ব্লেক একটা সিগার ধরালেন। টেড জিজ্ঞাসা করল, কি করে গর্নল করে লোকটাকে মারল ব্লেক? আমি তো কিছর্ই বর্ঝতে পারছি না।

আমিও যে স্পষ্ট কিছু বুঝেছি তাও নয় টেড, সবই অনুমান কারণ আমি কাউকে গুলি করতে দেখি নি। এটা ঠিক যে উইনটন স্কোয়ার আর ওয়াটারলু স্টেশনের মধ্যে কেউ গুলি করে লোকটাকে হত্যা করেছে। এমন হতে পারে ট্র্যাফিক সিগন্যাল না পেয়ে ট্যাক্সিটা যখন থেমে গিয়েছিল তখন লাগোয়া আর একটা গাড়ি থেকে কেউ গুলি করে তাকে হত্যা করেছে, রিভলবারে অবশ্যই সাইলেনসার লাগানো ছিল। ট্যাক্সির এঞ্জিন চলছিল, রাস্তাতেও গোলমাল চলছিল, ফলে যেটুকু আওয়াজ হয় তাও ট্যাক্সির ড্রাইভার শুনতে পায় নি। সিগারের ছাই পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। ছাই জামায় পড়ার আগে সেটুকু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সিগারে মৃদু টান দিয়ে মুখ থেকে সিগার নামিয়ে ব্লেক আবার বলতে লাগলেন কিন্তু এটাও সম্ভব নয়। আমার মনে হচ্ছে নিহত লোক উইনটন স্কোয়ারে পার্কের রেলিঙের ধার থেকে যখন লেনের বাড়ির দিকে নজর রাখছিল তখন পার্কের ভেতরে ঝোপের আড়ালে থেকে আর একজন লোক এই লোকটির ওপর নজর রাখছিল। লোকটি যখন আমাদের এড়াবার জন্যে ট্যাক্সি ডেকে তাতে উঠে ড্রাইভারকে ওয়াটারলু স্টেশন বলে দরজা বন্ধ করেছে আর ঠিক সেই সময়ে সাইলেনসার লাগানো রিভলবার থেকে খুনী ওকে গুলি করেছে। এইভাবেই গরম্যানের মৃত্যু হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

কুটসের পুলিসকার, গরম্যানের লাশ নিয়ে ট্যাক্সি এবং টেডের বেণ্টলি তখন ওয়েস্টমিনিস্টার ব্রিজ রোডে এসে গেছে। এই রাস্তাতেই সাময়িকভাবে শবদেহ রাখবার জন্যে মরচুয়ারি আছে।

টেড বলল, তোমার এই দ্বিতীয় অনুমানই সম্ভব বলে মনে হচ্ছে।

ব্লেক বললেন, সম্ভব নয়, ঠিক এই রকমই ঘটেছে বলে আমি বিশ্বাস করি।

কিন্তু ব্লেক গরম্যানকে মরতে হল কেন ? তুমি কি মনে কর ডাঃ লেনের মৃত্যুর সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক আছে।

নিশ্চয়ই আছে। লেনের ভৃত্য অ্যাশবির কথাগুলো একবার মনে

করে দেখ। গরম্যান চলে যাবার পর লেন রীতিমতো উত্তেজিত হয়েছিল। লেনের সঙ্গে গরম্যান কোনো মতলব নিয়ে দেখা করতে গিয়েছিল। সে এমন কিছু বলেছিল যাতে লেন বিচলিত হয়েছিল, দুঃখের বিষয় লেন পেগিকেও কিছু বলেনি। তাহলে হয়ত একটা সূত্র পাওয়া যেত।

টেড বলল কিন্তু ব্যাপার কি বল তো? শুধু শুধু খুন করার জন্যেই কেউ কাউকে খুন করে না।

ঠিকই বলেছ, শখ করে কেউ খুন করে না। এখনও সব কিছু রহস্যে ঢাকা। কিছুই জানতে পারিনি। এই তো সবে শুরু। জট খুলতে পারলে সবই জানা যাবে। দেখা যাক গরম্যানের পকেটে কিছু কাগজপত্র পাওয়া যায় কি না।

টেড সহসা বলল, ব্লেক আমি একটা ব্যাপার ভাবছি। যে লোক পার্কে ঝোপের আড়ালে লুকিয়েছিল এবং গরম্যানকে গুলি করেছে বলে মনে করছ সেই লোক বা কোনো সূত্রে পার্কে গেলে কি পাওয়া যাবে না? সে হয়ত এখনও লেনের বাড়ির ওপর নজর রাখছে?

না টেড, সেই খুনীকে এখন আর পাওয়া যাবে না। আমরা চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে উধাও হয়েছে। আর সূত্রের কথা যদি বল, তার জন্যে অপেক্ষা করা যেতে পারে। তার চেয়ে গরম্যানকে সনাক্ত করা যায় কি না সেটা বেশি জরুরী। তবে একটা ব্যাপার আছে। তুমি মরচুয়ারিতে পৌঁছে মিস লেনকে একটা টেলিফোন করতে পার। আশা করছি তাঁর কোনো বিপদ ঘটেনি বা কেউ তাঁকে অপহরণ করেনি। ইতিমধ্যে তবু ফোন করে জেনে নিতে পার।

ভাল কথা বলেছ তো ব্লেক। এটা তো আমার মাথায় আসেনি! এই যে মরচুয়ারি এসে গেছে। কুটস গাড়ি থেকে নামছে। চল আমরাও নামি।

কুটস গরম্যানের লাশ নিয়ে ভেতরে ঢুকল। টেড ও ব্লেক একটা ওয়েটিংরুমে ঢুকল। তারপর টেড পেগিকে ফোন করতে গেল। মিনিট পাঁচ পরে ফিরে এসে বলল, মিস লেন নিরাপদেই আছেন, তবুও

আমি তাঁকে সাবধান করে দিয়েছি। আর একটা খুন হয়েছে শুনে তিনি বোধহয় একটু নারভাস বোধ করলেন।

একটা চেয়ারে বসতে বসতে টেড বলল, সত্যিই কি ঘটছে। ডাঃ লেন খুন হলেন, বাড়িতে আগুন লাগান হল, তারপর আর একটা খুন হল, কি ব্যাপার বলত ব্লেক ?

ব্লেক বললেন, এখনও তো উত্তর পাইনি। সর্বদা চোখ কান খাড়া রাখতে হবে, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় বলে ব্লেক মৃদু হাসলেন। পকেট থেকে নোট বই আর পেনসিল বার করে ব্লেক কিছু লিখলেন।

টেড অধৈর্য হয়ে পায়চারি করতে করতে বলল, এই গরম্যানটাই লেনকে খুন করেছে ব্লেক। লোকটা হাতের মুঠোয় এসেও ফসকে গেল।

কিছুক্ষণ পরে কুটস ঘরে ঢুকলে ব্লেক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি কুটস কিছু পেলে ? লোকটির নাম কি ? গরম্যান তো নয়।

না ব্লেক কিছু পাওয়া গেল না। তবে ড্রেস দেখে মনে হয় লোকটা অবস্থাপন্ন এবং শহুরে। পকেটে কয়েকখানা কার্ড ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়নি।

কার্ডে কি নাম ও ঠিকানা লেখা আছে ?

শুধু নাম আছে, ঠিকানা নেই। নাম হল জে. কারনাবি, দুটো আন্ডারওয়ারে 'জে সি' চিহ্ন আছে। তাই মনে হয় লোকটার নাম জে কারনাবি, কুটস বলল।

আমার সন্দেহ হয়েছিল গরম্যান ও আসল নাম নয়, লেনের কাছে নাম গোপন করেছিল তবে টেড তোমার যে অনুমান গরম্যান বা কারনাবি লেনকে খুন করেছে সে বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে একমত নই বরঞ্চ যে কারনাবিকে খুন করেছে সেই লেনকে খুন করে থাকতে পারে। লোকটার হাত পাকা, ধূর্ত এবং সাহসী নইলে দিনের আলোয় প্রকাশ্য রাস্তায় চোখের পলকে একটা মানুষ খুন করতে পারে না।

কুটস হাসতে হাসতে বলল, ব্লেক আমি তোমাকে আজ পর্যন্ত কোনো কেসে হারাতে পারিনি তবে দেখো এই কেসটায় তুমি আমাকে হারাতে পারবে না।

ব্লেকও হাসতে হাসতে বললেন, কুটস তুমি আমার অনেক দিনের ঘনিষ্ট বন্ধু। তুমি যদি আমাকে হারিয়ে দাও তার জন্য আমি তোমাকে হিংসা করব না। তুমিও যেমন চাও প্রকৃত অপরাধীকে ধরতে আমিও তেমনি চাই অতএব···। তোমার এখানে কাজ কি শেষ হয়েছে?

একটু বাকি আছে। পোস্টমর্টেমের ব্যবস্থাটা করে আসি, কুটস বলল।

তাহলে আমি একটা ফোন করে আসি।

ফোন করে এসে ব্লেক দেখলেন কুটস ট্যাক্সি ড্রাইভারের লাইসেন্স পরীক্ষা করে নোটবইতে তার নাম ঠিকানা লিখছে।

লেখা শেষ করে নোটবই পকেটে ভরে কুটস বলল, চল হে মিঃ রবার্ট ব্লেক, আমি রেডি, তুমি কোথায় যাবে? আমি যাব উইলটন স্কোয়ারে। যেখানে কারনাবি ট্যাক্সিতে উঠেছিল সেই স্পটটা আমি একবার দেখে আসতে চাই।

বেশ তো চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। আমিও জায়গাটা এক বার দেখতে চাই।

উইলটন স্কোয়ারে পেঁছে টেড দেখল সেখানে স্মিথ তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। মিঃ ব্লেক তাকে মরচুয়ারি থেকে ফোন করে দিয়েছিলেন।

ঠিক যে জায়গায় কারনাবি ট্যাকসিতে উঠেছিল সেটা ব্লেকের জানা ছিল। সেখানে কয়েকটা অস্পষ্ট পায়ের ছাপ ছাড়া কিছু পাওয়া গেল না। তবে ৪৭ বোরের একটা খালি কার্তুজ কেস পাওয়া গেল। কারনাবির দেহ থেকে যে বুলেট বার করা হয়েছিল সেটা ৪৭ বোরের।

ব্লেক তাঁর অনুমানের কথা কুটসকে বললেন। কারনাবির আত-তায়ী যেখানে লুকিয়ে থাকা সম্ভব সে জায়গাটা কুটুসকে দেখালেন। বললেন যে সময়ে লোকটা এখানে লুকিয়ে কারনাবির ওপর নজর

রাখছিল তখন পার্কে বেড়াবার সময়। তবুও কিছু লোক পার্কে বেঞ্চিতে বসে থাকতে পারে এবং তারা লোকটাকে দেখেও থাকতে পারে। এমন সব লোকদের জেরা করা পুলিসের কাজ। কুটস তুমি দেখ এমন কাউকে পাও কি না যে সাসপেক্টকে দেখেছে।

ঠিক আছে ব্লেক দেখবে, তবে আমি ওয়াটারলু থেকে দেড়টার ট্রেনে হার্নলি যাব। নিকোলাস প্রোবিন নামে লোকটার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই। আমি ওয়াটারলু যাবার পথে ইয়ার্ড হয়ে যাব এবং এখানে লোক পাঠাবার ব্যবস্থা করুক। ঠিক ঐ সময়ে কোনো লোক ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসেছিল কি না, তাকে কেউ দেখেছে কি না, এই তো? ইট উইল বি ডান ব্লেক মাই ফ্রেণ্ড।

কুটস চলে যাবার পর স্মিথ ব্লেককে বলল, তাহলে স্যার লিফট মার্ডার কেসটা আপনি হাতে নিলেন?

হ্যাঁ স্মিথ নিয়েছি। আবার একটা খুন হয়েছে, এইখানেই ট্যাকসিতে, ব্লেক বললেন।

তাহলে তো স্যার কেস বেশ জটিল।

স্মিথকে আপাততঃ ব্লেক কিছু বললেন না। তিনি টেডকে বললেন, টেড তোমার কি এখন কোনো কাজ আছে?

না ব্লেক। কেন?

আমার রোলস এখনও রেডি হয়নি। আমি এখনি হার্নলি পার্কে যেতে চাই, কুটস পৌঁছবার আগে আমি মিঃ প্রোবিনের সঙ্গে কথা বলতে চাই। কুটসকেও চিনি, মিঃ প্রোবিনকেও দেখেছি, কুটস তাঁকে খেপিয়ে দেবে তাই কুটস যাওয়ার আগেই আমি তার সঙ্গে কথা শেষ করে নিতে চাই।

টেড বলল, ও কে, আমি অ্যাজ ইয়োর ম্যান, তেল ভরে নিতে হবে, গাড়িতে ওঠ।

ফাঁকা রাস্তায় পড়ে টেড তার বেণ্টলির স্পিড তুলে দিল, মিনিটে মাইল পার হতে লাগল।

টেড জিজ্ঞাসা করল, ব্লেক এই বৃদ্ধ প্রোবিনকে তোমার কি মনে

হয় ?

এক বিচিত্র চরিত্র। আজ ভোরে সে তার বন্ধুর ল্যাবরেটরিতে গেল কেন তার জবাব চাই। এছাড়া তার ভাইপোটি সম্বন্ধেও আমি কৌতূহলী।

স্টেডম্যান ছোকরা ?

দেখ টেড অনেক কিছু ভাববার আছে। তুমি গেলে স্টেডম্যানের ব্যাগ উদ্ধার করতে, যে ব্যাগের জন্যে বুঝি ছোকরার সর্বনাশ হতে যাচ্ছিল। তিনটে গুণ্ডা তোমাকে আক্রমণ করল যারা শুধু ব্যাগটাই নিতে এসেছিল। পরে ঐ ব্যাগ সম্বন্ধে স্টেডম্যানের কোনোই আগ্রহ তো দেখা গেলই না উপরন্তু ব্যাপারটা যে হালকা বলে চাপা দিতে চাইল আর সেই রাত্রেই লেন খুন হল। এই সবের মধ্যে আমি একটা যোগসূত্র দেখতে পাচ্ছি। কারণাবিবাই কে ? এসব জানতে হবে।

স্মিথ জিজ্ঞাসা করল, স্যার প্রোবিনকে বাদ দিতে পারেন কি ?

না। কোনোভাবে প্রোবিন জড়িত বলে আমার মনে হয়।

হার্নলি পেঁছে টেড পরিচিত চিহ্নগুলি লক্ষ্য করতে লাগল। হার্নলি পার্কের গেট রাস্তার ধারে হলেও বাড়ি পেঁছিতে গেট থেকে অনেকটা যেতে হয়। গেটের কাছে একজনকে টেড পায়চারি করতে দেখল। এমনও হতে পারে যে লোকটি হয়ত হার্নলি পার্কেই গিয়েছিল এখন সেখান থেকে বেরিয়ে গেট ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছে। সেইটেই সম্ভব কারণ এই দুপুরে কে পায়চারি করতে বেরোবে। এদিকে কোন দোকানপাটও নেই।

মাত্র একবার দেখলেও মানুষটা পরিচিত মনে হচ্ছে। মাথায় হ্যাট না থাক কেশহীন ডিমের মতো মাথা দেখলেই চেনা যেত।

ব্লেকের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে টেড বলল, ব্লেক দেখ এই লোকটাকে মানে ডাক্তারকে আমি রাত্রে পাগলদের নার্সিং হোমে দেখেছিলুম, ক্লোন।

গাড়িখানা দেখে ডাঃ ক্লোন সেদিকে ঘাড় ফিরিয়েছিল। টেড তার পাশে গাড়ি থামিয়ে সোৎসাহে বলল, গুড আফটারনুন ডাঃ

ক্রোন।

ক্রোন গাড়ির কাছে এগিয়ে এসে টেড অপেক্ষা ব্লেক ও স্মিথকেই লক্ষ্য করল। তারপর টেডকে বলল, গুড আফটারনুন, মিঃ ফ্ল্যানাগান না? আজ সকালেই আমি আপনার কথাই ভাবছিলুম, সেদিন রাত্রে আপনার গাড়ি খুঁজে পেয়েছিলেন কি না।

হ্যাঁ, এই তো আমার গাড়ি।

কিন্তু যে তিনটে গুণ্ডা আপনাকে আক্রমণ করেছিল তাদের কোন সন্ধান পাননি বোধহয়।

না আশাও করি না।

ডাঃ ক্রোন হার্নলি পার্কের গেটের দিকে হাত দেখিয়ে বলল, সেদিন রাতে আপনি হার্নলি পার্কে টেলিফোন করেছিলেন এখন সেখানেই যাচ্ছেন নিশ্চয়, মিঃ প্রোবিনের সঙ্গে দেখা করতে তো?

টেড অপেক্ষা ব্লেকের দিকেই ক্রোনের দৃষ্টি বেশির ভাগ সময় নিবদ্ধ ছিল।

ঠিকই ধরেছেন, আসুন আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, আমার বন্ধু রবার্ট ব্লেক, ডাঃ ক্রোন।

ক্রোন ঈষৎ হেসে, 'নিশ্চয় সেই বিখ্যাত নামের অধিকারী' বলে ব্লেককে সম্বোধন করল। তারপর ব্লেকের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে জিজ্ঞাসা করল, কোনো তদন্তে এসেছেন?

ব্লেক বললেন, হতে পারে।

টেড বলল, সেদিন রাতে যা করেছিলেন সে জন্যে ধন্যবাদ, আচ্ছা আবার দেখা হবে আশা করি বলে টেড গাড়ি ছেড়ে দিল। গাড়ি গেটের ভেতর ঢুকল।

মাথা থেকে হ্যাট খুলে রুমাল দিয়ে চকচকে টাকের ওপর ঘাম মুছতে মুছতে ক্রোন নিজের মনেই বলল, রবার্ট ব্লেক এখানে কেন? কি মতলব? হ্যাটটা আবার মাথায় দিয়ে ক্রোন হন হন করে এগিয়ে চলল।

প্রশস্ত বারান্দায় একজন রক্ষী ছিল। সে বলল, স্যার আপনারা

এই ঘরে এসে বসুন, আমি দেখাছি মিঃ প্রোবিন বাড়ি আছেন কি না।

পুরু কার্পেট মোড়া সুসজ্জিত একটা ঘরে এনে রক্ষী তিনজনকে বসাল। ঘর থেকে সুন্দর সবুজ লন ঘিরে মরশুমী ফুলের বর্ডার দেখবার মতো। নরম সোফায় তিনজনেই দেহ এলিয়ে দিল।

স্মিথ বলল, মিঃ প্রোবিন তো বিরাট ধনী মনে হচ্ছে।

উত্তরটা টেড দিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, ক্রোড়পতি। কিন্তু দেখে মনে হবে কানাকড়িপতি।

ব্লেকের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে টেড বলল, আমি তোমাকে মিঃ প্রোবিনের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিয়ে কেটে পড়ব।

পেছনে পায়ের শব্দ এবং কেমন আছ মিঃ ফ্ল্যানাগান? শুনে তিনজনে ঘাড় ফেরাল। কিন্তু কণ্ঠস্বর প্রোবিনের নয়, তার ভাইপো ডোনাল্ড স্টেডম্যানের।

সাজগোজে স্টেডম্যান অবহেলা করে না। লণ্ডনের সেরা দর্জি তার পোশাক তৈরি করে। পোশাক নিখুঁত হওয়া চাই। জুতো সর্বদা চকচক করে, গোঁফ যেন সরু থাকে। চেহারা মোটামুটি ভাল তাই পোশাক-আশাকে বেমানান দেখায় না।

অমায়িক ধরনের হাসি ফুটিয়ে বলল, শুনলুম তোমরা এসেছ, জ্যাঠার সঙ্গে দেখা করবে তো? জ্যাঠা তো লণ্ডন থেকে খানিকটা আগে ফিরেছে, তবে উনি একটু পরে আসবেন। ব্লেকের দিকে চেয়ে বলল, শুনলাম নাকি, কি বলে…

টেড বলল, ইনি মিঃ রবার্ট ব্লেক, ডোনাল্ড স্টেডম্যান—মিঃ নিকোলাস প্রোবিনের ভাইপো, মিঃ ব্লেক তোমার জ্যাঠার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন এই জন্যে আমি তাঁকে নিয়ে এসেছি।

টেড ভাবতে লাগল স্টেডম্যান হার্নলি পার্কে কেন এসেছে।

স্টেডম্যান বলল, তাই বুঝি? আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি মিঃ ব্লেক আমার জ্যাঠার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন কেন?

নিরুত্তাপ ভাষায় ব্লেক বললেন, আমি ডাঃ লেনের খুনের তদন্ত করছি। ব্লেক লক্ষ্য করলেন স্টেডম্যানের মুখের ভাব বদলে গেল।

সে বলল, কি বললেন ডাঃ লেনের খুনের তদন্ত ? মাই গুডনেস মিঃ ব্লেক, আমি তো বুঝতে পারছি না, ডাঃ লেন তো লিফট অ্যাক্সিডেন্টে···

অ্যাক্সিডেন্ট ঘটান হয়েছে, ব্লেক সংশোধন করে দিলেন এবং বাস্তবিক কি ঘটেছিল সেটা বুঝিয়ে বললেন।

একটু থেমে ব্লেক বললেন, আজই সকালে ক্লার্ক স্ট্রীটে আমার সঙ্গে মিঃ প্রোবিনের কিছু কথা হয়েছে। কিন্তু তখন বিচলিত ছিলেন। আমার বিশ্বাস ওঁর কাছ থেকে আরও কিছু তথ্য জানতে পারব।

ব্লেকের মনে হল যে কোন কারণে হোক ছোকড়া ভয় পেয়েছে। সে বলল, কিন্তু মিঃ ব্লেক আপনি যা বললেন তা তো বিশ্বাস করাই যায় না, খুন কেন···

করা হবে ? তা এখনও বলা যাচ্ছে না, মোটিভ কি তাও আমি জানি না, জানতে পারলে অপরাধীকে অবশ্যই ধরতে পারব, ব্লেক বললেন।

স্টেডম্যান চুপ করে গেল। ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বলল, আমার জ্যাঠার সঙ্গে আপনার দেখা হয় নি বোধহয়।

এই যে বললুম, আজই সকালে তাঁর সঙ্গে আমার কিছু কথা হয়েছে, তখনও বাড়িতে আগুন জ্বলছিল।

আপনার সঙ্গে কথা হয়েছে মিঃ ব্লেক ? তাহলে তো আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে তিনি যেন, কি বলব ? ঠিক একজন স্বাভাবিক মানুষ নন।

হতে পারেন, হাতের পাঁচটা আঙুল যেমন সমান নয় সব মানুষই তেমনি সমান নয়, হয়ত একটু ছিটগ্রস্ত।

একটু কি বলছেন মিঃ ব্লেক ? আমি তো তাঁকে অতি উত্তমরূপে চিনি, মাঝে মাঝে তো আমার মনে হয়, তাঁর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। তবে···

কথা শেষ না করে স্টেডম্যান উঠে যেয়ে পাশের ঘরের বন্ধ দরজা

ঠেসে ভেতরে উঁকি মেরে ঘর খালি দেখে আবার ফিরে এসে বলল, উনি শুধু ছিটগ্রস্ত নন, আর বেশি কিছু আমি তো ওঁকে বুঝতেই পারি না, কখন যে কি করে বসেন তা কেউ জানে না।

কয়েক সেকেন্ড কি ভেবে যেন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বলল, এসব কথা বলছি আপনাকে বিশ্বাস করে, আপনি কাউকে বলবেন না। আপনারা বললেন আজ সকালে ক্লার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে আগুন লেগেছিল, কে আগুন লাগাল আপনারা তা এখনো জানতে পারেন নি। জ্যাঠা মাঝে মাঝে বিপজ্জনক কাজ করে ফেলেন। এ থেকে আপনারা হয়ত আগুন লাগার কোনো সূত্র পেতে···।

টেড ঝাঁঝিয়ে উঠল, তুমি কি বলতে চাইছ ? তোমার জ্যাঠা আগুন লাগিয়েছেন ?

অসহায়ের মতো কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে স্টেডম্যান বলল, তিনি সকালে ঐ বাড়িতে কেন গিয়েছিলেন তার যে কারণ বলেছেন সেটা গ্রাহ্য করা যায় না। হতে পারে আমার অনুমান ভুল, কিন্তু তাঁকে তো আমি চিনি। এই ধরুন না কেন তিনি মাঝে মাঝে হার্নলি পার্কের বাড়ি থেকে বেশ কয়েক দিনের জন্যে কোথায় যে উধাও হয়ে যান তা আমরা অনেক চেষ্টা করেও জানতে পারি নি। জিজ্ঞাসা করলে উত্তর তো দেন না উল্টে আমাদের ধমক দেন। ডাঃ লেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন তিনিও জানবার চেষ্টা করেছিলেন।

ব্লেক জিজ্ঞাসা করলেন, জানতে পেরেছিলেন কি ?

স্টেডম্যান ঘাড় নেড়ে জানাল, না তিনিও জানতে পারেন নি, কেউ জানে না। কখন যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন আমরা টের পাই না।

ব্লেক আবার জিজ্ঞাসা করলেন, শেষ কবে এমনভাবে নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন ?

এইতো সেদিন, দিন পনেরো আগে। অথচ দেখুন যখন তিনি নিপাত্তা হয়ে থাকেন তখন তাঁর জন্যে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন থাকি। ধনী লোকের কত বিপদ ঘটতে পারে। জ্যাঠা এতই জেদী যে তিনি কারও কোনো পরামর্শ শুনতে রাজি নন।

বুঝলুম, ব্লেক বললেন, তিনি এই এত বড় বাড়িতে একা থাকেন। ভৃত্যদের ওপর নির্ভর করতে হয়, তাই তো ?

স্টেডম্যান বলল, তাই তবে আমি প্রায় আসি, আমি ছাড়া ওঁর আর কেউ নেই। তাঁর দেখাশোনা করা আমার কর্তব্য। দুঃখের বিষয় যে জ্যাঠা বিয়ে করেননি। যাকে বিয়ে করবেন ঠিক করেছিলেন সেই মহিলা মারা যাওয়ায় তিনি আর বিয়েই করলেন না।

মিঃ প্রোবিনের স্বাস্থ্য কেমন ? ভাল ?

অত্যন্ত ভাল, বেশ মজবুত, একশ বছর বাঁচলেও আমি অবাক হব না। জ্যাঠা তাঁর ব্যবসায়ের বিষয় আমাদের কখনও কিছু বলেন না, এমন কি আমি বলা সত্ত্বেও আমাকে কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদ দেননি। ব্যবসা কি করে চলে, কে চালায়, ওঁর ভূমিকা কি এসবের কিছু আমরা জানি না।

টেড বলল, সবই রহস্য, অ্যাঁ ? তা তুমি আর প্লেন ক্র্যাশ করনি তো ?

তারপর তো আর প্লেনে চড়িনি। এখানে এসেছি প্লেনখানা মেরামতের ব্যবস্থা করার জন্যে।

ব্লেক বললেন, প্লেনের কথা যখন উঠল তখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। স্টেডম্যান, যে তিনজন গুণ্ডা আপনার প্লেন লুট করতে গিয়েছিল তাদের কোনো পাত্তা করতে পেরেছেন ?

ও নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাইনি, ওগুলো ছিঁচকে চোর ছাড়া আর কিছু নয়। ব্যাগটা নিয়ে ওরা ঠকেছে, কারণ ওর ভেতরে আমার কিছু বাজে কাগজ ছাড়া কিছুই ছিল না।

ছিঁচকে চোর হলেও লোকগুলো কে হতে পারে সে বিষয়ে আপনার কোনো ধারণা আছে কি ?

আপনাকে বললুম তো ও নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনি। তবে এজন্যে মিঃ ফ্ল্যানাগান আহত হয়েছিলেন আমি তাতে মর্মাহত।

পিছনে দরজা খোলার শব্দ হল। স্টেডম্যান দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, এই যে জ্যাঠা এসে গেছেন।

কড়া গন্ধের পাইপ টানতে টানতে নিকোলাস প্রোবিন ঘরে ঢুকলেন। আবক্ষ দাড়িওয়ালা মলিন পোশাকে সজ্জিত বৃদ্ধকে দেখে স্মিথ তো বিশ্বাস করতেই চাইল না লোকটি কোটিপতি।

মিঃ প্রোবিন ঘরে এসে একটা চেয়ারে বসলেন। স্টেডম্যান জ্যাঠাকে বলল, আংকল, এই ভদ্রলোকদের তুমিতো চেন? প্রোবিন সকলকে একবার তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে দেখলেন। টেডকে বললেন, তোমাকে আমি চিনি, আর ইনি বোধহয় তোমার বন্ধু মিঃ ব্লেক। তুমি কে? স্মিথের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

ব্লেক উত্তর দিলেন, আমার সহকারী মিঃ প্রোবিন। আপনাকে বিরক্ত করছি সেজন্যে দয়া করে আমাদের ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমরা জানি যে আপনার বন্ধু ডাঃ লেনের মৃত্যুরহস্যের কিনারা হয় তার জন্য আপনার চেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন আর কেউ নয়। আমরা আশাকরি আপনি আমাদের সাহায্য করবেন।

বিরক্ত না হয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠেই উত্তর দিলেন, আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন? আমি কি করে সাহায্য করতে পারি? আমি তো কিছুই জানি না।

ডাঃ লেন যে বাড়িতে মারা গেলেন সেই বাড়িতে আগুনটা কি করে লাগল সে বিষয়ে আমি জানতে উদ্‌গ্রীব। আগুন যখন জ্বলছিল…।

হ্যাঁ তখন আমি ঐ বাড়িতে ছিলুম বটে, কিন্তু আমি যা জানি সবই তো পুলিস ও তোমাকে বলেছি।

টেড স্মিথকে নিয়ে ওঠবার উপক্রম করছিল এমন সময় স্টেডম্যান তাকে ফিশফিশ করে বলল, ওরা দুজনে কথা বলুক, চল আমরা অন্য ঘরে যাই; মিঃ ব্লেক হয়ত ওল্ডম্যানের কাছ থেকে কথা আদায় করতে পারবেন।

স্টেডম্যান দুজনকে নিয়ে পাশে একটা ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বলল, একটু কিছু পান করা যাক। স্টেডম্যান কাবার্ড খুলে বোতল ও ককটেল গ্লাস বার করল।

সহসা টেডম্যানের কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে স্টেডম্যান দেখল কাবার্ডের মাথায় ফ্রেমে বাঁধান একটা ছবি দেখে টেড ফ্ল্যানাগান জিজ্ঞাসা করছে, এর ফটো এখানে কেন ? ছবির দিকে টেড একদৃষ্টে চেয়ে আছে। টেড চিনতে ভুল করেনি। গরম্যান নামে যে নিজের পরিচয় দিয়েছিল এবং ট্যাকসিতে যার ডেডবডি পাওয়া গেল ফটো সেই কার্ণাবির।

টেড স্বগতোক্তি করল, গুড গড্।

স্মিথ কার্ণাবিকে দেখে নি, তাই জিজ্ঞাসা করল, লোকটাকে চেন নাকি টেড ?

টেডের অবাক হওয়া মুখ দেখে স্টেডম্যানও অবাক। ককটেল-শেকার হাতে নিয়েই সে টেডের পাশে এসে জিজ্ঞাসা করল, হোয়াট'স আপ ? কি হয়েছে ?

উত্তরটা টেড দিল স্মিথকে। স্মিথ, এই হল কার্ণাবি, যার ডেড-বডি সমেত ট্যাকসি আমরা আজ সকালে ওয়াটারলু পর্যন্ত ফলো করে গিয়েছিলুম। যে রাতে লেন খুন হন সেই রাতেই লোকটা নিজের নাম গোপন করে লেনের সঙ্গে দেখা করেছিল আর আজ সকালে লেনের বাড়ির ওপর নজর রাখছিল। আমরা ওকে তাড়া করেছিলুম কিন্তু জানতুম না যে ট্যাকসিতে তাকে কেউ গুলি করেছে। স্টেডম্যান, এর ফটো তোমাদের বাড়িতে কি করে এল ?

কি করে, কি করে এল অ্যাঁ ? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। তুমি বলছ ওই লোকটাই ডাঃ লেনের বাড়ি গিয়েছিল আর আজ সে ট্যাকসিতে খুন হয়েছে ? তুমি ভুল করনি তো ?

টেড বেশ জোরে বলল, না ভুল করিনি। শোনো তাহলে কি ঘটেছিল। সম্পূর্ণ ঘটনা টেড স্টেডম্যান ও স্মিথকে বলল। স্টেডম্যান অবাক হয়ে টেডের দিকে চেয়ে রইল। সে সত্যই অবাক হল কিনা বোঝা গেল না কিন্তু ডাঃ লেনের মৃত্যুর সঙ্গে হার্নলি পার্ক যেন জড়িয়ে পড়ছে।

স্টেডম্যান বলল, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। এই ঘরে

আমি আসিই না, মাসখানেকের মধ্যে আসিওনি। যদি কখনও এসে থাকি ফটোখানা আমি লক্ষ্য করিনি। ফটোখানা কার তাও আমি জানি না, ওকে চিনিও না। আশ্চর্য তো! স্টেডম্যানকে স্মিথ লক্ষ্য করছিল। তার কথা শেষ হলে তাকে স্মিথ বলল,তোমার জ্যাঠা জানতে পারেন।

তা জানতে পারেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য তো। মনে হচ্ছে এতক্ষণে জ্যাঠা ও মিঃ ব্লেকের কথাবার্তা শেষ হয়ে গেছে। আমি ওঁদের ডেকে আনছি। সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই ওরা মিঃ প্রোবিনের গলা শুনতে পেলেন, কার ফটোগ্রাফ? এত হৈ চৈ করছিস কেন? চল তো দেখি।

মিঃ প্রোবিন ও স্টেডম্যান ঘরে ঢুকল। ব্লেক তাদের অনুসরণ করল। স্মিথ তাঁকে বলল, স্যার ব্যাপার বেশ জটিল। ঐ কাবার্ডের ওপর কার্ণাবির ফটো।

মিঃ ব্লেক ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে ফটোখানা দেখেই বললেন, হ্যাঁ এই তো সেই কার্ণাবি। আমি এর সম্বন্ধে সব জানতে চাই।

স্টেডম্যান বলল, আংকল নিকোলাস···।

কি বলছিস? ফটোখানা কোথায়?

ব্লেক ফটোখানা তুলে প্রোবিনের হাতে দিলেন। ফটোখানা দেখেই মিঃ প্রোবিনের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল, কপালের শিরা ফুলে উঠল। ফটোখানা তিনি আছাড় মেরে মেঝেতে ফেলে দিলেন। চিৎকার করে বললেন, পাজি বদমাশ স্কাউণ্ড্রেলটার ছবি এখানে কেন? ব্যাটা বলে কি না আমি পাগল, আমি উন্মাদ। আমার চাকরের এত সাহস?

শান্ত হোন মিঃ প্রোবিন। কিন্তু লোকটা কে?

তুমি বাপু আমাকে জ্বালিয়ে মারলে, খালি জেরা আর জেরা, আমি যেন আসামী। আমি কিছু জানি না।

একটা চেয়ারে তিনি বসে পড়লেন, দেহ এলিয়ে দিলেন, তারপর ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললেন। ব্লেক তাঁর পিঠে হাত রেখে বললেন,

শান্ত হোন মিঃ প্রোবিন। আপনার মতো দৃঢ়চেতা মানুষ এত সহজে ভেঙে পড়া সাজে না। আমার প্রশ্নগুলি যদি আপনার অসন্তোষের কারণ হয়ে থাকে তহেলে সে জন্যে আমি দুঃখিত কিন্তু মিঃ প্রোবিন ব্যাপার খুবই সিরিয়াস, প্রশ্ন না করে উপায় নেই। আমি ক্ষমা চাইছি।

ভাইপোর দিকে চেয়ে তিনি বললেন, এই একটু হুইস্কি দে। হুইস্কি পান করে বৃদ্ধ একটু শান্ত হলে ব্লেক ভাঙা ফ্রেম থেকে ছবি-খানা বার করে নিজের হাতে নিয়ে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, এবার বলুন লোকটা কে ?

ব্যাটার নাম কার্ণাবি। আধুনিক সমাজের আদব-কায়দা জানাবার জন্যে ওকে আমার সেক্রেটারি নিযুক্ত করেছিলুম। কিন্তু ব্যাটা আমার চাকর। কি আস্পর্ধা, জানত আমি বস্তিতে জন্মেছি। সে কথা উল্লেখ করত। আমাকে পাগল বলত। ব্যাটা এই ঘরে থাকত কিন্তু আমি তো এই ঘরে আসি নি, তাই জানিও না ওর ছবি এখানে আছে।

কার্ণাবি কি এখনও আপনার চাকরিতে আছে ?

আরে না, এক বছর হল আমি ওকে তাড়িয়ে দিয়েছি। আমি ওকে সহ্য করতে পারতুম না। যা জানত তার চেয়ে বেশি জানার ভান করত। আই হেট হিম।

ব্লেক জিজ্ঞাসা করল, কার্ণাবি কতদিন আপনার চাকরি করেছিল ?

দু'বছর।

তাকে কি হালে দেখে'ছন ?

তাকে দেখতে আমার বয়ে গেছে।

তাহলে তার ঠিকানাও জানেন না ?

না হে না। তুমিও দেখছি কার্ণাবির মতো বাজে কোশ্চেন করো। কেন ? ব্যাটার কি হয়েছে ? তাকে নিয়ে এত হৈ-চৈ কেন ? আমার পাইপ কোথায় ?

পাইপটা মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল। স্টেডম্যান সেটা তুলে দিল। পাইপটা হাতে নিয়ে প্রোবিন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ডোনাল্ড স্টেডম্যান ব্লেকের দিকে চেয়ে বলল, দেখলেন তো জ্যাঠার ব্যবহার ?

ব্লেক বললেন, আমি আপনার আংকলকে বুঝতে পেরেছি। ওঁর সঙ্গে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে কথা বলতে হবে আর এই জন্যেই আমি কার্ণাবি সম্বন্ধে বেশি প্রশ্ন করি নি। কার্ণাবিকে যে আজ গুলি করে হত্যা করা হয়েছে সে কথাও বলি নি। সুবিধে বুঝে খবরটা আপনিই জানাবেন। ওঁকে আপাততঃ আমার আর কোনো প্রশ্ন করবার নেই। আমরা এবার ফিরব, বলে তিনি টেড ও স্মিথের দিকে চাইলেন।

ক্লার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড সম্বন্ধে জ্যাঠা কি নতুন কিছু বলতে পেরেছেন ?

না, প্রথমে যা বলেছেন তারপর আর কিছুই বলেন নি, ব্লেক বললেন।

স্টেডম্যান বলল, আশা করি তিনি সত্য কথাই বলেছেন। কারণ ইচ্ছা থাকলেও অনেক সময় তিনি ঘুরিয়ে কথা বলে ফেলেন।

তবে কার্ণাবিকে আমার এখন মনে পড়ছে তাকে আমি এই বাড়িতে দু'একবার দেখেছি, তেমনভাবে কখনও লক্ষ্য করি নি।

টেড তার গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে· স্মিথও উঠে বসেছে, এবার মিঃ ব্লেক উঠলেন।

গাড়ি চলছে। হার্নলি পার্কের গেট পার হবার আগেই স্মিথ জিজ্ঞাসা করল, স্যার কিছু বুঝলেন ?

টেড বলল, আমার তো মনে হচ্ছে আমরা যেখানে ছিলুম সেখানেই আছি। লেনকে কে মারল তার তো কিছুই হদিশ পাওয়া গেল না। আসল রহস্য তো সেইটেই, কি বল ব্লেক ?

টেড, আমি তোমার সঙ্গে একমত নই। এখনও চব্বিশ ঘণ্টা পার হয় নি, এর মধ্যে আমরা অনেক সূত্র জানতে পেরেছি, আরও জানতে পারব, সেইসব সূত্র একত্র করতে পারলে মূল রহস্য সমাধান সম্ভব হতে পারে। এখন আমাকে জানতে হবে প্রোবিন হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে কোথায় যায় ? কার্ণাবি বোধহয় সেটাই জানতে চেয়েছিল এবং

প্রোবিনও হয়ত আমাকে এ বিষয়ে কিছু বলত। কিন্তু সে নিজেকে দমন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

স্মিথ জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি করে আবিষ্কার করবেন প্রোবিন কোথায় যায় ?

আমি আবিষ্কার করব না স্মিথ, তোমাকে আবিষ্কার করতে হবে। কাজ খুবই শক্ত বুঝতে পারছি, তবুও জানতে হবে বৃদ্ধ যায় কোথায় ? তোমাকে ছদ্মবেশে চব্বিশ ঘণ্টা এমন কি রাত জেগেও এই হার্নলি পার্কে বা তার আশেপাশে ডিউটি দিতে হবে। প্রোবিনকে বাড়ি থেকে বেরোতে দেখলেই তাকে ফলো করতে হবে। ফলো তুমি অনেককে অনেকবার করেছ, সে কাজ কি করতে হবে তা তোমাকে বলে দিতে হবে না। আজ রাতেই তোমার কাজ আরম্ভ হবে। তুমি পারবে।

স্মিথ বলল, তাহলে লণ্ডনে ফিরে গিয়ে আমাকে তৈরি হয়ে ফিরে আসতে হবে। জানি খুব একঘেয়ে লাগবে. কারণ বৃদ্ধ কখন বা কবে যাত্রা আরম্ভ করবেন তা তো আমরা জানি না। আমি অবশ্য লেগে থাকব।

ওঃ হো ব্লেক তোমাকে তো একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। পেগি আমাকে বলছিল প্রোবিন নাকি আজ সকালে তার সঙ্গে দেখা করে বলেছে কয়েকদিন হার্নলি পার্কে গিয়ে থাকবে। বাবার বন্ধু হিসেবে তার কিছু কর্তব্য আছে।

তাই নাকি ? লেনের কন্যাকে হার্নলি পার্কে গিয়ে কয়েকদিন থাকতে বলেছে ? ইণ্টারেস্টিং ! মেয়ে কি রাজি হয়েছে টেড ?

হ্যাঁ রাজি হয়েছে। পেগি লেন যখন হার্নলি পার্কে থাকবে তখন নিশ্চয় প্রোবিন অদৃশ্য হবে না। বন্ধু কন্যার তদারকির জন্যে তাকে বাড়িতে থাকতে হবে, টেড বলল।

তাহলে বৃদ্ধ যদি নিরুদ্দেশ হতে চায় তাহলে পেগি আসবার আগেই সে একবার ঘুরে আসতে পারে। ব্লেক বললেন, কারণ এক মাস আগে প্রোবিন একবার নিরুদ্দেশ হয়েছিল। পেগি এসে গেলে

দেরি হয়ে যাবে অতএব আমার মনে হচ্ছে বৃদ্ধ প্রোবিন হয়ত আজ-কালের মধ্যে কয়েক দিনের জন্যে ডুব মারবে। স্মিথ তোমাকে বেশি বেগ পেতে হবে বলে মনে হয়।

ডোনাল্ড হার্নলি পার্কে একটা ঘরে বসে বড় জানালা দিয়ে দেখছে বেণ্টলি গাড়িখানা গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যে পর্যন্ত ডোনাল্ড সেদিকে চেয়ে রইল।

তার মনে নানা দুশ্চিন্তা, মনটা স্থির ভাবে কোথাও দাঁড় করাতে পারছে না। অস্ফুট স্বরে বলল, ব্লেক তো দেখছি উঠে পড়ে লেগেছে কিন্তু কি করে সে জট খুলতে পারবে? আরে তাকে ভয় কি? একটা মানুষ ছাড়া তো আর কিছু নয়। তবে ডোনাল্ড।

চমকে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল দরজায় দাঁড়িয়ে ঘন ভুরুর ভেতর দিয়ে জ্যাঠা তাকে লক্ষ্য করছে। মুখে হাসি টেনে স্টেডম্যান বলল, কিছু বলছেন? হ্যাঁ, ব্লেক চলে গেছে?

ব্লেক চলে গেছে।

ব্লেক এখানে কেন আসছে? কি চায়? বলতে বলতে বৃদ্ধ এক পা এক পা করে ঘরে এগিয়ে এল।

স্টেডম্যান বলল, এলেই বা, আমাদের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই আংকল নিকোলাস। তুমি কিছু ভেবো না।

লেনকে কে খুন করল তা কি ব্লেক বার করতে পারবে? তোর কি মনে হয়?

দুহাত নেড়ে স্টেডম্যান বলল, কে জানে?

প্রোবিন বলল, কে যেন বলছিল ব্লেক ভীষণ ধূর্ত।

আমিও তাই শুনেছি, ভাইপো বলল।

একটু থেমে প্রোবিন বলল, আমার মাথার মধ্যে মাঝে মাঝে যে কি হয়? দেখ না ওদের সামনে কি রকম হয়ে গেলুম, বোকার মতো ব্যবহার করলুম। এটা কি ঠিক? তবে লেন আমাকে বলেছে আমার স্বাস্থ্য ভাল, ভাবনার কিছু নেই।

আর একটা জানালার ধারে গিয়ে বড় বড় গাছগুলো দেখতে লাগল তারপর ভাইপোর দিকে ঈষৎ ঘাড় ফিরিয়ে বলল, ডোনাল্ড, প্লেনখানা সরিয়ে মেরামত করবার ব্যবস্থা করেছিস ? কতদিন লাগবে ? তুই এখন এখানে থেকে যা, যতদিন ইচ্ছে। আমি কয়েকটা দিন এখানে থাকব না। ঠিক কবে ফিরব বলতে পারছি না। তবে দেরি করব না কারণ লেনের মেয়ে এখানে এসে আমার কাছে থাকবে। আমি তাকে আসতে বলেছি।

যাচ্ছ ? কোথায় যাচ্ছ ?

চুলোয়। তোর কি দরকার ? আমি যেখানে ইচ্ছে যাব। তোকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি রে হতভাগা ? বার বার সেই একই প্রশ্ন।

আংকল নিকোলাস, তুমি রাগ করছ কেন ? এসব আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

না, আমাকে জিজ্ঞাসা করবি না। ভাল লাগে না। গ্রোবিন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

স্টেডম্যান একটু অবাক হল। জ্যাঠা তো কখনও যাবার আগে বলে যায় না। হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়।

স্মিথকে সঙ্গে নিয়ে টেড যখন তার বেণ্টলি চালিয়ে হার্নলি গ্রামের কাছে এল তখন গোধূলি। টেড লণ্ডনে ফিরে নিজেই বলেছিল সে স্মিথকে হার্নলিতে পেঁছে দেবে।

স্মিথকে এখন চেনবার উপায় নেই। ট্র্যাক্টর চালিয়ে সে নিজেই বুঝি জমি চাষ করে অথবা তাকে খেত মজুরও বলা যেতে পারে।

গাড়ি থামাও টেড, আমি এবার নামব, গ্রামের লোক যেন না দেখে যে একটা চাষী বেণ্টলি গাড়ি থেকে নামছে, এছাড়া হার্নলি গ্রামে এটা নিরাপদও নয়। হার্নলি পার্কের কেউ দেখলে সন্দেহ করতে পারে।

স্মিথ যখন গাড়ি থেকে নামছিল তখন তাকে দেখে টেড বলল, আমি তোমাকে দেখলে চিনতে পারতুম না, গ্রোবিন তো একেবারেই

চিনতে পারবে না।

স্মিথ শুধু হাসল তারপর কিটব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে মাঠে নামল। দরকার হলে তাকে হয়ত খোলা আকাশের নিচে দুএকটা রাত কাটাতে হবে। কিটব্যাগে নানা সরঞ্জাম আছে। এখানে আসবার আগে হার্নলি গ্রাম ও তার আশপাশের ম্যাপ ভাল করে দেখে এসেছে। অঞ্চলটা সম্বন্ধে সে ভাল ধারণা করেই এসেছে।

হাত নেড়ে দুজনে দুজনকে দূর থেকে বিদায় জানাল। অন্ধকার নেমে এসেছে। দূরে পানশালার আলো দেখা যাচ্ছে। টেড ভাবল ফেরবার আগে গলাটা একটু ভিজিয়ে নেওয়া যাক। লণ্ডনে তাড়াতাড়ি ফেরবার দরকার নেই। কানাবির ব্যাপারটা নিয়ে ব্লেক ব্যস্ত আছে।

পানশালার বাইরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বিয়ার পান করবার জন্যে টেড ভেতরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসে এদিকওদিক একবার তাকিয়ে দেখল। সহসা একজনের প্রতি তার দৃষ্টি আটকে গেল।

টেড উঠে গিয়ে তার ওভারকোটের কলার ধরে বলল, বাইরে চলত হে, তোমার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। যে তিনজন গুণ্ডা তাকে আক্রমণ করেছিল এটা তাদের মধ্যে একজন।

লোকটাকে টেড চিনতে ভুল করেনি। সে বলল, মিস্টার হাত সরিয়ে নাও বলছি নইলে খারাপ হবে। তোমাকে আমি জানি না চিনি না। সে পকেটে হাত ঢোকাতে গিয়ে থেমে গেল। বোধহয় মনে পড়ল পকেটে হাতিয়ার নেই টেড ততক্ষণে তাকে শক্ত করে ধরেছে।

টেড তাকে টানতে টানতে দরজার দিকে নিয়ে চলল! একটু আলগা পেয়ে লোকটা টেডকে আঘাত করবার চেষ্টা করল কিন্তু টেড আরও ক্ষিপ্র, তার চোয়ালে এক ঘুঁসি বসিয়ে দিল। পানশালার মালিক এবং আরও কয়েকজন ওদের ছাড়িয়ে দেবার জন্যে ছুটে এল। ধাক্কাধাক্কিতে কয়েকটা গেলাস ভাঙল। ধস্তাধবস্তি করতে করতে তার ওভারকোটের ফাঁক থেকে গলে বেরিয়ে পালিয়ে গেল। বারের লোকজন টেডকে আটকাবার চেষ্টা করল। নিজেকে মুক্ত করে টেড যখন তার অনুসরণ করল ততক্ষণে সে হাওয়া।

বিরক্ত হয়ে টেড ফিরে এসে বলল, তোমাদের বোকামির জন্যে গুণ্ডাটা পালিয়ে গেল।

গুণ্ডা ? সে কি ? অনেকে প্রশ্ন করল।

ওকে তোমরা কেউ চেন বা দেখেছ ? না. কেউ ওকে চেনে না বা দেখেনি।

তোমাদের কিছু মালপত্তর ভেঙেছে ? বেশ আমার কার্ড রাখ। কত ক্ষতি হয়েছে জানিয়ো. টাকা দিয়ে দেব। আর আমার সম্বন্ধে যদি কিছু জানতে চাও তো স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর কুটসকে ফোন কর।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের নাম করতে মন্ত্রের মত কাজ হল।

সকলে নির্বাক. টেড জিজ্ঞাসা করল. গুণ্ডাটার ওভারকোটটা কোথায় গেল ?

ওভারকোটটা কেউ একটা চেয়ারের মাথায় তুলে রেখেছিল, সেটা আর একজন এগিয়ে দিল। টেড ভেতরের পকেট থেকে কয়েকখানা কাগজ বার করল। তার মধ্যে একটা খালি খাম ছিল। খামের ওপর ঠিকানা লেখা আছে, ডাঃ ক্রোন।

নার্সিংহোম হার্নলি (হ্যাণ্টস)। হ্যাম্পশায়ারকে ছোট করে হ্যাণ্টস লেখা হয়। খামের উল্টো পিঠে লেখা আছে জাড স্ট্রীট

ঠিকানা পড়ে গম্ভীর স্বরে টেড বলল. হুঁ মালিকের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, জাড স্ট্রীট কোথায় ?

জান না ? কেউ জান ? না কেউ জানে না।

খামখানা টেড পকেটে পুরল। খামখানা পকেটে ভরতে দেখে মালিক জিজ্ঞাসা করল. কিছু পাওয়া গেল ?

টেড জবাব না দিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল। ডাঃ ক্রোনকে আবার কোশ্চেন করতে হবে। ক্রোন লোকটার কথাবার্তা তো বেশ কায়দা-মাফিক। কিন্তু লোকটা কেমন। নার্সিংহোম করেছে তো বেশ করেছে কিন্তু এত নির্জন জায়গায় কেন ? দেখা যাক ওর কাছে গেলে কি জানা যায়।

নার্সিংহোমে যাবার রাস্তাটা সে ভোলেনি। পেঁছিতে বেশি সময় লাগল না। হেডলাইটের আলোয় দেখল গেট বন্ধ। পাশে গাড়ি রাখার জায়গা আছে। গাড়ি রেখে গাড়ি থেকে নামল। বড় গেটের পাশে একটা ছোট গেট খুলে সে নার্সিংহোমের দিকে এগিয়ে চলল।

মূল নার্সিংহোমের একটা কম্পাউণ্ড রয়েছে। তারও গেট আছে। সেই গেট পার হলে মূল বাড়ির বড় দরজা। প্রথম ফটক পার হয়েও বেশ খানিকটা হাঁটতে হয়। রাস্তার দুপাশ ছাড়াও চারদিকে প্রচুর বড় বড় গাছ। বনভূমি বললেই হয়। টেড যখন নার্সিংহোমের কম্পাউণ্ডের গেট খুলতে যাচ্ছে তখন একজন হৃষ্টপুষ্ট লোক তার সামনে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কে তুমি ? কোথায় যাবে ?

টেড উত্তর দিল আমি ডাঃ ক্রোনের সঙ্গে দেখা করতে চাই। অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ছাড়া তাঁর সঙ্গে দেখা করা যায় না। তবুও আমি তাকে টেলিফোন করব, তিনি রাজি হলে দেখা হবে। ততক্ষণ আপনি অপেক্ষা করুন। কি নাম ?

ফ্ল্যানাগান তো আগে থেকেই ফুঁসছিল এখন এতসব আদেশ শুনে খেপে গেল, বলল, আমি ওসবের ধার ধারি না, ডাঃ ক্রোনের কাছে আমি নিজেই যাচ্ছি। লোকটি হাত বাড়িয়ে পথ আটকে বলল, ডাক্তার এসব পছন্দ করেন না।

তোমার ডাক্তার কি পছন্দ করেন আর কি পছন্দ করেন না জানতে আমার বয়ে গেছে। ভাল চাও তো হাত সরাও নইলে তোমাকে ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্যে যেতে হবে। বুঝলে ?

লোকটি হাত সরাল না বরঞ্চ আরও চাপ দিল এবং বেশ জোরে বলল, ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করা অত সহজ নয়। এখানে বোসো। আমি ফোনে··· ।

তার কথা শেষ হল। তার চোয়ালে ঝনাৎ করে পড়ল দশ কিলো ওজনের এক ঘুঁসি। লোকটি লুটিয়ে পড়ল এবং অজ্ঞান।

বিড়বিড় করে টেড বলল, কি হে তোমাকে সাবধান করে দিয়েছিলুম কি না, ও! জ্ঞান হারিয়েছ ? বেশ তাললে একটু ঘুমিয়ে

নাও। চারদিক নিস্তব্ধ। দশাসই লোকটাকে টেড একদিকে সরিয়ে রাখল। ভেতরেও অনেকটা জায়গা, অনেক গাছ। অন্ধকার। এটা নার্সিংহোম না আর কিছু?

বাড়ির সামনের দরজা হঠাৎ খুলে গেল। একজন লোক ছিটকে বেরিয়ে এল, একবার পড়ে গেল, উঠেই আবার দৌড় লাগাল। পিছনে দুজন তারা করেছে টেড একটা গাছের আড়ালে ছিল। কেউ পালাবার চেষ্টা করছে।

সে টেডের সামনে এসে গেল। তাকে দেখে ভয় পেয়ে বলল, আমাকে দয়া করে ছেড়ে দাও, আমি পাগল নই। সে নির্ঘাত ভেবেছিল টেড বুঝি নার্সিংহোমেরই লোক। সে টেডের দুই পা জড়িয়ে ধরল।

যারা তাড়া করছিল সেই দুজন ততক্ষণে এসে লোকটিকে ধরে ফেলেছে। একজনকে টেড চিনতে পারল, তার নাম ওয়ারেন। আর একজনকে দেখা গেল। সে এগিয়ে এল না, দরজায় দাঁড়িয়ে রইল। তার পিছনে আলো, মুখ ও সামনের দিক দেখা যাচ্ছে না কিন্তু মাথাভর্তি চকচকে টাক তাকে চিনিয়ে দিল। স্বয়ং ডাক্তার ক্রোন যার সঙ্গে টেড দেখা করতে এসেছে। ভীষণ উত্তেজিত মনে হল, মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে ওয়ারেন ও কালো আলপাকার জ্যাকেট পরা সঙ্গীকে কিছু আদেশ দিল।

চোখ বড় করে টেড সবকিছু দেখছে। ক্রোনের দৃষ্টি পড়ল টেডের দিকে। সহসা টেডের আবির্ভাবে ক্রোন অবাক। তার দৃষ্টিতে ভীতি, ক্রোধ অথবা বিস্ময় তা বোঝা যাচ্ছে না তবে বিরক্ত যে নিশ্চয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পলায়মান লোকটি তখনও টেডের দু পা জড়িয়ে ধরে আছে। ওয়ারেন ও তার সঙ্গী তাকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে আর অসহায় লোকটি কাতর কণ্ঠে আবেদন করছে, আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি পাগল নই।

ওয়ারেনকে লক্ষ্য করে টেড জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপার কি?

ক্রোন তখনও কিছু বলেনি, শুধু লক্ষ্য করছে।

ওয়ারেন বলল, লোকটা পাগল, পালাবার চেষ্টা করছে, আবার কি? তুমি এখানে কি করছ?

টেড জবাব দেবার আগে লক্ষ্য করল লোকটির বাহুবন্ধন শিথিল হল, জ্ঞান হারিয়েছে। ওয়ারেন ও তার সঙ্গী তাকে তুলে ধরেছে।

টেড বলল, আরে ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

কোথায় আবার? যেখান থেকে পালিয়ে এসেছে সেইখানেই নিয়ে যাচ্ছি। তোমার কি দরকার? আমাদের ব্যাপারে নাক গলাচ্ছ কেন?

হ্যাঁ, নাক গলাতেই চাই, এই যে ডাঃ ক্রোন।

মিঃ ফ্ল্যানাগান নাকি? অসময়ে যে?

আর বলেন কেন?

সকল পাগলের মনে হয় সে পাগল নয়। এই লাউথারও তাই মনে করে। কি ভাবে পালিয়ে এসেছে। অ্যানসেল তুই ওয়ারেনকে সাহায্য কর। হ্যাঁ আস্তে আস্তে সাবধানে নিয়ে যা। বিছানায় শুইয়ে এখন এক ডোজ ক্লোরেটোন খাইয়ে দে, আমি মিঃ ফ্ল্যানাগানের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছি।

টেডের দিকে মুখ ফিরিয়ে ক্রোন জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার বলুন মিঃ ফ্ল্যানাগান? দেখছেন তো আমাকে এখনি যেতে হবে। খুব জরুরী। আপনাকে একদম সময় দিতে পারব না।

জরুরী তো নিশ্চয়, নইলে এই অসময়ে এসেছি? তার আগে বলতে চাই এই লাউথার নামে লোকটিকে তো পাগল বলে মনে হচ্ছে না। ও একটু সুস্থ হোক, আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

কি যে বলেন মিঃ ফ্ল্যানাগান। এসব আমাদের কেস্-এ আপনি প্লিজ মাথা ঘামাবেন না, উন্মাদ রোগীরা অমন করে থাকে। ও আমি ঠিক করে দোব, আপনি ভাবাবেন না, তার চেয়ে বলুন আপনি কি জন্যে এসেছেন। আমার হাতে বেশি সময় নেই।

এখানে এইভাবে দাঁড়িয়ে তো বলা যাবে না।

ওয়ারেন আর অ্যানসেল ততক্ষণে লাউথারকে ভেতরে নিয়ে গেছে।

টেড ঠিক করল, ছাড়া হবে না, লাউথারের ব্যাপারটা দেখতে হবে।

ক্রোন তাকে ডাকল, ভেতরে আসুন। টেড ভেতরে ঢুকতে ক্রোন দরজাটা বন্ধ করল তারপর টেডকে একটা বড় হলে এনে বলল, বলুন মিঃ ফ্ল্যানাগান আমি আপনার কি করতে পারি ?

আমি এই জন্যে আপনার সাথে দেখা করতে এসেছি, বলে টেড তার পকেট থেকে সেই খামখানা বার করে ক্রোনের হাতে দিয়ে বলল, খামটার উল্টোদিকও দেখবেন।

ক্রোন খাম হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখে বলল, হ্যাঁ দেখলুম। এটা কোথায় কুড়িয়ে পেলেন ? কি আছে এতে ? আমি তো কিছু মাথামুণ্ডু বুঝছি না মিঃ ফ্ল্যানাগান ?

বুঝিয়ে বলছি ডাক্তার। আজ সন্ধ্যায় হার্নলি গ্রামের পানশালায় একজনের সঙ্গে আমার মারামারি হয়েছে। সে অবশ্য মার খেয়ে পালিয়ে গেছে।

সে কি ? আপনি তার সঙ্গে মারামারি করলেন কেন ?

দু' একদিন আগের কথা আপনি নিশ্চয় ভুলে যান নি ? একটা প্লেন ক্র্যাশ করেছিল, সেখানে তিনটে গুণ্ডা আমাকে আক্রমণ করে আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। সেদিন রাতে আমি আপনার এখানে যখন টেলিফোন করতে এসেছিলুম তখন আপনি আমার ক্ষতে পটি লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, ভুলব কেন ?

সেই তিনজন গুণ্ডার মধ্যে একজনের সঙ্গে আমার আজ মোলাকাৎ হয়ে যায়। সে তার ওভারকোট ফেলেই পালিয়ে যায়। ওভারকোটের পকেটে আমি এই খামখানা পেয়েছি। যেহেতু এতে আপনার ঠিকানা লেখা আছে তাতে আমার মনে হচ্ছে সেই গুণ্ডার সঙ্গে আপনার কোথাও একটা যোগাযোগ আছে।

এ আপনি অসম্ভব কথা বলছেন। কেউ কোথাও আমার ঠিকানা লেখা খালি খাম কুড়িয়ে পেল আর তার উল্টো পিঠে সে একটা রাস্তার নাম লিখলেই তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ থাকবে এটা কি করে হতে

পারে। লোকটা রাস্তার নাম লেখবার জন্যেই ঐ খামখানা কোথাও থেকে কুড়িয়ে নিয়েছিল।

ঐ রাস্তাটা কোথায়? জাড স্ট্রীট?

কি বিপদ? আমি কি করে জানব? ক্রোন বলল।

টেড বলল, খামখানা হাতে নিয়ে উল্টোপিঠ দেখবার পর আপনার মুখের ভাব আমি লক্ষ্য করেছি। এ লোক আপনার চেনা। এখন ঝেড়ে কাশুন।

এই সময় চোয়ালে হাত বুলোতে বুলোতে ষণ্ডামার্কা একজন লোক ঘরে ঢুকল। তাকে দেখে টেড বলল, তোমার ঘুম ভাঙল?

টেডের কথায় মন না দিয়ে লোকটি ক্রোনকে বলল, স্যার এই লোক আমার চোয়ালে ঘুঁষি মেরেছে। একে গেট দিয়ে ঢুকতে দিচ্ছিলুম না, বসতে অনুরোধ করেছিলুম মাত্র. কিন্তু ও হঠাৎ আমাকে ঘুঁষি মেরে অজ্ঞান করে দিল।

আশ্চর্য তো! এ কি করছেন মিঃ ফ্ল্যানাগান? আপনি আমার এলাকার মধ্যে আমার একজন কর্তব্যরত লোককে আঘাত করেছেন? আপনাকে আমি এই অভিযোগ থানায় পাঠাতে পারি।

পারেন তো করুন। আমার তো মেজাজ ভাল ছিল না। ও বাধা দিল কেন? আমি তো আগে সাবধান করে দিয়েছিলুম। ব্যাপারটা ভুলে গেলে আপনার ভাল হবে। এক কাপ গরম চা খেলে ও ঠিক হয়ে যাবে।

যাক যা হবার হয়েছে মিঃ ফ্ল্যানাগান। আমার আর সময় নেই, আপনি এবার আসতে পারেন।

এই সময়ে ওয়ারেন ও অ্যানসেল ঘরে ঢুকে টেডকে লক্ষ্য করতে লাগল। ঘুঁষিখাওয়া লোকটিও দরজা আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। টেড বুঝল ওদের মতলব ভাল নয়।

ক্রোন বলল, মিঃ ফ্ল্যানাগান আপনি ছায়ার পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন…।

ছায়া? কি বলতে চান মশাই? আমি আপনাকে ছাড়ছি না,

দাঁড়ান, পালাবেন না, বলুন ঐ গুণ্ডার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি ?

আপনি মশাই উন্মাদ, আমার নার্সিংহোমে ভর্তি হয়ে যান, রবার্ট ব্লেক আপনার বন্ধু, তার সঙ্গে মিশে আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

টেড দেখল ওয়ারেন আর অ্যানসেল তার কাছে অনেকটা এগিয়ে এসেছে, ঘুঁষি খাওয়া লোকটাও দরজা আটকে দাঁড়িয়েছে আর ক্লোন তো আছেই। ওরা যে কোন সময়ে, ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। টেড তখন একটু সরে যেয়ে ফায়ারপ্লেসের সামনে দাঁড়াল যাতে চারজনকেই দেখতে পায়।

ডাঃ ক্লোন এবার চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগল আমি তোমাকে কি বলব ? মাথা খারাপ ? আমি তো ভাবতেই পারছি না আমার ঠিকানা লেখা একটা খামের সঙ্গে ও একটা গুণ্ডার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক থাকতে পারে। এ বিষয়ে ফ্ল্যানাগান আমি তোমার সঙ্গে আর কথা বলতে চাই না। তাছাড়া এ বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবার তোমার কি অধিকার আছে ? এসব তোমার ঔদ্ধত্য, আমার পক্ষে অপমানজনক। তুমি কেটে পড়।

কেটে পড় বললেই কেটে পড়বার লোক আমি নই। তোমার মুখ থেকে উত্তর না শুনে আমি এখান থেকে নড়ছি না। আর শোনো তোমার একজন মস্তান আমার ঘুঁষির জোর হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। তোমাদের চারজনকে·· থাক ভয় দেখাব না।

আমি যদি তোমাকে জোর করে বার করে দিই ?

চেষ্টা করে দেখ ক্লোন।

তাহলে থানায় একটা ফোন করি ?

সে সাহসও তোমার নেই তা তুমি ভাল করেই জান। পুলিশ এলে তোমার অনেক গোপন ক্রিয়াকলাপ বেরিয়ে পড়বে। মিঃ প্রোবিনের নামে রিভলভারের বিলটাও আমার এখন সন্দেহজনক মনে হচ্ছে, সেদিন তোমার ওয়ারেন আমাকে ধাপ্পা দিয়েছিল, কি ওয়ারেন ঠিক কি না ? আমার মনে হচ্ছে ক্লোন শুধু ঐ গুণ্ডার সঙ্গে তোমার

বা তোমাদের সম্পর্ক নয় এমন কি ডাঃ লেনের হত্যা ও বাড়িতে আগুন লাগার সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক থাকলে আমি অবাক হব না।

ক্রোন কাষ্ঠহাসি হেসে বলল, ব্লেক তোমার মাথা গুলিয়ে দিয়েছে। সখের গোয়েন্দাগিরি করার কোনো যোগ্যতাই তোমার নেই। গোয়েন্দাগিরির কাজটা ব্লেক করলেই ভাল হয়, তুমি নও, হয়েছে, এবার আমি যাব…।

অন্য একটা বন্ধ দরজায় কে আস্তে নক করল। টেড বলল, ক্রোন দেখ বোধহয় পোস্টম্যান, ডার্টমুর জেলখানা থেকে তোমার কোনো দাগী বন্ধু বোধহয় তোমাকে হ্যাপি বার্থডে কার্ড পাঠিয়েছে।

ক্রোন ইঙ্গিত করতে একজন দরজা খুলল। আগন্তুকের মুখে আলো পড়তেই টেড তাকে চিনতে পারল। টেড অমনি বলে উঠল, এই যে এস এস মিঃ স্টেডম্যান, কি ক্রোন তুমি নাকি মিঃ নিকোলাস প্রোবিনকে চেন না?

স্টেডম্যান ঢুকেছে অন্য একটা গেট দিয়ে তাই মেন গেটে সে টেডের বেণ্টলি দেখতে পায়নি। দেখতে পেলে নিশ্চয় আসত না

টেড বলল, গুড ইভনিং মিঃ স্টেডম্যান, এখানে এখন সাপ আর মইয়ের খেলা চলছে। তাহলে তোমার সঙ্গে ক্রোনের পরিচয় আছে?

ডোনাল্ড স্টেডম্যান ঘরে ঢুকল কিন্তু সে যেন চুপসে গেল।

কোথায় এল সে?

ক্রোন একটু জোর দিয়ে বলল, হ্যাঁ মিঃ স্টেডম্যানকে আমি চিনি, তাতে কি? তোমার আপত্তি আছে?

মোটেই না। কারণ আমার অনুমান সঠিক হচ্ছে। হার্নলি পার্কের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক আছে। ব্লেকের কাজের সুবিধেই হবে। আজ সকালে ক্লার্ক স্ট্রীটে আগুন লাগা বাড়ির সামনে ওয়ারেনকেও দেখেছি। মিঃ প্রোবিনের একদা সেক্রেটারি কার্ণাবিও আজ গুলি খেয়ে মরেছে। বাঃ বেশ! স্টেডম্যান রীতিমতো ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিল। একটু সাহস বোধহয়, তাই বলল, ক্রোনকে আমি চিনব না কেন? কিন্তু তুমি এখানে কেন?

আমারও তো সেই প্রশ্ন জানতে এসেছি একটা খামের সঙ্গে ক্রোনের কি সম্পর্ক ? মূলে অবশ্য তুমি আছ। তোমারই ব্যাগ উদ্ধার করতে গিয়ে যে তিন গুণ্ডার সঙ্গে আমার মারামারি হয়েছিল তারই একটাকে আমি আজ ধরে ফেলেছিলুম কিন্তু ব্যাটা পালিয়ে গেল। তারই পকেটে ক্রোনের ঠিকানা লেখা একটা খাম পেয়েছি বলতো জাড স্ট্রীট কোথায় ?

স্টেডম্যান থতমত খেয়ে বলল, তুমি জানলে কি করে ?

ক্রোন তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, তুমি চুপ করো তো ? [illegible] কোশ্চেন-অ্যানসার হয়েছে। লোকটা স্বপ্নরাজ্যে বাস করছে। ওর মাথার পোকাগুলো নড়ছে।

আমার মাথার পোকাগুলো নড়ছে ? ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ তো ? ঐ লোকটাকে জোরজবরদস্তি করে কোথায় কোন নার্সিংহোমে চালান করে দিয়েছ জানি না তবে সে এতক্ষণে নিশ্চয় ঠিক হয়ে গেছে। চল দিকিনি তাকে একটু দেখে আসি

না মিঃ ক্ল্যানাগান তার সঙ্গে আপনার দেখা করা চলবে না। আমি ডাক্তার, একজন মানসিক রোগীর চিকিৎসা করছি, এর মধ্যে তোমার নাক গলানো উচিত নয়। না তার সঙ্গে আমি আপনার দেখা করতে দিতে পারি না। কৃত্রিম সুর করে অল্প হাসিতে হাসতে কথাগুলো ক্রোন বলল।

টেড বলল, ডাঃ ক্রোন জানি না তুমি ডাক্তার কিনা কিন্তু যা বললে তা আমি মেনে নিতে পারছি না। আমি না হয় আপাতত তোমার ঠিকানা লেখা খামখানার কথা স্থগিত রাখছি, কারণ তুমি নিজেই স্বীকার করতে চাইছ না। তোমার কথাই শেষ কথা নয়। আমি তার সঙ্গে দেখা করব, তাকে সাহায্য করা দরকার এবং আমার কর্তব্য

টেড লক্ষ্য করল তাকে ঘিরে ফেলবার ও আটকাবার চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে সে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে না পারে।

স্টেডম্যানের মুখ শুকিয়ে গেছে। সে বার বার জিভ দিয়ে তার শুকনো ঠোঁট চাটছে। ক্রোনের মুখের দিকে বার বার চাইছে। তবুও

সে চুপ করে থাকতে পারল না। বলেই ফেলল, লোকটা তো খুব বেড়ে যাচ্ছে হে? এটাকে···।

ক্লোন তার দিকে কটমট করে চাইতেই সে তার বাকি কথাগুলো গিলে ফেলল।

টেড বলল, বুঝেছি স্টেডম্যান, তুমি চাও যাতে এখান থেকে আমি বেরিয়ে ব্লেকের কাছে গিয়ে তোমাদের কুকীর্তি ফাঁস করে দিতে না পারি।

টেডের কথা বলার ভঙ্গি দেখে স্টেডম্যান ঘাবড়ে গেল। ক্লোন নিরুত্তর। টেড ততক্ষণে তার ডানদিকের পকেটে হাত ঢুকিয়েছে। ক্লোনকে বলল, তুমি দেখছি ধাঁধায় পড়েছ। আমাকে নিয়ে কি করবে ঠিক করতে পারছ না। ভয় পাচ্ছ, আমার চেয়েও আমার কথা, যদি ব্লেককে বলি। ঠিক আছে, তোমাকে কিছু করতে হবে না, যা করবার আমিই করছি। পকেট থেকে ভোঁতামুখো অটোম্যাটিক রিভলবার বার করে ওদের দিকে ভীতজনক ভাবে দোলাতে দোলাতে বলল, সব একদিকে জড়ো হও, তুমিও ক্লোন, স্টেডম্যান চালাকি করতে যেয়ো না, হ্যাঁ ঠিক হয়েছে।

একেই টেড ভীষণ শক্তিশালী তার ওপর হাতে রিভলবার, স্মার্ট। তার নির্দেশ মতো সকলে একত্র হল। প্রচণ্ড ক্রোধে ক্লোনের মুখ লাল কিন্তু কিছু করার নেই। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, জুলুমবাজির উত্তর ভাল করেই পাবে। মাথার ওপর পুলিস আছে।

তোমার ধাপ্পাবাজি থামাও ক্লোন, এখন সুবোধ বালকের মতো ওপরে চল তো?

নাও নাও তাড়াতাড়ি পা চালাও, টেড তাড়া দিতে লাগল।

ক্লোন চুপ করে গেলেও চিন্তা করতে লাগল কি করে সে টেডকে ফাঁদে ফেলবে। এ তার রাজত্ব। সহজে ওকে ছেড়ে দেওয়া হবে না।

দলটায় আছে মোট পাঁচজন। কারও পকেটে একটা ছুরি পর্যন্ত নেই। তবুও টেড সতর্ক, চোখ কান খাড়া রেখেছে। সমস্ত বাড়িটা

যেন একটা প্রেতপুরী। কোনো আলোটাই জোর নয়। বালবগুলো যেন খেতে পায় না।

ওয়ারেন অত ব্যস্ত কেন? একসঙ্গে চল। ছিটকে যাবার চেষ্টা কোরো না। তোমার গোঁফের মাছি আমি গুলি করে উড়িয়ে দিতে পারি।

ওরা ওপরে উঠে এল। ক্রোনকে টেড বলল, ক্রোন এবার গুড-বয়ের মতো, আমাকে লাউথারের ঘরটা দেখিয়ে দাও নইলে ফল ভাল হবে না। কিছু না পারি আগে গুলি চালিয়ে প্রত্যেকের পা খোঁড়া করব তারপর পিটিয়ে তোমাদের মাংসপিণ্ড বানাব। অতএব আর কথা নয়।

ক্রোন পা টিপে দাঁড়িয়ে পড়ল। টেড বুঝল সে কিছু করবে না। টেড বলল, ঠিক আছে ক্রোন। আমি নিজেই খুঁজে বার করতে পারব। এইতো তোমার সারবন্দি কেবিন। তবে তোমাদের দলটা একটু ছোট করে নিই।

টেডের কথা শুনে স্টেডমান ঘামতে আরম্ভ করেছে। ক্রোন নিশ্চুপ মতলব আঁটছে বোধহয়। বাকি তিনজন তো গুণ্ডা। তারা যে কোনো বিপদের জন্যে মনে মনে তৈরি। একটু আলগা পেলে টেডের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেও পারে। সে আশঙ্কা টেডেরও আছে।

বাঁদিকে একটা ঘরের দরজা দেখতে পেয়ে টেড লাথি মেরে দরজাটা খুলে ফেলল। ভেতরে আলো জ্বলছিল। কারও বেডরুম, বোধহয় ডাঃ ক্রোনেরই।

টেড এবার অর্ডার দিল, ক্রোন তুমি নও, বাকি চারজন ঘরে ঢুকে পড়। অনেকক্ষণ সিগারেট খাও নি। সে সুযোগ করে দিলুম।

রিভলবার নাড়িয়ে চারজনকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাঁ হাতে দরজা টেনে লক করে দিল। চাবি লাগানো ছিল। চাবিটা বাঁ হাতে পকেটে পুরে দরজায় লাথি মেরে দেখল দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

ক্রোন তুমি নিশ্চয় ঝামেলা বাড়াতে চাও না? তাহলে এবার আমাকে লাউথারের ঘরটা দেখিয়ে দাও। সে যদি সত্যিই পাগল হয়

তাহলে তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। নাও চল।

ক্রোনের নড়বার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। সে দু'হাত মুঠো করে দাঁড়িয়ে রইল।

সে বলল, হাতে একটা হাতিয়ার পেয়ে খুব লম্পাই চম্পাই করছ তবে আমি তোমাকে এর শোধ দোব, কারণ তুমি আমাকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারবে না।

না, তোমাকে একেবারে মেরে ফেলার ইচ্ছে আমার নেই, তবে তোমাকে আধমরা করে রাখতে পারি তবে তার আগে আমাকে ঘরটা দেখিয়ে দাও তো, সময় নষ্ট করে লাভ নেই। যত দেরি করবে ততো আমার মেজাজ খারাপ হবে।

সামনে একটা করিডোর দুপাশে ঘর। করিডোরে মৃদু আলো জ্বলছে। ক্রোন সেইদিকে পা বাড়াল।

হার্লি পার্ক, স্টেডম্যান এবং ক্রোন, এই তিনের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। সেটা কি? প্রোবিন কি এই নার্সিংহোমে আসে? তার নামে বিল এখানে এল কি করে? ক্রোন ও স্টেডম্যানের উদ্দেশ্য কি? প্রোবিন অমন ভিখিরি সেজে থাকে কেন? ওটা ছদ্মবেশ নয় তো? এইসব চিন্তা টেডের মাথায় ঘুরছে। দেখা যাক লাউথার কি বলে? ব্লেক নিশ্চয়ই সব কিছুর সমাধান করতে পারবে।

লাউথার নিশ্চয়ই পাগল নয় তহেলে তার সঙ্গে দেখা করতে দিতে ক্রোনের এত আপত্তি কেন? ওসব চিন্তা এখন থাক। যে কাজ হাতে নিয়েছে সেই কাজটা সম্পূর্ণ করা যাক। ডানদিকে একটা দরজা বন্ধ রয়েছে। সব দরজাই বন্ধ। ক্রোন দরজাটা খোল।

ক্রোন দরজা খুলল। ঘর ফাঁকা। এরপর কয়েকটা ঘরের দরজা ফাঁকা। এর মধ্যে একটা ঘরের ভেতরে আর একটা সাউণ্ডপ্রুফ ঘর ছিল। সে ঘরটায় নাকি দুরন্ত পাগলদের বশ করবার জন্যে বন্ধ করে রাখা হয়।

ক্রোনকে আর একটা করিডোরে নিয়ে যেতে টেড বাধ্য করল। অন্য করিডোরে যাবার সময় টেড শুনতে পেল বন্ধ বেডরুমটার ভেতরে

তর্কাতর্কি চলছে। শোনবার জন্যে থামল না।

এবার ওরা যে করিডোরে ঢুকল সেটার আলো আরও কম। টেডের মনে হল এই করিডোরে কোনো ঘরে লাউথারকে পাওয়া যাবে।

টেড বলল, ক্রোন তুমি বৃথা সময় নষ্ট না করে লাউথারের ঘরটা দেখিয়ে দাও, আমারও ধৈর্যের সীমা আছে।

ক্রোন বলল, কত নম্বর ঘরে কোন রোগী থাকে তা আমার জানা নেই, জানা থাকলেও তোমাকে বলব কেন?

বটে? ঠিক আছে। আমি আর তিনটে ঘর দেখব। লাউথারকে না পেলে ঘুষি মেরে তোমার চোয়াল ভেঙে দোব। ক্রোন কোনো উত্তর দিল না। পর পর দুটো দরজা খোলা হল। ঘর দুটোয় অন্য রোগী রয়েছে। টেড হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, লাউথার তুমি যে ঘরে আছ সেই ঘরের দরজায় ধাক্কা দাও।

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তৃতীয় ঘরের দরজার রং হলদে অথচ অন্য সব ঘরের দরজা সবুজ।

ক্রোন দরজাটা খোলো। ক্রোন নড়তে চাইছে না। টেড নিজেই দরজা খুলে ক্রোনকে বলল, ভেতরে ঢোকো। ঘরটা অন্ধকার। ক্রোন ঘরের ভেতরে ঢুকতে বাধ্য হল। ঘরের বাইরে দরজার ধারে আলো জ্বালবার সুইচ ছিল। টেড হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালল।

ঘরে লোহার খাটে লাউথার নিশ্চল হয়ে শুয়ে আছে। নিশ্চল না হয়ে উপায় নেই কারণ দুই পা ও দুই হাত স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা। হাত দুটো তার দুপাশে আবদ্ধ।

টেড বলল, ক্রোন স্ট্র্যাপগুলো খুলে দাও।

আমি পারব না, ক্রোন ঝাঁঝিয়ে উঠল না।

তোমার মতলব বুঝেছি। তুমি স্ট্র্যাপ না খুললে আমাকে খুলতে হবে আর সেই সুযোগে তুমি পালাবার চেষ্টা করবে বা আমাকে আক্রমণ করবে। বাট মিস্টার ইট ইজ নট সো ইজি। তবুও ক্রোন পালাবার চেষ্টা করল। সে দরজার দিকে দৌড় লাগাল। কিন্তু

টেড তার চেয়েও দ্রুত। সে তার বাঁ পা বাড়িয়ে দিতেই ক্লোন হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল। টেড রিভলবার পকেটে রেখে তাকে এমন কয়েকটা ঘুষি লাগাল যে ক্লোনের আর নড়বার ক্ষমতা রইল না। টেড তখন তাকে সেখানেই ঘরের মেঝেতে ফেলে রাখল।

টেড লাউথারের বাঁধনগুলো যখন খুলছে তখন বেচারা ফ্যাল ফ্যাল করে তার দিকে চাইছে। তার কি হবে বা হতে যাচ্ছে তা সে বুঝতে পারছে না।

টেড তাকে আশ্বাস দিচ্ছে ভয় নেই, আমি তোমাকে এখান থেকে বার করে নিয়ে যাব। অথচ টেড লোকটার কোনো পরিচয় জানে না, তাকে উদ্ধার করে তার কি লাভ হবে তাও সে জানে না তবুও এমন কাজ করা তার স্বভাব। টেড শুধু এইটুকুই জানে যে লোকটা বিপদে পড়েছে। তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করা তার কর্তব্য।

ভয় পেয়োনা লাউথার, ক্লোন অজ্ঞান হয়ে এখানে পড়ে আছে, ওঠ, আমি তোমাকে ধরছি। তাড়াতাড়ি কর। তিনটেকে একটা ঘরে বন্ধ করে দিয়েছি, পালের গোদাটাকেও এই ঘরে বন্ধ করে দোব। তবে আরও লোক থাকতে পারে, তারা টের পাবার আগে সরে পড়তে হবে। হাত পা একটু নেড়েচেড়ে নাও, সব আড়ষ্ট হয়ে আছে।

লাউথারের শরীরে কোনো শক্তি থাকার কথা নয়। তাকে পেট ভরে খেতে দেওয়া হত না, তার ওপর হাত পা বেঁধে শুইয়ে রাখা হত। সাড়া দেহ আড়ষ্ট, এর ওপর তার ভীতি। সে আর মানুষ নেই, শক্তিহীন একটা নির্জীব পদার্থ। টেড তাকে তুলে বাইরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। ক্লোন এখন ঘরে বন্দী।

বাঁ হাতে লাউথারকে ধরে একরকম টানতে টানতে আর ডান হাতে রিভলবার ধরে টেড সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। তার ভয় অন্য লোক টের পেয়ে আলোগুলো নিবিয়ে না দেয়। কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না।

বাড়ির বাইরে এল। কম্পাউন্ড পার হয়েও এল। এবার পাথুরে রাস্তাটা পার হয়ে গেট পর্যন্ত যেতে পারলেই হবে। গেটের বাইরে

তার গাড়ি আছে।

লাউথারের মুখে এতক্ষণে কথা ফুটল। সে বলল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি পাগল নই, ওরা আমাকে ওষুধ খাইয়ে ঘরে বন্ধ করে রাখত···

তোমার কথা পরে শুনব, চলতে পারবে ?

পারতেই হবে।

তাহলে তাড়াতাড়ি চল, এখনও কেউ টের পায় নি মনে হচ্ছে। টেড তার হাত ধরে টানতে লাগল।

লাউথার বলল, তোমার হাতে রিভলবার আছে দেখছি। নইলে ওদের নিরস্ত করতে পারত না।

টেড লাউথারকে তাড়া লাগাতে লাগল, আরে আরে পা চালাও, না পারলে চলবে না, আর মাত্র দু'এক মিনিট।

আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ?

আরে তুমি পাগল দেখছি, আগে তো এখান থেকে বেরোও তারপরে প্রশ্ন কোরো, গেটের বাইরে আমার গাড়ি আছে, তাড়াতাড়ি।

তাড়াতাড়ি বললে কি হবে ? লাউথার পারছে না। ভয় তখনও তাকে চেপে আছে।

চল চল আমি যাচ্ছি, ক্রোনটা একটা শয়তান। এক বছরের ওপর শয়তানটা আমাকে আটকে রেখেছিল। পালাবার চেষ্টা করেছিলুম। ওরা যখন প্রোবিনের বিরুদ্ধে কি একটা···কি নাম বললে ? প্রোবিন ?

লাউথার উত্তর দেবার আগেই পেছনে গোলমাল শোনা গেল। সশব্দে একটা জানালা খুলে গেল। তারপর কেউ চিৎকার করে বলল, ঐ যে ওরা ?

টেড ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, জানালায় একটা লোক দাঁড়িয়ে। ওয়ারেন নাকি ? হতে পারে। ডানহাত তুলে বন্দুক তাক করছে। প্রথম গুলিটা এসে ওদের পায়ের কাছে কয়েকটা পাথর ছিটকে দিল। লাউথারকে সরিয়ে দিয়ে টেড পাল্টা গুলি চালাবার আগেই তার কাঁধে

এসে গুলি লাগল। টেড তার রিভলবারের ট্রিগার টিপতে যেয়েও পারল না।

লাউথার তুমি পালাও, আমার গায়ে গুলি লেগেছে। আমার জন্যে ভেবো না। আরে বোকা দাঁড়িও না, পালাও, পার তো রবার্ট ব্লেককে···

টেড আর কথা বলতে পারল না। সে পড়ে গেল। আর একটা বুলেট সোঁ করে উড়ে গেল। লাউথার যতদূর সম্ভব জোরে অন্ধকারে পা চালাল আর ভাবতে থাকল লোকটা কে? কি স্বার্থে সে তাকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করছিল। লোকটা বাঁচবে তো!

এটা ক্রোনের বুঝি প্রাইভেট চেম্বার, সে বলে স্টাডি, তার লেখাপড়ার ঘর। একটা ডিভানের ওপর টেড পড়ে আছে। তার কাঁধ থেকে বুলেটটা বার করে দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দেওয়া হয়েছে।

টেডের মুখের দিকে ঝুঁকে তাকে দেখে স্টেডম্যানকে ক্রোন বলল, পাজিটার জ্ঞান ফিরছে বোধহয়।

স্টেডম্যান বলল, ষাঁড়টা মরল না কেন? কিন্তু লাউথারটা গেল কোথায়? অনেকক্ষণ তো হয়ে গেল তাকে এখনও ধরে আনতে পারল না? তাকে ধরতে না পারলে আমরা বিপদে পড়তে পারি

ক্রোন বলল, অন্ধকারে পাগলাটা পালাবে কোথায়? ঠিক ধরা পড়বে। কিন্তু স্টেডম্যান তখন থেকে তুমি বকর বকর করে আমার মাথা ধরিয়ে দিলে। তুমি একটা ন্যাকা মেয়েমানুষের মতো কথা বলছ, ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছ। লাউথার যে একটা পাগল সে বিষয়ে কেউ সন্দেহ করবে না, মেণ্টাল হাসপাতালের সার্টিফিকেট দেওয়া আছে। অত ভয় পেলে চলবে না। কিন্তু ক্রোন ব্যাপার যেন জটিল হচ্ছে

কি জটিল হচ্ছে? কিসসু না। অত সহজে কোটি টাকার মালিক হওয়া যায় না, সেটা ভুলো না। আমরা অনেক দূর এগিয়েছি, এখন পেছনো যাবে না। মনে রেখ লক্ষ নয় কোটি টাকা।

লেনের ব্যাপারটা কি হবে? ব্যাপারটা নিয়ে রবার্ট ব্লেক মাথা

ঘামাচ্ছে। লেন মার্ডার…।

চোপ, মার্ডার কোথায়? ওটা তো স্পষ্ট লিফট অ্যাক্সিডেণ্ট, ওটাকে মার্ডার কেস বোলো না ডোনাল্ড।

ব্লেক জানে এটা অ্যাক্সিডেণ্ট নয়।

ব্লেক কি জানে আর না জানে তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। জানলেই কি প্রমাণ করা যায়? প্রমাণ কোথায়? মার্ডারের কোনো প্রমাণ নেই, এটা যে লিফট অ্যাক্সিডেণ্ট তাঁর প্রমাণ আছে।

তা বটে! ব্লেক শুধু অনুমান করতে পারবে, প্রমাণ করতে পারবে না কিন্তু ব্রাদার লোকটার খ্যাতি আছে আর দারুণ চালাক, ধুরন্ধর

আমিও কম নই ডোনাল্ড, নাক সিঁটকে ক্রোন বলল, হার্নলি পার্কে ব্লেক এসেছিল তো কি হয়েছে? ভয় পাবার কিছু নেই। লাউথার ধরা পড়বেই। আমার বেডরুমে তোমরা রিভলবারটা পেয়ে গিয়েছিলে। রিভলবারটা আমি ওখানে রাখি না, ভুল হওয়ায় তোমা। গুলি করে তালা ভেঙে বেরতে পারলে, ভাগ্যিস ওয়ারেন ঘরে ছিল। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে এই ফ্ল্যানাগান ষাঁড়টা পালালে আমাদের কিছু অসুবিধা হয়ত হতো। বিপদ নয়, অসুবিধে…।

তাকে থামিয়ে ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে ক্রোনকে স্টেডম্যান বলল, এই চোখ চাইছে, আমি চললুম আমি এখানে কি করব? হার্নলি পার্কে ফিরে যাব।

যা ভাল বোঝ কর কিন্তু মনে রেখো আমরা এখনও একই গর্তে পড়ে আছি, ক্রোন বলল।

সে কি আমি জানি না, স্টেডম্যান বলল।

আহত হলেও টেডকে তার ভীষণ ভয়। কখন কি করে বসে কে জানে। পালাতে পারলে বাঁচে। সে চলে যাবার জন্যে যখন পা বাড়িয়েছে তখন ক্রোন তাকে বলল, আমাকে ছাড়া তোমার চলবে না বলে দিলুম। সাবধান। কোনোরকম চালাকির চেষ্টা কোরো না ডোনাল্ড, আমি মরলে তোমাকে ছাড়ব না মনে রেখ।

স্টেডম্যান আর দাঁড়াল না।

বাইরে তখন আকাশে বেশ মেঘ জমেছে। হাওয়া বইছে। বৃষ্টি নামতে পারে। বাড়ি থেকে পেছনের একটা গেট দিয়ে বেরিয়ে স্টেড-ম্যান তার গাড়িতে উঠল। বেশ নারভাস হয়েছে। হাতে পায়ে যেন জোর নেই. গাড়িটা কেউ চালালে ভাল হতো। মুখও বুঝি রক্তশূন্য।

স্টেডম্যান এতদূর নারভাস হয়ে গেছে যে ভাবতে শুরু করল যে বেশ তো ছিল. কোনো ঝামেলা ছিল না. মনে ছিল অফুরন্ত আনন্দ, অভাবও কিছুরও ছিল না। জ্যাঠার সব সম্পত্তি তো পেতই, আজ না হয় কাল তবে কেন সে ক্রোনের পাল্লায় পড়তে গেল ? এখন এমন-ভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে পেছবার উপায় নেই। যে অপরাধ করেছে তা থেকে সরে আসবার পথ নেই। ধরা পড়লে সাজা পেতেই হবে। বিপদ এলে ক্রোন তাকে ছাড়বে না। পুলিসকে না যত ভয় তার চেয়ে তার অনেক বেশি ভয় রবার্ট ব্লেককে। লোকটা অসাধ্যসাধন করতে পারে। ক্রোন তাকে টিকটিকি বললে কি হবে. ব্লেককে ক্রোন চেনে না। যা হয় হবে সে ভাবতে পারছে না।

এতক্ষণ মনে পড়ে নি। গাড়িতেই হুইস্কির ফ্লাস্ক ছিল। গলায় একটু ঢালতে যেন হাত পা ফিরে পেল। জ্যাঠার মতো দিনকতক গা ঢাকা দিলে কি হয় ?

ক্রোনের নার্সিংহোমের হাতা পেরিয়ে গাড়ি এসে পড়ল বড় রাস্তায়। হেডলাইট জ্বালতেই দেখল সামনে ওয়ারেন। চট করে হেড-লাইট নিবিয়ে দিল। ওয়ারেন গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াতে জিজ্ঞাসা করল. এখনও ধরতে পারলে না ?

না মিঃ স্টেডম্যান তবে আমি তো একা খুঁজছি না, আরও দুজন আছে। অন্ধকারে কোথায় লুকিয়ে আছে, দূরে পালাবার মতো শক্তি তার নেই।

তাকে ধরে আনতেই হবে বুঝলে, হি ইজ ডেঞ্জারাস। আপনিও একটু চোখ রাখুন, রাস্তায় যদি দেখতে পান তাহলে…

তোমাকে বলতে হবে না ওয়ারেন, অ্যানসেল, নিউসম ওরা কোনদিকে ?

ওরা গ্রামের দিকে, বাকিরা নার্সিং হোমের পেছনের জঙ্গলটা দেখছে।

ঠিক আছে। স্টেডম্যান গাড়ি ছেড়ে দিল। হেডলাইট আবার জ্বালল। খানিকটা যেয়ে হার্নলি পার্কের দিকে বাঁক নিল। আরে ! ওটা কে ? মাতালের মতো টলতে টলতে যাচ্ছে ? লাউথার ? হ্যাঁ, নিশ্চয়। লাউথার না হয়ে যায় না। গ্রামে ঢুকতে সাহস করে নি। বোধহয় আংকল নিকোলাসের কাছে যাচ্ছে। না, ওকে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়াই চলবে না। জ্যাঠার সঙ্গে ওর দেখা হলে আমি গেছি। সব ফাঁস হয়ে যাবে।

লাউথার চলতে পারছিল না। হার্নলি পার্ক এখনও বেশ খানিকটা দূরে। গাড়িখানা ঐদিকে যাচ্ছে দেখে গাড়ি থামাবার জন্যে হাত তুলে থামাতে বলল। হেডলাইট জ্বললেও গাড়ির ভেতর তো অন্ধকার, সে গাড়ির আরোহীকে দেখতে বা চিনতে পারে নি।

লাউথার রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে। লক্ষ্য করল গাড়ির গতি একটু কমেছে।

ক্রোনের কয়েকটা কথা স্টেডম্যানের মনে পড়ল, 'আমরা অনেক দূর এগিয়েছি, এখন ফেরার কোনো উপায় নেই। আমাদের জিততেই হবে বুঝলে ডোনাল্ড।'

হেডলাইটের আলো পড়ে কংকালসার রুগ্ন লোকটার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। মনেরও জোর নেই, সাহসও নেই। গাড়ি কত দূরে অনুমান করতে পারছে না।

অ্যাকসিলারেটরে জোরে চাপ দিল স্টেডম্যান গাড়ি যেন লাফিয়ে উঠল। লাউথার রাস্তা থেকে সরে যাবার বা চিৎকার করবারও সুযোগ পেল না। লাউথারকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে গাড়িতে একটু ঝাঁকুনি লাগল। স্টেডম্যান একবার চোখ বুজল। তারপর সে গাড়ি থামাল। তার কপালে ঘাম জমেছে।

হুইস্কির তেজ তখনও ফুরিয়ে যায় নি। ভয় পেল না। স্টেডম্যান গাড়িখানা একটু ব্যাক করে আনল। হেডলাইট নিবিয়ে দিল। গাড়ির

দরজা খুলে নেমে জ্ঞানহীন বা মৃত লাউথারকে তুলে পেছনের সিটে ফেলে কম্বল চাপা দিয়ে দিল। শনশন করে হাওয়া বইছে। স্টেডম্যান গাড়ি ব্যাক করে তারপরে যে পথে এসেছিল সেই পথে ফিরে চলল। না, তাকে কেউ দেখতে পায় নি। কি ঘটেছে লাউথার আর কাউকে বলতে পারবে না, ফ্ল্যানাগানও বলতে পারবে না।

গাড়ি আবার বড় রাস্তায় এসে চলতে লাগল। এবার ক্রোনের নার্সিং হোমের দিকে। হেডলাইটের আলোয় দেখল সাইকেল চেপে ম্যাকিণ্টশ গায়ে গ্রামের থানার কনস্টেবল আসছে। তখন ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করেছে তাই কনস্টেবলের গায়ে ম্যাকিণ্টশ মানে রেনকোট।

কনস্টেবলকে দেখে তাকে এড়িয়ে চলে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না তাই স্টেডম্যান গাড়ি থামাল। কনস্টেবলও তার পাশে এসে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল।

গুড ইভনিং স্যার, ডাঃ ক্রোনের হাসপাতাল থেকে একটা পাগল পালিয়েছে। তাঁর লোকজন অবশ্য খুঁজতে বেরিয়েছে, আমিও খবর পেয়ে তাকে খুঁজছি। শান্ত পাগল, কাউকে আক্রমণ করে না, তবুও পাগল তো অন্ধকারে কোথাও যেতে বিপদে পড়তে পারে। আপনার চোখে নিশ্চয় পড়ে নি।

কনস্টেবল মানে পুলিস কি করে জানতে পারল নার্সিংহোম থেকে মানুষ পালিয়েছে? স্টেডম্যান দাঁড়ি চুলকোতে লাগল।

সে বলল, পাগল পালিয়েছে? ঠিক আছে। আমি এদিকে যাচ্ছি যদি চোখে পড়ে তো তাকে ভুলিয়েভালিয়ে গাড়িতে তুলে থানায় পৌঁছে দেবার চেষ্টা করব।

থ্যাংক ইউ স্যার বলে কনস্টেবল সাইকেলে উঠে বিপরীত দিকে চলে গেল। স্টেডম্যান নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। গাড়ির ভেতরে চোখ পড়লেও কনস্টেবল কিছু দেখতে পেত না, অন্ধকার। বড়জোর কম্বলটা চোখে পড়ত।

কনস্টেবল চলে যাবার পরও স্টেডম্যান স্বাভাবিক হতে পারে নি।

আগে থাকতেই তার দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছিল। সে কখনও কোনো মানুষকে তার গাড়িতে চাপা দেয় নি, চাপা দিয়ে মেরেও ফেলে নি। যাইহোক ঘটনাটা কেউ দেখে নি।

কেউ দেখেনি বললে ভুল হবে। একজন দেখেছিল, স্পষ্টভাবে না হলেও দেখেছিল। তার নাম স্মিথ। টেড তাকে নামিয়ে যাবার পর থেকে সে এই অঞ্চলে ঘোরাফেরা করছিল। নজর ছিল হার্নলি পার্কের গেটের দিকে।

স্মিথ মনে মনে বলল, আরে ওখানে হচ্ছেটা কি? সে দেখল একখানা গাড়ি হার্নলি পার্কের গেট পার হয়ে খানিকটা এগিয়ে গেল তারপর হঠাৎ গাড়ির গতি বেড়ে গেল। কিছুতে ধাক্কা লাগল কি? তারপর গাড়ি থামল। গাড়ি পেছিয়ে এল। হেডলাইটের আলো নিবল। গাড়ি থেকে একজন নেমে গাড়িতে কি তুলল। তারপর গাড়ি ব্যাক করে যে পথে এসেছিল সেই পথে আবার ফিরে গেল।

ব্যাপারটা একটু দেখলে হয়। হার্নলি পার্কের গেট পার হয়ে স্মিথ জায়গাটায় গেল। অন্ধকার, তাই পকেট থেকে টর্চ বার করে দেখতে পেল বেশ খানিকটা রক্ত জমে রয়েছে ভিজে মাটিতে। গাড়ির চাকার দাগও রয়েছে। আলো এদিক ওদিক ঘোরাতে একটা বড় বোতাম পাওয়া গেল, বোতামে খানিকটা ছেঁড়া কাপড় লেগে রয়েছে সেটা প্যান্টের পকেটে রাখল।

মনে হচ্ছে গাড়ির ড্রাইভার একটা মানুষকে চাপা দিয়েছে এবং চাপা দেওয়ার পর সেই আহত বা হত ব্যক্তিকে সে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেছে। হাসপাতালে? কে জানে? কিন্তু এমন ফাঁকা রাস্তায় ইচ্ছে না করলে কাউকে চাপা দেওয়া যায় না। তাহলে রক্ত কার? কোনো জন্তুর, শেয়াল বা খরগোশের? তাদের কি কেউ গাড়িতে তুলে নেয়। গাড়ি তো আস্তেই যাচ্ছিল হঠাৎ গতি বাড়িয়ে দিয়েছিল কেন?

স্মিথ ব্যাপারটা আপাততঃ স্থগিত রাখল কারণ তার ওপর

গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া আছে। এদিকে মন দিলে ওদিকে সব বানচাল হয়ে যেতে পারে।

এই অঞ্চলটার জমি ঢেউ খেলানো, কোথাও ঢালু, কোথাও উঁচু, কোথাও সমতল। স্মিথ একটা ফার্ম বেছে নিয়েছিল। মস্তবড় ফার্ম। ভেতরে ক্ষেতখামার গরু বাছুর আছে। ফার্মের কম্পাউণ্ড ওয়ালের ওপরে বসে গাছের আড়াল থেকে নিচে সমতল ভূমিতে সে হার্নলি পার্কের দিকে নজর রাখছিল। পুরো হার্নলি পার্ক দেখা যাচ্ছিল। বৃষ্টি থেমে গেছে। মেঘ সরে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে আধখানা চাঁদ দেখা যাচ্ছে। অন্ধকার সরে যাচ্ছে!

এমন সময় স্মিথ সাইকেলে আরোহী সেই কনস্টেবলকে দেখতে পেল যাকে স্টেডম্যান দেখেছিল। স্মিথ স্বভাবতই ভাবল কনস্টেবল এখন কি জন্যে বেরিয়েছে? ও কি সেই দুর্ঘটনার কোনো খবর পেয়েছে?

যাগে সে যে কাজে এসেছে সেই কাজটা করাই ভাল, অন্য দিকে এখন মন দেওয়ার দরকার নেই। একটু সরে বসল। হার্নলি পার্ক বেশ দেখা যাচ্ছে। কেউ যদি সামনের গেট দিয়ে বা পাঁচিল ডিঙিয়েও বেরোয় তাহলে চোখে পড়বে তবে বাড়ির পিছন দিক দিয়ে বেরলে দেখা যাবে না।

নিকোলাস প্রোবিন যদি বাড়ি থেকে বেরোয় তাহলে সে পায়ে হেঁটে বেরবে কারণ প্রোবিন নিজে গাড়ি চালাতে জানে না জানলেও গাড়ি নিয়ে সে বেরতে পারে না কারণ গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করার জন্যে বা গ্যারেজের বাইরে থাকলে স্টার্ট দিয়ে গাড়ি বার করবার শব্দ হবে শব্দ হলে গোপনে বাড়ি থেকে বার হওয়া যাবে না। তাহলে নিকোলাস প্রোবিনকে পায়ে হেঁটে বেরতে হবে। ধৈর্য ধরে সারা রাতই হয়ত বসে থাকতে হবে কারণ প্রোবিন বাড়ি থেকে কখন বেরোয় কেউ জানে না। নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। খামখেয়ালী এই বৃদ্ধের সাময়িক নিরুদ্দেশ হওয়ার সঙ্গে কি ডাঃ লেন এবং কারনাবি হত্যার কোন রহস্য জড়িত?

স্মিথ ঘড়ি দেখল। এমন কিছু রাত্রি হয়নি। তবে রাস্তা দিয়ে একটাও লোক চলছে না।

স্মিথ সহসা নড়েচড়ে বসল। হার্নলি পার্কের লনে একটা মানুষ হাঁটছে যেন ? হ্যাঁ, মানুষই তো। ভাল করে দেখতে না দেখতে গাছের অন্ধকার ছায়ায় সে হারিয়ে গেল। কিছু পরে তাকে আবার দেখা গেল তবে সে গেটের দিকে আসছে না। স্মিথ লক্ষ্য করল লোকটি যেদিকে আসছে সেদিকে বাড়ির জানালাগুলো বন্ধ এবং এমন জায়গা দিয়ে লোকটি হাঁটছে যে জানালা খোলা থাকলেও তাকে বাড়ি থেকে দেখা যাবে না।

লোকটা চোর নয়। চোর হলে এমন ভাবে হাঁটত না। চোরদের চাল-চলন ভিন্নরকম। স্মিথ তখন পাঁচিল থেকে নেমে পড়েছে। লোকটি তার দিকেই আসছে। সে আবার কয়েকটা ঝোপের মধ্যে হারিয়ে গেল।

তিন চার মিনিট পরে স্মিথ দেখল লোকটি হার্নলি পার্কের পাঁচিলের বাইরে চলে এসেছে, রাস্তায় উঠছে। এবার স্মিথ চিনতে পারল, নির্ভুল ভাবে নিকোলাস প্রোবিন। এত শীঘ্র তার আশা সফল হবে স্মিথ তা ভাবতেও পারেনি। কিন্তু বৃদ্ধ পাঁচিল পার হল কি করে ? সম্ভবতঃ একটা ছোট গেট আছে। সেই গেট দিয়েই সে পার হয়েছে। স্মিথের কপাল ভাল। তাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি, ঘুম তাড়াতেও হয়নি। প্রথম দিনই সফল।

রাস্তার দুদিকে সারি সারি গাছ আছে। বৃদ্ধ প্রোবিনের সেই একই পোশাক। শুধু মাথায় একটা টুপি পরেছে। রাস্তার ধার ঘেঁষে অন্ধকার ছায়ায় কিছু ঘাঁটছে।

রাস্তা ছেড়ে সে একটা সরু রাস্তা ধরল। মানুষকে অনুসরণ করার শিক্ষা স্মিথের আছে। দূরে থাকলেও বৃদ্ধকে সে দৃষ্টির বাইরে যেতে দিচ্ছে না। দৃষ্টির বাইরে এক আধবার গেলেও স্মিথের অসুবিধে হচ্ছে না কারণ বৃদ্ধের মুখে গোঁজা আছে কড়া গন্ধ তামাকের পাইপ। হাওয়া অনুকূল। স্মিথ তামাকের তীব্র গন্ধ

পাচ্ছে।

কখনও শর্টকাট রাস্তা, কখনও বড় রাস্তা দিয়ে বৃদ্ধ হাঁটতে লাগল। কিন্তু বৃদ্ধ যাচ্ছে কোথায়? কিছু পরে বোঝা গেল। বৃদ্ধ সম্ভবতঃ হার্নলি রেল স্টেশনের দিকে যাচ্ছে। স্মিথের অনুমান সঠিক। মাইল দুই হাঁটবার পর তারা রেলস্টেশনে পৌঁছল। টিকিট ঘর ফাঁকা। টিকিটঘরে পেঁছে পকেট থেকে খুচরো টাকা বার করে বৃদ্ধ লণ্ডনের অন্যতম রেলস্টেশন ওয়াটারলু-এর টিকিট চাইল। ফাঁকা স্টেশন, গোলমাল নেই। স্টেশনের নাম স্মিথ শুনতে পেয়েছিল। সেও ওয়াটারলু টিকিট কাটল। বৃদ্ধ নিশ্চয়ই কল্পনা করতে পারছে না যে কেউ তাকে অনুসরণ করছে। অন্ধকারে এক জায়গায় সেই কোটিপতি বৃদ্ধ চ্যাপটালি খেয়ে বসে পড়ল। এখানে কেউ তাকে লক্ষ্য করবে না।

পনেরো মিনিট পরে ট্রেন এল। এইটেই শেষ লোকাল ট্রেন। এ ট্রেন সোজা ওয়াটারলু যাবে। পরে আর একটা স্টেশনে গাড়ি বদল করতে হবে। ট্রেন থামল, প্রোবিনের পিছনের কামরায় চাষি বেশে স্মিথও উঠল। জংসও স্টেশনেও গাড়ি বদল করে স্মিথ প্রোবিনের পাশের কামরায় উঠল।

ওয়াটারলু স্টেশনে বৃদ্ধকে অনুসরণ করতে বেগ পেতে হল না। ভিড় না থাকলেও অনেক লোক। বৃদ্ধ কি ট্যাক্সি নেবে না বাসে যাবে নাকি টিউব রেলে?

গেটে টিকিট দিয়ে বৃদ্ধ ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে চলল। সামনে ট্যাক্সিকে বৃদ্ধ ইশারা করে ডেকে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করল, হোয়াইট চ্যাপেলের ল্যামিংটন স্ট্রীট চেনো? আমাকে সেই রাস্তায় নিয়ে চলল। স্মিথও একটা ট্যাক্সি ইশারা করে ডেকেছিল এবং বৃদ্ধ প্রোবিনের গন্তব্য শুনেছিল। বৃদ্ধ দরজা খুলে ট্যাক্সিতে উঠল। স্মিথের ট্যাক্সি তার আগেই এসে গেছে। ড্রাইভারকে বলল, ল্যামিংটন স্ট্রীট, হোয়াইট চ্যাপেল। সে দরজা খুলে ট্যাক্সিতে উঠে বসল। ড্রাইভার সন্দিগ্ধ-ভাবে স্মিথের দিকে চাইল, চাষার ছেলে ভাড়া দেবে তো?

স্মিথ ট্যাক্সি ড্রাইভারের মনোভাব বুঝতে পেরেছিল। সে পকেট

থেকে পাউণ্ড নোট বার করে দেখিয়ে বলল, ডবল টিপস দোব।

গাড়ি অবশ্য ছেড়েছিল। স্মিথ ড্রাইভারকে বলল, আগের ট্যাক্সি ল্যামিংটন স্ট্রীট যাচ্ছে, তুমি ওর আগে চল, ওভারটেক কর।

ড্রাইভার বুঝল তার যাত্রী নিশ্চয়ই কোনো ছদ্মবেশী পুলিস। এমন যাত্রীবহন করা তাদের অভ্যাস আছে। সে আর কথা না বলে অ্যাক্সিলারেটরে পা টিপল। হুশ করে ট্যাক্সি বেরিয়ে স্টেশন কম্পাউণ্ড পার হবার আগে প্রোবিনের ট্যাক্সি ছাড়িয়ে হোয়াইট চ্যাপেলের দিকে চলল।

প্রোবিনের ট্যাক্সির নম্বরটা স্মিথ মুখস্ত করে নিতে ভোলেনি। কিন্তু সে ধোঁকায় পড়ল। প্রোবিন এক অদ্ভুত মানুষ হতে পারে কিন্তু সে কোটিপতি একজন মানুষ রাত্তির বেলায় লণ্ডনের দরিদ্র ইস্ট এণ্ড পাড়ায় যাচ্ছে কেন? এই পাড়াতেই কি সে গোপনে বরাবর আসে?

ল্যামিংটন স্ট্রীট সরু রাস্তা। মাঝামাঝি একটা জায়গায় সে নেমে ট্যাক্সির ভাড়া ও প্রতিশ্রুতি মতো ডবল টিপস মিটিয়ে দিল। ভাড়া ও টিপস মিটিয়ে দিতে না নিতে প্রোবিনের ট্যাক্সিখানাও এসে গেল। স্মিথ যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তার কাছেই প্রোবিনের ট্যাক্সি থামল। ড্রাইভারের হাতে ভাড়া দিয়ে খুচরো ফেরতের জন্যে অপেক্ষা না করে প্রোবিন এগিয়ে চলল।

রাস্তায় তখনও লোক চলাচল করছে। প্রোবিনকে অনুসরণ করতে স্মিথের অসুবিধা হল না। স্মিথ কিছুতেই বুঝতে পারছে না, তার মাথাতেও ঢুকছে না কেন বিরাট ধনী লোকটা এই পাড়ায় এল। দুটো হত্যা-রহস্যের সূত্র কি পাওয়া যাবে?

প্রোবিন হাঁটতে হাঁটতে এগিয়েই চলেছে। স্মিথ বুঝতে পারল ইচ্ছে করেই প্রোবিন তার ঠিকানার কাছে ট্যাক্সি থেকে নামেনি তবে যে ভাবে হাঁটছে তাতে বোঝা যায় রাস্তা প্রোবিনের মুখস্ত। কিন্তু যাচ্ছে কোথায়?

প্রোবিন হাঁটছে তো হাঁটছেই। কয়েকটা অলিগলি পার হল। স্মিথ চিন্তায় পড়ল। পথ চিনে সে ফিরতে পারবে তো? এতখানি পথ হাঁটার পর প্রোবিন কিন্তু পিছন দিকে একবারও ঘাড় ফেরায় নি। বৃদ্ধ সহসা দুটো রাস্তার কোণে একটা পাবলিক বারের (পাব—পানশালা) দরজার নব ঘুরিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

স্মিথ অবাক। গলা ভেজাতে কোটিপতি সাধারণ একটা পাবে ঢুকল? প্রোবিন কি এখানেই কোনো কাজে আসে নাকি কিছু পান করে অন্য কোথাও যাবে? দেখা দরকার। টুপিটা নামিয়ে স্মিথ কপাল ঢেকে দিল তারপর পাবে ঢুকে পড়ল। স্মিথ দেখল বৃদ্ধ কাউণ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে কয়েন বার করে কাউণ্টারের ওপরে রেখে বলল, পাঁইট। বারটেণ্ডার বৃদ্ধকে বলল, গুড ইভনিং মিঃ উইলিয়মস। বারটেণ্ডারের আন্তরিক কণ্ঠস্বর শুনে বোঝা গেল সে বৃদ্ধকে ভাল করেই চেনে এবং বৃদ্ধ এখানে নিয়মিত আসে। বারে অনেকে তাস খেলছিল। অনেকে বৃদ্ধকে শুভ সন্ধ্যা জানাল। সকলেই বৃদ্ধকে উইলিয়মস বলে সম্বোধন করল। বৃদ্ধও কাউকে বব, কাউকে ফ্রেড, কাউকে ম্যাকরেডি বলে সম্বোধন করল। বৃদ্ধ এখানে রীতিমতো সুপরিচিত।

পানীয় নিয়ে বৃদ্ধ বসল। পাইপ নিবে গিয়েছিল। টোবাকো পাউচ বার করে পাইপে তামাক ঠুসতে লাগল।

তাস খেলতে খেলতে একজন মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল, নিক তোমার মেয়ে কেমন আছে?

ভালই আছে জ্যাক, ভালই আছে, থ্যাংকস, বলে গেলাসে চুমুক দিল।

স্মিথ দেখল তার চারদিকে বসে বা দাঁড়িয়ে যারা বিয়ার পান করছে তারা সকলে মিস্ত্রি বা শ্রমিক, কেউ হয়ত দক্ষ কারিগর, কেউ অদক্ষ! এদের কথা বলার ধরন ও ভাষা ভিন্ন, শিক্ষিত বা লণ্ডন-বাসীর মতো মার্জিত নয়। প্রোবিনও এদের ভাষাতেই স্বচ্ছন্দে কথা বলছে। এই লোকটি যেন এদেরই একজন। স্মিথের মাথায় কিছু

ঢুকছে না। যে মানুষ হার্লি পার্কের মতো বিলাসবহুল বাড়িতে বাস করে, মার্জিত ভাষায় কথা বলে এ যেন সে মানুষ নয় এবং এই পাবের গ্রাহকেরাও ধনী নিকোলাস প্রোবিনের পরিচয় জানে না। তার-ওপর প্রোবিনের মেয়ে এল কোথা থেকে। এইটুকু বোঝা গেল যে নিকোলাসে প্রোবিন নিক উইলিয়মস নামে একটা জীবনও যাপন করে যে নাকি 'ব্রিকলেয়ার্স আর্মস' নামে এই পানশালায় মাঝে মাঝে আসে।

'ডার্ট' নামে ছোট ছোট তীরবিদ্ধ করার যে খেলা আছে কয়েকজন বাজি রেখে সেই খেলা খেলছিল। প্রোবিনও তাদের দলে ভিড়ে স্বচ্ছন্দে সেই খেলা কয়েক হাত খেলল।

স্মিথ দেখল প্রোবিন সম্বন্ধে এই ব্রিকলেয়ার্স আর্মস-এ যা জানবার তা জানা গেল কিন্তু 'মিঃ উইলিয়মসের' কিছু পরিচয় জানা দরকার। উইলিয়মস নিশ্চয় এই অঞ্চলে কাছাকাছি কোথাও থাকে। তার একটা বাসা কোথাও আছে, সেটাও জানা অবশ্য দরকার।

পান শেষ করে স্মিথ পাব থেকে বেরিয়ে এসে বিপরীত দিকে ফুটপাথে অপেক্ষা করতে লাগল। ভাগ্যিস তার চাষীর ছদ্মবেশ ছিল নইলে এই পাবে বা পল্লীতে সে সম্পূর্ণ বেমানান হতো।

প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করার পর মিঃ উইলিয়মস ওরফে নিকোলাস প্রোবিন পাব থেকে বেরিয়ে এসে তৃপ্তিভরে পাইপ টানতে টানতে চলতে লাগল। স্মিথ তাকে অনুসরণ করতে লাগল। বেশি দূর যেতে হল না। প্রোবিন যে রাস্তাটায় ঢুকল স্মিথ লক্ষ্য করল রাস্তাটার নাম জাড স্ট্রীট। বেশির ভাগ বাড়ি একতলা, বা দোতলা। দরিদ্র পল্লী। প্রোবিন একটা বাড়ির সামনে এসে থামল। পকেট থেকে চাবি বার করে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। বাড়ির নম্বরটা স্মিথ দেখতে ভুল করে নি। দশ নম্বর জাড স্ট্রীট। স্মিথ আবার ব্রিকলেয়ার্স আর্মস-এ ফিরে এল —আগেকার অনেকেই ছিল। আবার বিয়ারের অর্ডার দিয়ে বারটেণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা ভাই একটু আগে দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ যে মিঃ উইলিয়মসকে দেখলুম ও কি ওরেন্টান কনস্ট্রাকশন কম্পানিতে চাকরি করত ?

না, যতদূর জানি নিক উইলিয়মস চাকরি করত না, স্যানিটারি প্লাম্বিং-এর মালপত্তরের দালালি করত। এই সূত্রে তুমি হয়ত ওকে কখনও ওয়েস্টন কম্পানিতে দেখে থাকতে পার। মাঝে মাঝে নিজে পাইপ বসাবার কাজও করত বলে শুনেছি।

স্মিথ বলল, তাই হবে বোধহয়, আমি ওকে দেখেছি, ঐ দাড়ি ভোলবার নয় আর ওর পাইপের ঐ তামাকের গন্ধ।

বারটেণ্ডার হাসতে হাসতে বলল, ঠিক বলেছ। লোকটি বেশ ভাল তবে এই বারে নিয়মিত আসে না। এখানে ওর বাসা, মাঝে মাঝে ওর মেয়ের বাড়ি চলে যায়। কিছুদিন পরে আবার ফিরে আসে। বেশ লোক। কোনদিন পাবের সব লোকের বিয়ারের দাম ও দিয়ে দেয়।

ব্যাপারটা স্পষ্ট হল। মিঃ উইলিয়মস দশ নম্বর জাড স্ট্রীটের বাসিন্দা। মাঝে মাঝে বাড়ি চলে যায়। মেয়ের বাড়ি কোথায় এরা জানে না। স্যানিটারি ফিটিংসের দালালি করত বা এখন করে। ভাল লোক। এর বেশি আপাততঃ জানা গেল না।

স্মিথের মনে পড়ল যে দুজন লোক প্রোবিনের নিরুদ্দিষ্ট জীবন সম্বন্ধে আগ্রহী ছিল। একজন ডাঃ লেন তার বন্ধু ও ব্যাক্তিগত চিকিৎসক। ক্লার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে আগুন লাগার সময় সেই বাড়িতে প্রোবিনকে দেখা গিয়েছিল। অপরজন কারনাবি, একদা তার সেক্রেটারি ছিলএবং যার ফটো দেখে প্রোবিন রাগে ফেটে পড়েছিল।

প্রোবিন নাকি ডাঃ লেনের ল্যাবরেটরি দেখতে গিয়েছিল। ল্যাবরেটরি দেখে সে কি করবে? কারনাবির ফটো দেখে অত বেশি উত্তেজিত হবার কারণ কি? স্মিথ বুঝতে পারল না। তার কর্তা মিঃ ব্লেক হয়ত বলতে পারবেন।

পাবে বসে থাকার আর কোনো মানে হয় না। স্মিথ উঠে পড়ল।

পাঁচ মিনিট পরে দেখা গেল রাস্তায় একটা টেলিফোন কিয়স্ক থেকে সে মিঃ ব্লেককে ফোন করছে।

ব্লেক স্মিথের গলা চিনতে পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, কি খবর

স্মিথ ? কোথা থেকে কথা বলছ ?···তাই নাকি ? তাহলে তুমি যে খুব লাকি।

সংক্ষেপে স্মিথ, তার সাফল্যের রিপোর্ট পেশ করল।

খুব ভাল, খুব ভাল স্মিথ, তুমি তাহলে হোয়াইট চ্যানেলে রয়েছ ? আমি এইমাত্র ফিরলুম।

হ্যাঁ, দশ নম্বর জাড স্ট্রীটের কাছে।

বেশ তাহলে এবার তুমি বেকার স্ট্রীটে ফিরে এস।

ব্লেক একটু রসিকতা করে বললেন, পাড়াটা ভাল নয় হে, জানতো ঐ হোয়াইট চ্যাপেল পাড়ায় জ্যাক দি রিপার পর পর ছ'টা বারবণিতাকে খুন করেছিল। জ্যাক দি রিপার যে কে তা আজও জানা যায় নি।

স্মিথও রসিকতা করে উত্তর দিল, তখন আপনি ড়াকলে স্যার হয়ত জ্যাক দি রিপারকে ধরতে পারতেন।

বড় রাস্তায় এসে স্মিথ একটা ট্যাক্সি ধরে বেকার স্ট্রীটে ফিরে এল। ব্লেক তার কাজে সন্তুষ্ট। বললেন, কাজের কাজ করেছ স্মিথ। কাজটা যে আজই হয়ে যাবে তা আমি ভাবতে পারি নি। যাক অনেক সময় বাঁচল। ভারি অদ্ভুত ব্যাপার! কোথায় কোটিপতি আর কোথায় জলকলের মিস্ত্রি! মনে হচ্ছে নিকোলাস প্রোবিন তার অতীত জীবনটাই বেশি ভালবাসে। ধনী হলেও ধনীর জীবন মেনে নিতে পারছে না। নাকি অন্য মতলব আছে ?

ফায়ারপ্লেসের ধারে ইজিচেয়ারে ব্লেক বসলেন। তাঁর প্রিয় গ্রীন ল্যারেঙ্গা হাভানা চুরুট ফুরিয়ে গিয়েছিল, আপাতত বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না তাই তিনি পাইপ বার করে তাতে তামাক ভরে পাইপ জেবলে স্মিথের কথা শুনতে লাগলেন।

স্মিথ কিছুই বাদ দিল না। যা তার কাছে অপ্রয়োজনীয় মনে হচ্ছিল তাও সে বাদ দিল না কারণ সে তার অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জানে যে সেই অপ্রয়োজনীয় তথ্যও মিঃ ব্লেকের কাছে প্রয়োজনীয়।

স্মিথের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিবরণী শুনে ব্লেক কিছুক্ষণ নীরব রইলেন তারপর বললেন, আমি একবার জাড স্ট্রীটে যাব।

স্মিথ বলল, আপনি খুব ব্যস্ত ছিলেন মনে হচ্ছে ?

মনে হচ্ছে নয় স্মিথ, খুবই ব্যস্ত ছিলুম। অনেক কাজ করেছি। পাইপে মৃদু টান দিয়ে বললেন, তোমার মনে পড়ছে হার্নলি পার্কে গ্রোবিনের ভাইপো স্টেডম্যান কারনাবির ফটো দেখে বলেছিল সে জানে না এটা কার ফটো ? তার উত্তর দেওয়ার ধরন দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল সে মিথ্যা কথা বলছে অথচ আজ আমি জানতে পেরেছি কারনাবিকে স্টেডম্যান খুব ভাল করেই চিনত। দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল। ডাঃ লেন হত্যা সম্বন্ধেও স্টেডম্যান অনেক কিছু জানে বলে আমার মনে হয়েছে স্মিথ।

স্টেডম্যান জড়িত ? আপনার তাই মনে হয় ?

ব্লেক বললেন, গ্রোবিনের এক সময়ের সেক্রেটারি কারনাবি কোথায় থাকত সেই ঠিকানাটা অনেক খোঁজ করে আমি ব্লুমসবেরিতে তার ল্যান্ডলেডির বাড়িতে গিয়েছিলুম। স্টেডম্যান ঐ বাড়িতে যেত কিন্তু মহিলা তার নাম জানত না। যে বর্ণনা দিলেন এবং আমি যে তথ্য দিলুম তাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে সে ডোনাল্ড স্টেডম্যান ছাড়া আর কেউ নয়।

স্মিথ বলল, সূত্রটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারনাবির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা, তার বাসায় যায়, আড্ডা মারে আর বলল কিনা লোকটাকে সে চেনেই না।

নিশ্চয়, ভেরি ইমপরট্যান্ট, লোকটা প্রথমে ফটো দেখে যেন আকাশ থেকে পড়ল, বলল কারনাবিকে চেনেই না পরে যেন অনেক কষ্ট করে মনে করে বলল, চেনে না তবে হার্নলি পার্কে দেখেছে, জ্যাঠার কাজ করত।

স্মিথ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা বস্ স্টেডম্যান বোধহয় কারনাবিকে গুলি করে নি।

ব্লেক বললেন, অসম্ভব নয় কারণ কারনাবিকে গুলি করে আমরা হার্নলি পার্কে যাবার আগে ওর হার্নলি পার্কে ফেরার যথেষ্ট সময় ছিল। আমরা তো তখন ওয়াটারলু স্টেশনের পথে। স্টেডম্যান

নিজে গুলি করে না থাকলেও এই খুন সম্বন্ধে সে খবর রাখে এবং ডাঃ লেনকে কে খুন করেছে তাও হয়ত সে জানে।

কিন্তু মোটিভ কি? কেন খুন করল?

না, স্মিথ মোটিভ এখনও খুঁজে পাই নি। মোটিভ কিছু নিশ্চয় আছে, দেখতে হবে। আজ আমি আর একটা কাজ করেছি। ক্লার্ক স্ট্রীটের পোড়াবাড়িতে গিয়েছিলুম। আগুন লাগাবার মূল উদ্দেশ্য দুর্ঘটনার প্রমাণ লোপ করা। লেনের ল্যাবরেটরি নষ্ট করার মতলবও থাকতে পারে তবে প্রোবিন কেন সেই বাড়িতে গিয়েছিল তার জন্যে সে যা বলেছে তা বিশ্বাস করা যায়। লেনের ল্যাবরেটরির জন্যে সে টাকা দিয়েছিল। সেখানে লেন কি করছে দেখতে যাওয়া অবিশ্বাস করা যায় না। আগুন যে ইচ্ছে করে লাগান হয়েছিল এবং প্রোবিন না যেয়ে পড়লে বোধহয় আরও কয়েক জায়গায় আগুন লাগান হত। তারপর আমি কয়েক জায়গায় প্যারাফিন লাগা হাতের ছাপ দেখেছি। যে লোক আগুন লাগিয়েছিল সে বাড়ির পিছনের ভাঙা জানালা দিয়ে পালিয়েছে। প্রোবিনের হাত ছিল পরিষ্কার আর সে আগুন লাগাবার মতো মানুষ নয়।

কিন্তু বস্ প্রোবিন যখন বাড়িতে ঢুকেছিল তখন তো ল্যাবরেটরির দরজা বন্ধ থাকার কথা, তাহলে কি দেখবে? স্মিথ জিজ্ঞাসা করল।

প্রোবিন আমার সব প্রশ্নর জবাব দেয়নি। ঐ প্রশ্ন আমার মনেও উদয় হয়েছিল। প্রোবিনের কাছে কোনো ডুপ্লিকেট চাবি থাকতে পারে কিংবা ভোরবেলায় লেনকে ল্যাবরেটরিতে আশা করে থাকতে পারে আবার সে চশমার দোকানে যাবে বলেছিল, অত সকালে চশমার দোকান খোলে না, সময় কাটাতে ক্লার্ক স্ট্রীটে যেয়ে থাকতে পারে। এসব প্রশ্নর উত্তর প্রোবিনের কাছ থেকে পাওয়া যায় নি।

এমনও তো হতে পারে যে সে তার বন্ধু লেনের সঙ্গে কোনো গোপন পরামর্শ করতে গিয়েছিল? অবশ্য এসব অনুমান। লোকটার অদ্ভুত চরিত্র, কোথায় প্রাসাদ আর কোথায় বস্তি! প্রোবিন এখন

থাক। আমার বিশ্বাস স্টেডম্যানের পিছনে কেউ আছে, তার পরামর্শে স্টেডম্যান চলে। সেইরকম কোনো পরামর্শদাতা আছে কিনা আমাদের খুঁজে বার করতে হবে।

স্মিথ বলল. দুটো খুন হয়ে গেল. মোটিভ জানা যাচ্ছে না। স্টেডম্যানের তো কোনো মতলব থাকতেই পারে।

পাইপে পুড়ে যাওয়া তামাক ফায়ারপ্লেসে ফেলে দিয়ে ব্লেক নতুন তামাক ভরছিলেন। বললেন, দুজন কেন খুন হল এখনও জানতে পারি নি। লেনকে খুন করার একটা উদ্দেশ্য থাকতে পারে। সেটা হল কেউ তার রিসার্চ চুরি করার মতলবে ছিল। চুরি করে তাকে খুন করেছে এবং প্রমাণ বিলোপের জন্যে বাড়িতে আগুন লাগিয়েছিল। তবে আর একটা ব্যাপার ভাবতে হবে। প্রোবিন ক্রোড়পতি। তার বয়স ষাট যদিও আমরা তাকে বৃদ্ধ বলি। স্বাস্থ্য বেশ মজবুত। মরতে এখনও ঢের দেরি। একমাত্র উত্তরাধিকারী তার ভাইপো ডোনাল্ড স্টেডম্যান। যদিও জ্যাঠা তার সব খরচ জুগিয়ে যাচ্ছে তবুও ভাইপো পুরো সম্পত্তি পাবার জন্যে অধৈর্য হয়ে উঠেছে এবং কারও পরামর্শে সম্পত্তি হাতাবার মতলব আঁটছে···।

বাধা দিয়ে স্মিথ বলল, তাহলে তো কারনাবি ও লেনকে না সরিয়ে প্রোবিনকে আগে সরান দরকার ছিল। আমাদের হাতে এমন কোনো প্রমাণ নেই যার বলে স্টেডম্যানকে অ্যারেস্ট করা যায়।

ব্লেক বললেন, আমি সে চিন্তা করছি না, আমরা যে স্টেডম্যানকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছি সেটা যেন ও ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ না করে। স্টেডম্যানের পিছনে কে বা কারা আছে আমরা তা এখনও জানতে পারি নি। সেই লোক ও তার দলে কে ও কারা আছে জানতেই হবে। আবার দেখ ওরা তো প্রোবিনকে আগেই সরিয়ে ফেলতে পারত, তা যখন করে নি তখন ওদের কোনো মতলব আছে।

তবে স্যার আমরা তো সবে কাজে হাত দিয়েছি, সব জানতে সময় লাগবে।

ব্লেক কি বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় ঝন্‌ঝন্ করে টেলিফোন

বেজে উঠল। ব্লেক নিজেই টেলিফোন ধরবার জন্যে উঠলেন। স্মিথ তখনও চাষির বেশে ছিল, সে মেক আপ তুলে পোশাক বদলাতে তার ঘরে গেল। তখনও তার পোশাক বদলান শেষ হয় নি, ব্লেক ঘরে ঢুকলেন, মুখ থমথম করছে।

মুখ দেখে স্মিথ বুঝল টেলিফোনে কোনো খারাপ খবর এসেছে। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে স্যার ?

ব্লেক বললেন, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে কুটস টেলিফোন করছিল। কুটস বলল, হ্যাম্পশায়ার অঞ্চলে কোলহ্যামের কাছে সমুদ্রের ধারে খাড়া পাথরগুলোর কাছে একটা মোটরগাড়ি পাওয়া গেছে, লণ্ডনের নম্বর প্লেট এবং সেই গাড়ির মালিক এডওয়ার্ড হেক্টর ফ্ল্যানাগান। খুব খারাপ খবর স্মিথ।

শীতল কণ্ঠে কথাগুলো বললেন ব্লেক। স্মিথ নির্বাক।

ধাক্কা সামলে নিয়ে স্মিথ জিজ্ঞাসা করল, ড্রাইভারের কথা কিছু বলেছে ?

ড্রাইভার বা তার লাশ পাওয়া যায় নি। গাড়ির অর্ধেক জলে ডুবে আছে। আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। হার্নলিত তোমাকে ছেড়ে দিয়ে তার তো লণ্ডনে কখন ফিরে আসার কথা, কোলহ্যামে কেন যাবে ?

স্মিথ এখনি রেডি হয়ে নাও, আমরা এখনি স্টার্ট করব। কোল-হ্যামে যেয়ে আমি ঘটনাস্হল দেখতে চাই। আমাদের ভাগ্যভাল যে আজই বিকেলে আমাদের রোলসের ডেলিভারি পাওয়া গেছে। জোয়ার আসবার আগে পেঁছিতে না পারলে টেডের গাড়িখানা দেখা যাবেনা।

গাড়ি না হয় দেখা গেল কিন্তু টেডের কি হবে ? স্মিথ এক নিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করল।

টেড ? না স্মিথ অন্য ব্যাপার আছে। কোল অবশ্য হার্নলির কাছে তা বলে ওখানে সন্ধ্যাবেলায় টেড যাবে কেন ? কেউ আমাদের ধোঁকা দেবার চেষ্টা করছে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে রোলস চালিয়ে যেতে

দেখা গেল। গাড়ি চালাচ্ছে ঝড়ের গতিতে। দেখতে দেখতে লণ্ডনের সীমানা ছাড়িয়ে সমুদ্রের দিকে চলল।

ঘটনাস্থলে একজন পুলিস সার্জেণ্ট মোতায়েন রাখা হয়েছিল। ব্লেককে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। আকাশে চাঁদ ছিল। জোরে বাতাস বইছে। এখানে সমুদ্রের ধারে যেমন অনেক খাড়াখাড়া পাথর আছে তেমনি বিভিন্ন আকৃতির বড় বড় পাথরও আছে। জোয়ার এসেছিল। গাড়ির ভেতর অনেক বালি ঢুকেছে।

পুলিস সার্জেণ্ট বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, গাড়িতে যে বা যারা ছিল তাদের আর কোনো আশা নেই স্যার। তবে লাশগুলো দু একদিনের মধ্যে ভেসে আসবে। বৃষ্টি পড়ছিল, রাস্তা পিচ্ছিল, ড্রাইভার তেমন পাকা নয়। এই যে এইখানে দেখুন, দাগ দেখা যাচ্ছে, এইখানে স্লিপ করে বেড়া ভেঙে সমুদ্রে পড়ে থাকতেও পারে। সেকেণ্ডের মধ্যে সর্বনাশ ঘটে গেছে।

সার্জেণ্টকে ব্লেক জিজ্ঞাসা করলেন, নিচে নামা যায় কি করে? আমার সঙ্গে চলুন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তবে স্যার সাবধানে পা ফেলবেন। বাতাসও জোরে বইছে।

টর্চ নিয়ে ব্লেক নিচে নেমে পড়লেন। কোথায় কি ভাবে পা ফেলতে হবে তিনি জানেন। গামবুট পরেই এসেছিলেন। স্মিথ তাঁকে অনুসরণ করল। সার্জেণ্ট নিচে নামলেও তফাতে দাঁড়িয়ে রইল।

জল এখন অনেকটা দূরে সরে গেছে। ব্লেক একেবারে গাড়ির পাশে যেয়ে দাঁড়ালেন। তারপর টর্চ জেবলে ভাল করে দেখতে লাগলেন। গাড়িটা সামান্য কাত হয়েছিল। বালি কিছু ঢুকেছে, যত বেশি আশা করেছিলেন ততো বেশী নয়। ভেতরে টর্চ জেবলে দেখতে দেখতে সিটের পিঠ থেকে কিছু তুলে নিলেন। পকেট থেকে একটা খাম বার করে সেটা ভরে রাখলেন। তারপর আরও কি একটা তুলে নিয়ে পকেটে রাখলেন। এবার স্মিথকে টর্চ ধরতে বলে পকেট থেকে ফিতে বার করে সিট থেকে অ্যাকসিলারেটর পর্যন্ত মাপলেন। আরও

কিছু টুকিটাকি লক্ষ্য করে বললেন, চল স্মিথ কাজ শেষ হয়েছে।

নিচে নামবার সময় ব্লেকের মুখে যতটা ভার ছিল এখন অনেকটা সহজ হলেও মুখে চিন্তার ছাপ আছে। স্মিথের কিন্তু মুখ ভার। টেডের সঙ্গে তারও সখ্যতা ছিল। এমন একটা দুর্ঘটনার মারা যাওয়া মর্মান্তিক ব্যাপার।

গাড়িতে ওঠবার সময় সার্জেণ্ট দুঃখ প্রকাশ করল। ব্লেক যেন কথাটা গ্রাহ্য করলেন না তবে তাকে বললেন, থ্যাংক ইউ সার্জেণ্ট. তুমি আমাদের অনেক সাহায্য করেছ. গুড নাইট।

স্মিথ কিছু বুঝতে পারছে না, ব্লেককে কিছু জিজ্ঞাসাও করছে না, জানে পরে তিনি সব বলবেন।

কোথায় যাব বস্, বেকার স্ট্রীটে ফিরে যাব তো? স্মিথ জিজ্ঞাসা করল।

না, আমরা যাব হোয়াইট চ্যাপেলে, জাড স্ট্রীটে তুমি যত জোরে পারবে গাড়ি চালাবে। অন্ততঃ ষাট মাইল স্পিড তুলবে।

স্মিথ অবাক হল। হোয়াইট চ্যাপেল? কিন্তু জিজ্ঞাসা করল না। রাস্তায় পড়ে সে ধীরে ধীরে গাড়ির স্পিড বাড়াতে লাগল। তার মন রাস্তার দিকে। ব্লেক বসে আছেন ভুরু কুঁচকে।

মিনিট পাঁচ চলবার পর ব্লেক বললেন, স্মিথ তুমি বলছিলে না যে স্টেডম্যানকে অ্যারেস্ট করবার মতো প্রমাণ আমাদের হাতে আছে কি না? তখন ছিল না কিন্তু এখন পেয়েছি, একেবারে মোক্ষম।

স্মিথ বলল, কিন্তু আমি স্যার টেডের কথা ভাবছি।

স্মিথকে অবাক করে ব্লেক বললেন, গাড়িটা যখন সমুদ্রে পড়ে যায় তখন টেড কেন? কোনো আরোহীই গাড়িতে ছিল না। লিফট অ্যাক্সিডেণ্টের মতো আমাদের ধোঁকা দেবার জন্যে একটা অ্যাক্সিডেণ্ট ঘটানো হয়েছে তবে টেডের বিপদ কাটে নি, তাকে উদ্ধার করবার জন্যে আমরা জাড স্ট্রীটে যাচ্ছি।

টেড গাড়িতে ছিল না? তাহলে…।

কোনো উদ্দেশে লেনের খুনীরা টেডকে এখনও সম্ভবতঃ হত্যা করে

নি। বলছি শোনো। তোমাকে হার্নীল পার্কের কাছে ছেড়ে দেবার পরে টেড ঘটনাচক্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু আবিষ্কার করে এবং খুনীদের হাতে পড়েছে। টেড যা জানতে পেরেছে তা প্রকাশ হলে খুনীদের বিপদ। তারা এই অবস্থায় টেডকে ছাড়তে পারে না। তারা এখনও টেডকে বাঁচিয়ে রেখেছে বলে আমার বিশ্বাস এবং ঐ দশ নম্বর বাড়িতে। প্রোবিনেরও বিপদ।

কিন্তু টেড গাড়িতে ছিল না আপনি জানলেন কি করে ?

তুমি তো জান টেড লম্বায় ছ'ফুট তিন ইঞ্চি। অ্যাক্সিলারেটারে যাতে ঠিক ভাবে পা পড়ে এজন্যে তার বেণ্টলি গাড়ির ড্রাইভারের সিট ইচ্ছামতো এগিয়ে পেছিয়ে নেওয়া যায়। আমি সিট মেপে দেখলুম সিট সরানো হয়েছে। গাড়িতে যে ছিল সে টেডের চেয়ে অনেক বেঁটে কিন্তু সে মূর্খ তাই সিট আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে দেয় নি। তাই আমি ফিতে বার করে সিট থেকে অ্যাক্সিলারেটরের দূরত্ব মেপে দেখলুম।

স্মিথ বলল, তা না হয় হল কিন্তু বস্, টেডের হাত পা বেঁধে বা তাকে অজ্ঞান করে তো গাড়ির ভেতরে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকতে পারে ?

খুনীরা এখানে বুদ্ধি খাটিয়েছে। হাত পা বাঁধা অবস্থায় বা অজ্ঞান করে ফেলে দিলে তো পার যখন তার লাশ পাওয়া যেত ত ময়নাতদন্তের সময় ধরা পড়ত। তাকে আগে মেরে জলে ফেলে দিলেও একই ব্যাপার হতো, ময়নাতদন্তে ধরা পড়ত ওকে খুন করে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

তাহলেও আপনি নিশ্চয় আরও কিছু প্রমাণ পেয়েছেন ?

পেয়েছি বই কি ? তুমি যখন টেডের সঙ্গে হার্নীল গেলে তখন কি টেডের গায়ে ক্যামেল হেয়ারের কোট দেখেছিলে ?

না তার গায়ে একটা জ্যাকেট ছিল।

ঠিক কিন্তু যে গাড়ি চালিয়ে কোলহ্যাম পর্যন্ত গিয়েছিল তার গায়ে ক্যামেল হেয়ারের কোট ছিল। ড্রাইভারের সিটে বেশ কিছু

ক্যামেল হেয়ার আটকে ছিল। কিছু নমুনা এখন আমার পকেটে। গাড়ি চালিয়েছিল স্টেডম্যান, হার্নলি পার্কে তাকে আমি যখন দেখেছিলুম তখন তার গায়ে আমি ক্যামেল হেয়ারের কোট দেখেছিলুম। এই কোট অত্যন্ত দামী, ধনীরাই পরতে পারে।

স্মিথ তখন একটা গাড়িকে ওভারটেক করছিল। তাই কিছু পরে ব্লেক বললেন, তারপর শোনো। গাড়ির মধ্যে ভিজে বালিতে চারটে ক্যাপসুলের রাঙতা মোড়া একটা স্ট্রিপ পেয়েছি। ওষুধের নামও খানিকটা পড়া গেছে। ক্যাপসুলটি সাংঘাতিক ড্রাগ। এই ড্রাগ খেলে মানুষ অস্থির মস্তিষ্ক মানুষের মতো ব্যবহার করবে, মনে হবে সে ছিটগ্রস্ত। ঘন ঘন তার আচরণের পরিবর্তন হবে, এই হাসবে এই কাঁদবে এই বিরক্ত বা হঠাৎ রেগে যাবে আবার পরমুহূর্তে স্বাভাবিক। নিয়মিত খাওয়ালে মানুষ পাগল হয়ে যেতে পারে। ড্রাগটার নাম ক্লাইনল—অক্সিফসোলেট। আমার বিশ্বাস স্টেডম্যান এই ড্রাগ তার জ্যাঠাকে খাইয়ে দেয়। তাই সে বার বার আমাকে বলেছিল তার জ্যাঠার মাথার ঠিক নেই। ঐ ড্রাগ টেড কখনও ব্যবহার করতে পারে না। স্টেডম্যানের পকেটে ঐ ড্রাগ ছিল এবং বোধহয় রুমাল বার করবার সময় পড়ে গেছে। আরও একটা পুলিস লক্ষ্য করে নি। যেখানে বেড়া ভেঙে গেছে সেখান থেকে কিছু দূরে একটা গাড়ি ব্যাক করা হয়েছিল। বৃষ্টিতে অনেকটা ধুয়ে গেলেও অন্য একটা গাড়ির টায়ারের ছাপ দেখা গেছে।

বুঝেছি। ঐ গাড়িটা গিয়েছিল স্টেডম্যানকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে, স্মিথ বলল, তারপর জ্যাঠাকে পরে পাগলাগারদে ঢুকিয়ে স্টেডম্যান জ্যাঠার সম্পত্তি ভোগদখল করবার মতলবে ছিল। কোটি টাকার সম্পত্তির লোভ সামলানো মুশকিল।

কোটি কি বলছ স্মিথ। নগদ টাকাই বোধহয় কোটি, তারপর বিরাট সম্পত্তি, ব্যবসা, বাড়ি। ব্লেক বেশ উত্তেজিত স্বরে কথা বলতে লাগলেন, পাগল করে রাখা অপেক্ষা একটা মানুষকে মেরে ফেলা ভাল কিন্তু ওরা তো মানুষ নয়। বেচারা লেনকে ওরা খুন করল। লেন

ছিল প্রোবিনের বন্ধু এবং চিকিৎসক। লেন বরাবর বলে এসেছে প্রোবিনের মাথায় কোনো গোলমাল নেই তবে স্টেডম্যান বাড়াবাড়ি করলে লেন হয়ত ধরে ফেলত এই জন্যে লেনকে মরতে হল।

স্মিথ জিজ্ঞাসা করল, কারনাবি কেন খুন হল কিছু অনুমান করতে পারছেন ?

কারনাবি তো এক সময়ে ছিল প্রোবিনের সেক্রেটারি আর স্টেড-ম্যানের সঙ্গে তার দোস্তি ছিল। কারনাবির ল্যান্ডলেডির কাছে জানতে পেরেছি হালে স্টেডম্যান তার বাসায় যাওয়া আসা করত। কারনাবি ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিল এবং পরে হয়ত বিশেষ কিছু দাবি করেছিল, ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেবার ভয় দেখিয়েছিল এবং বিশেষ কোনো উদ্দেশে লেনের সঙ্গে 'গরম্যান' নাম নিয়ে দেখা করেছিল। হয়ত লেনকে টাকার লোভ দেখিয়ে দলে টানবার চেষ্টা করেছিল। এ-সব আমার অনুমান মাত্র স্মিথ। আমার কাজ স্টেডম্যান শুধু নয় তার সঙ্গে যারা আছে তাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করান···।

এবং অবশ্যই টেড ও প্রোবিনকে বাঁচান, স্মিথ যোগ করল। বেচারা প্রোবিন! হার্নলি পার্কে যখন সে হাঁপিয়ে উঠত তখন সে তার ছেড়ে আসা প্রিয় জগতে ফিরে যেত, একটু আস্তে চল স্মিথ, এখানে রাস্তাটা ভাল নয়। প্লেন ক্রাশের ঘটনাটা তোমার মনে পড়ে। একটা ব্যাগের জন্যে স্টেডম্যান পাগল হয়ে উঠেছিল তারপর তার কথা যেন ভুলেই গেল।

হ্যাঁ, মনে আছে বৈকি, কি বলুন তো।

আমার এখন মনে হচ্ছে ঐ ব্যাগে ঐ মারাত্মক ড্রাগ ছিল কিন্তু স্টেডম্যান যখন খবর পেল তাদের তিনজন গুণ্ডা ব্যাগ উদ্ধার করেছে তখন তো তার ভুলে যাওয়ারই কথা। এমন কি টেড কেন ফিরল না সে বিষয়েও তার কোনো আগ্রহ ছিল না। বস্ আপনার মনে হয় টেডকে ওরা এখনও খুন করে নি ? আমার তাই মনে হয়। প্রোবিনের জাড স্ট্রীটের বাড়িতেই ওকে আটকে রেখেছে, ব্লেক বললেন।

কিন্তু বস্ আমরা এখন জাড স্ট্রীটে না যেয়ে যদি কুটসকে সঙ্গে

নিয়ে হার্নলি পার্কে যেয়ে স্টেডম্যানকে গ্রেফতার ও টেডের মুক্তি দাবি করতুম।

আমি না গেলেও কুটসকে হয়ত হার্নলি পার্কে পাঠানো যেত কিন্তু স্টেডম্যান এখন হার্নলি পার্কে থাকবে না, লুকিয়ে থাকবে, সম্ভবতঃ তার স্যাঙাতদের আড্ডা আর সেই আড্ডার সন্ধান আমরা এখনও জানি না। আমি আগে টেডকে উদ্ধার করতে চাই। প্রোবিনের সঙ্গে কথা বলাও দরকার। স্পিড বাড়াও স্মিথ।

রোলসরয়েস যেন লাফিয়ে উঠল। স্পিডোমিটারের কাঁটা ৮০-তে থামল। লণ্ডন এখনও পঞ্চাশ মাইল।

জাড স্ট্রীটে গাড়ি থামিয়ে স্মিথ বলল, স্যার আমরা এসে গেছি।

ভিজে রাস্তার ওপর যে প্রচণ্ড গতিতে স্মিথ গাড়ি চালিয়ে এসেছে তা প্রশংসার যোগ্য। রোলসরয়েস গাড়ি বলেই কি তা সম্ভব হয়েছে?

সারা পল্লী নিস্তব্ধ। রাত্রি অনেক হয়েছে। ১০ নম্বর বাড়ির দরজার সামনে এসে ব্লেক থামলেন। দরজা বন্ধ। ইয়েল লক লাগান আছে। তবুও মিঃ ব্লেক দরজায় বেশ জোরে ধাক্কা দিলেন। এত জোরে যে পাশের বাড়ির মানুষ জেগে উঠল। দোতলার একটা জানালা খুলে গেল। বেশ মোটাসোটা এক মহিলা জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বোধ হয় গালাগাল দিতেই যাচ্ছিল কিন্তু দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও রোলসরয়েস গাড়ি দেখে গলা নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনারা কি মিঃ উইলিয়মস-কে চাইছেন? তিনি তো নেই। ঘণ্টাখানেক আগে তিনজন ভদ্রলোক এসেছিলেন, সঙ্গে বড় গাড়ি, তাঁরা তাঁকে নিয়ে গেছেন। তাঁকে যদি কিছু বলবার থাকে তো আমাকে বলে যান তিনি ফিরে এলে বলে দোব।

এঁরা মিঃ উইলিয়মসের কাছে এসেছেন বলে বোধহয় মহিলা বিরক্ত হল না। উইলিয়মসকে পল্লীর সকলে ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে বোধহয়।

ব্লেক বলল, এত রাত্রে তোমাদের বিরক্ত করার জন্যে মাপ চাইছি কিন্তু লোক তিনজন কিরকম দেখতে ছিল বলতে পার কি? বা গাড়িটা

কি গাড়ি ছিল ?

না স্যার বলতে পারব না, আলো তেমন জোর নয় তবে তিনজনই রীতিমতো ভদ্রলোক, পরণে কেতাদুরস্ত ড্রেস। গাড়ির নাম আমি বলতে পারব না।

ঐ তিনজন লোক বা তাদের কাউকে তুমি আগে কখনও দেখেছ ?

না, আমি তাদের কাউকে কোনোদিন দেখিনি। জানি না ওরা পুলিস কিনা কিন্তু পুলিশ কেন আসবে ?

মিঃ উইলিয়মস একজন অত্যন্ত ভালমানুষ, তিনি ইচ্ছে করলেও কোনো অপরাধ করতে পারবেন না। এত রাত্রে তাঁকে নিয়ে যাওয়ায় আমরা অবাক হয়েছি। এখন আবার তোমরা এলে, আমরা তো কিছু বুঝছি না।

মিঃ ব্লেক সোজাসুজি উত্তর দিলেন না, বললেন, ঠিক আছে আমরা দেখছি।

স্মিথকে ব্লেক বললেন, দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে হবে দেখছি, যে তিনজন এসেছিল তাদের কোনো সূত্র পাওয়া যেতে পারে হয়ত। তুমি গাড়ি থেকে আমার সবখোল চাবি নিয়ে এস।

ব্লেক মাস্টার-কি দিয়ে সহজেই তালা খুলে ফেললেন। জানালা দিয়ে ঝুঁকে মহিলা তখনও ব্লেক ও স্মিথকে লক্ষ্য করছিল। দরজার চাবি খুলতে দেখে সম্ভবত ভেতরে তার স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলল, বার্ট, পুলিস, দরজা খুলছে। পুলিস যে রোলসরয়েস গাড়ি চেপে আসে না সে ধারণা মহিলার নেই।

ব্লেক ও স্মিথ ভেতরে ঢুকল। নিচে একখানা ঘর, পাশে কিচেন ও বাথ। সবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কিচেনে কাপ ডিশ প্লেট ছুরি কাঁটা সবই পরিষ্কার ও যথাস্থানে সাজান। সবই বৃদ্ধ একা করে মনে হয় বিছানায় যে 'উইলিয়মস' শুয়েছিলেন তা বালিশ ও চাদর এবং কম্বল দেখে বোঝা যায়।

ওপরে একখানা বড় ঘর আছে। ওরা ওপরে উঠে আলো জ্বাললেন। বেডকভার ঢাকা একটা বিছানা রয়েছে। সস্তা দামের

একটা ড্রেসিং টেবিল ও একটা চেয়ার দেখা গেল। দেওয়ালে এক যুবক যুবতীর পাশাপাশি দাঁড়ান ফটো। পুরানো ফটো। প্রোবিনকে চেনা যায়। তখন তার বয়স বোধহয় কুড়ি। যুবতী তার বাগদত্তা। একেই বিয়ে করে এই ছোট বাড়িতে সংসার পাতবে ভেবেছিল নিকোলাস প্রোবিন কিন্তু যুবতী অকালে ও অকস্মাৎ মারা যাওয়ায় প্রোবিনের আশা পূর্ণ হয় নি। সে আর বিয়েই করল না। ফটোর নিচে একটি কাঠের বাক্সয় সস্তা দামের কয়েকটা অলংকার, হার, চুড়ি, কানের দুল ও একটি আংটি এবং একগুচ্ছ সোনালী চুল।

বাড়িতে কোনো সূত্র পাওয়া গেল না। একটা চিঠি বা একটুকরো কাগজও পাওয়া গেল না। কে তিনজন এসেছিল, প্রোবিনকে তারা কোথায় নিয়ে গেল, টেডকেই বা তারা কোথায় রেখেছে কিছুই জানা গেল না। শুধু এইটুকু বোঝা গেল যে টেডকে ওরা এ বাড়িতে আনে নি।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে স্মিথকে ব্লেক বললেন ওরা বোধহয় প্রোবিনকে ড্রাগ খাইয়ে কোনো পাগলা গারদে আটকে রাখবে। ওরা যদি জানতে পারে যে স্টেডম্যানের কুকীর্তি আমরা ধরতে পেরেছি তাহলে ওরা টেডকে খুন কবতে সাহস করবে না কিন্তু আমরা কি জানি তা তো ওরা জানে না! আমি স্টেডম্যানের লণ্ডনের ফ্ল্যাটে আর হার্নলি পার্কে ফোন করে দেখতে চাই। তুমি এখানে কোন ফোনবক্স থেকে ফোন করেছিলে আমাকে সেখানে নিয়ে চল।

গাড়িতে উঠুন।

মিঃ ব্লেক উইলিয়মসের বাড়ির দরজা বন্ধ করে চাবি লাগিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন।

লণ্ডনের ফ্ল্যাটে বা হার্নলি পার্কে স্টেডম্যানকে পাওয়া গেল না। দুই বাড়িতেই সদ্য ঘুমভাঙা কোনো ব্যক্তি বলল, স্টেডম্যান বাড়ি নেই, কোথায় তা তারা জানে না।

ফোনবক্স থেকে বেরিয়ে ব্লেক ও স্মিথ চিন্তা করতে লাগলেন এখন তাঁরা কি করবেন। টেডের জন্যে দুজনেই চিন্তিত। সময় দ্রুত

বয়ে যাচ্ছে।

মিঃ ব্লেক লক্ষ্য করলেন স্মিথ অন্যমনস্ক ভাবে তার প্যাণ্টের পকেটে ডান হাত ঢুকিয়ে কিছু একটা নাড়াচাড়া করছে। পকেটে কিছু একটা জিনিস আছে বোধহয়।

ব্লেক জিজ্ঞাসা করলেন, স্মিথ তোমার প্যাণ্টের পকেটে কি? স্মিথ পকেট থেকে বেশ বড় ও কালো রঙের চৌকো একটা বোতাম বার করল। এই বোতামটা স্মিথ হার্নলি পার্কে কুড়িয়ে পেয়ে তার প্যাণ্টের পকেটে রেখেছিল। চাষির পোশাক পাল্টাবার সময় অন্য যে প্যাণ্ট পরল তার পকেটে বোতামটা রেখে দিয়েছিল। ইচ্ছা ছিল সেই দুর্ঘটনার কথাটা মিঃ ব্লেককে বলবে। কিন্তু টেডের দুঃসংবাদে বলতে ভুলে গিয়েছিল। বোতামটায় তখনও খানিকটা সুতো লেগে-ছিল। বোতামটা ব্লেকের হাতে দিয়ে সে ঘটনার কথা বলল। যখন সে চাষী সেজে হার্নলি পার্কে নজর রাখছিল তখন দেখেছিল পার্কের রাস্তায় একটা গাড়ি একজনকে চাপা দিয়ে আহত বা নিহত লোকটিকে গাড়িতে তুলে নিয়ে ড্রাইভার যে পথে এসেছিল সেই পথে ফিরে গিয়েছিল। ঘটনাস্থলে যেয়ে স্মিথ রক্ত দেখেছিল এবং বোতামটা কুড়িয়ে পেয়েছিল।

মিঃ ব্লেক যখন বোতামটা দু আঙুলে তুলে ধরে দেখছিলেন তখন স্মিথ সহসা বলে উঠল, 'আরে? এই রকম বোতাম তো আমি সেদিন ক্লোনের ওভারকোটে দেখেছি।'

ক্লোন? ব্লেক যেন কি মনে করবার চেষ্টা করলেন।

স্মিথ বলল, হ্যাঁ ক্লোন, আমরা যখন নিকোলাস প্রোবিনের সঙ্গে দেখা করতে হার্নলি পার্কে যাচ্ছিলুম তখন পার্কের গেটের মুখে টেড তার গাড়ি থামিয়ে ক্লোনের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিল?

মনে পড়েছে, চকচকে টাক। তখন ভেবেছিলুম শীত এড়াতে লোকটা ওভারকোট গায়ে চাড়িয়েছে আর মাথা খালি রেখেছে কেন? টুপি পরেনি কেন? আরে এই তো সেই ক্লোন, সেদিন প্লেন ক্র্যাশের জায়গায় টেড তিনটে গুণ্ডার সঙ্গে মারামারি করে এরই নার্সিংহোমে

গিয়েছিল না ? টেড বলেছিল না যে নার্সিংহোমটা সাধারণ রোগীদের জন্যে নয়। মানসিক রোগীদের জন্যে। হয়েছে ক্রোন, প্রোবিন, ড্রাগ, নার্সিংহোম এবং স্টেডম্যান। মিলে যাচ্ছে। এই ক্রোনই হয়ত স্টেডম্যানের গুরু। এই ক্রোনই হয়তো লেনকে খুন করিয়েছে, ওরা প্রোবিনকে হয়তো ঐ নার্সিংহোমে ধরে নিয়ে গেছে ; কথাগুলো বলতে বলতে ব্লেক আবার ফোনবক্সে ঢুকলেন এবং কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে বললেন, পাওয়া গেল না। হার্নলিতে ঝড় হয়েছিল, টেলিফোন লাইন বিকল। চল স্মিথ আমরা হার্নলি যাই, টেডকে হয়তো এখনও বাঁচাতে পারব !

স্মিথ বলল, তাহলে বস্ একটা কাজ করুন না। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে একটা ফোন করে দিন। ওরা যেন হার্নলিতে যেয়ে নার্সিংহোমটা ঘিরে রাখে অবশ্য নিঃশব্দে এবং আমরা না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে। কুটসকে পেলে ভাল হয়।

ভাল কথা বলেছ স্মিথ। আমিও এই রকম ভাবছিলুম। ব্লেক আবার ফোনবক্সে ফিরে গেলেন।

কি ঝড় রে বাবা ! স্টেডম্যান বলল ক্রোনকে।

ক্রোনের প্রাইভেট চেম্বারে দুজনে বসেছিল। ক্রোন একটা করোনা সিগার ধরাল। সিগার ধরতে বলল, আর তো মেরে এনেছি স্টেডম্যান। তোমার বুড়ো জ্যাঠাকে এত সহজে এনে যে আমার গারদে ভরতে পারব আশা করিনি। কাল বুড়োকে স্পেশ্যালিস্ট ডাঃ হেমিংকে দেখিয়ে একটা সার্টিফিকেট আদায় করতে হবে। বুড়ো যে অসুস্থ একটি মস্তিষ্ক বয়ে বেড়াচ্ছে তা প্রমাণ করা শক্ত হবে না, এক তার বিচিত্র ব্যবহার তারপর জাড স্ট্রীটের গোপন জীবন এবং আমার দেওয়া ডোপ তো আছেই।

স্টেডম্যান বলল, সত্যি কথা বলছি আমার বাপু কোমর তোমার মতো শক্ত নয়, মাথাও অমন ঠাণ্ডা নয়। লাউথারকে চাপা দিয়ে আর ফ্ল্যানাগানকে হঠাৎ দেখে আমি একেবারে ল্যাজেগোবরে হয়ে গিয়ে-

ছিলুম। লাউথার এখন কেমন আছে? ভাগ্যিস মরেনি, তাহলে আমার বোধহয় হার্টফেল করত।

তুমি একটু হুইস্কি টান। লাউথার বেঁচে যাবে। ওর যে ভাই ওর সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছে সে বলেছে ওকে বাঁচিয়ে রাখতে। মরলে আমিও অসুবিধেয় পড়তুম।

ডিক্যাণ্টারে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে স্টেডম্যান বলল, লাউথারের কেসটা তাহলে আমার জ্যাঠার মতো?

একেবারে এক। তবে লাউথার তোমার জ্যাঠার মতো ধনী নয়। তোমার জ্যাঠাকে উন্মাদ প্রমাণ করতে আমার দরকার দুটো সার্টি-ফিকেট যা আমি কাল পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে দাখিল করব। দুটো সার্টিফিকেট পেলে ম্যাজিস্ট্রেট আপত্তি করে না। লাউথারের কেসেও করেনি অথচ লাউথার মোটেই উন্মাদ নয়, তোমার আমার মতোই স্বাভাবিক। কোপ কিন্তু একটা দারুণ কাজ করেছে। তোমার বুড়ো জ্যাঠার পিছু নিয়ে জাড স্ট্রীটের ঠিকানা যোগাড় করেছে কিন্তু বোকার মতো আমার ঠিকানা লেখা একটা খামে রাস্তার নামটা লিখে রেখেছিল নইলে ফ্ল্যানাগান এখানে আসতই না।

কোপ এমন বোকামি করল কেন?

আরে সবকিছুর মূলে তো তুমি। আনাড়ি একটা টয়প্লেন ল্যাণ্ড করতে পারলে না, ক্র্যাশ করলে। তোমার কালো ব্যাগ উদ্ধার করতে কোপ ও দুজনকে পাঠাতে হল। সেই হিড়িকে কোপ খামখানার কথা ভুলে গিয়েছিল তারপর বেচারার দুর্ভাগ্য যে ফ্ল্যানাগানের পাল্লায় পড়ল।

সে ব্যাটার খবর কি? ফ্ল্যানাগান? গোঁয়ার একটা হুইস্কির ডিক্যাণ্টার নামিয়ে রেখে স্টেডম্যান জিজ্ঞাসা করল।

পুলিস বোধহয় কোলহ্যামে সমুদ্রের ধারে বসে দেখছে কখন তার লাশ ভেসে আসবে অথচ উল্লুকটা এখনও লাশ হয়নি, ঝড়টা না এলে এতক্ষণে লাশ হয়ে যেত।

কি করে লাশ করবে আমাকে বলনি তো?

কি করে আবার? ওকে একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে অজ্ঞান করতে হবে তারপর ঐ যে জলাটা আছে? ক্লিভ মার্শ, ওখানে চোরাবালিও আছে বোধহয়, ঐখানে ফেলে দিয়ে আসতে হবে। কোথায় ডুবে যাবে কোন খোঁজ পাওয়া যাবে না। তোমার ব্লেকও কোনো খোঁজ পাবে না।

তোমার মাথাভর্তি টাক থাকলে কি হয় ওটা বেশ পাকা। ফ্ল্যানাগানকে তো এইভাবে ফিউজ করব। ঝড়টা থামলে, দরকার হলে তোমার জ্যাঠার টাকা থেকে আমার ভাগের জন্যে তোমাকেও ঐ জলায় ফেলে দোব। আমি একবার দেখেছিলুম একটা বেশ বড় কুকুর একটা র‍্যাবিটকে তাড়া করে ঐ জলায় গিয়ে পড়েছিল। তিন মিনিটের মধ্যে কুকুরটা বেপাত্তা। ঝড়টা থামুক। তাড়াতাড়ির কিছু নেই। আসামীকে নিরাপদেই রাখা হয়েছে। তোমার জ্যাঠাকে নিরাপদে রাখা হয়েছে, নিরাপদে ঐ কেবিনেই আজীবন থাকবেন।

স্টেডম্যান বলল, ব্যবস্থা ভালই করেছ। তোমার কেবিনে থাকতে জ্যাঠা কেন আমিও পাগল হয়ে যাব। সে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলল, আর একটা কাজের জন্যে তোমাকে সোনার মেডেল দেওয়া উচিত। কারনাবিকে সহজে সরিয়েছ এ জন্যে।

আরে কারনাবি একটা মূর্খ। ও লেনকে ঘুষ দিয়ে দলে টানতে চেয়েছিল। আমি ওকে বলেছিলুম লেনকে লোভ দেখিয়ে কেনা যাবে না। আর একটু হলে কারনাবি সব বানচাল করে দিয়েছিল আর কি। আমি দেখলুম ও মরে গেলেই নিরাপদ। মেডেলটা তুমি বরঞ্চ ওয়ারেনকে দিয়ে দিয়ো। কাজটা ওই হাসিল করেছে। লেনকে টাকার লোভ দেখিয়ে মুখ বন্ধ করা যাবে না। তাই তাকে মারতে হল নইলে নিকোলাস প্রোবিনকে পাগল প্রমাণ করতে আমাদের রীতি-মতো বেগ পেতে হত। লেন নিশ্চয় বাধা দিত এবং তার মতো এক-জন নামী চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীর রিপোর্ট কর্তৃপক্ষ উড়িয়ে দিতে পারত না। তবে ভাগ্যিস ক্লার্ক স্ট্রীটের বাড়িটা ভাঙা হচ্ছিল নইলে আমরা লিফটের ব্যাপারটা অমন নিখুঁতভাবে সাজাতে পারতুম না। ব্লেক তো দিশেহারা। লিফটের ব্যাপার ওর মাথায় ঢোকেনি। আমি

তোমার মতো আমার কাজে কোনো খুঁত রাখি না।

কি বলতে চাও তুমি, আমি আবার কোন কাজটায় খুঁত রাখতে গেলুম ?

কেন ? তুমি একবার আমার নার্সিংহোমে আসবার সময়— তোমার জ্যাঠার নামে একটা বিল রাস্তায় ফেললে না ? আর সেই বিলটা ফ্ল্যানাগানের হাতে পড়ল। অতএব সে ভাবল তোমার জ্যাঠা এখানে আসে, ক্রোন বেশ ঝাঁঝিয়ে বলল।

স্টেডম্যান বলল, অমন সামান্য ভুল তুমিও কর এই যেমন লাউথারকে পুলিস খুঁজতে বেরল কি করে ? তুমি নিশ্চয় কোথাও একটা ভুল করেছ ?

আরে না, আমি তোমার মতো হাঁদা নই। আমিই থানায় ফোন করে জানিয়েছিলুম যে আমার অ্যাসাইলাম থেকে একটা পাগল পালিয়েছে, আমরাও তাকে খুঁজছি কিন্তু তোমারাও যদি হেল্প কর। এর দ্বারা কাজটা পাকা করা হয়েছে। তুমি বুঝবে না, তোমার মাথায় গাওয়া ঘি আছে যে।

ক্রোন উঠে দাঁড়াল। সিগারটা ফায়ারপ্লেসে ফেলে দিল। একটু আড়ামোড়া ভেঙে বলল, আর মাত্র একটা কাজই বাকি আছে, সেটা এবার শেষ করে ফেলি, ঝড় থেমেছে, চাঁদও ডুবেছে তবে জোর বাতাস বইছে, বৃষ্টিও পড়ছে, জলায় যাবার উপযুক্ত সময়। ফ্ল্যানাগানের সঙ্গে তুমিও যাবে স্টেডম্যান।

আমি কি জন্যে যাব ? না বাপু আমি যাব না। আমাকেও যদি ফ্ল্যানাগানের সঙ্গে জলায় ফেলে দাও ?

দূর, এই জন্যেই তো তোমাকে হাঁদা বলি। আরে বোকারাম তোমাকে এখন মারলে আমার ভাগটা কি করে পাব ? তবে তোমাকে পরে না মারলেও পাগল করে দিতে পারি স্রেফ ব্ল্যাকমেল করে।

তুমি একটা শয়তান, স্টেডম্যান বলল তবে হেসে।

তাহলে আর দেরি করে লাভ নেই বলে ক্রোন তার ইণ্টারকম টেলিফোনে ওয়ারেনকে বলল, ফ্ল্যানাগানকে দেখে আসতে, সে ঘুমোচ্ছে

না জেগে আছে। ঘুমিয়ে থাকলেই সুবিধে, ইঞ্জেকশন দিতে বেগ পেতে হবে না।

ক্লোন করে ইঞ্জেকশনের অ্যামপুল বার করল, হাইপোডার্মিক নিডল বার করে একটু হুইস্কি টেনে স্টেডম্যানকে নিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াতেই দেখল সামনে ফ্ল্যানাগান।

ফ্ল্যানাগান ঘুমোয় নি। সে জেগে ছিল। ওয়ারেন তার কেবিনে ঢুকলে সে টের পেয়ে ঘুমের ভান করল। ওয়ারেনের হাতে একটা পিস্তল ছিল। ফ্ল্যানাগান যদি জেগে থাকে তাহলে তাকে পিস্তল দেখিয়ে ভয় দেখিয়ে শুইয়ে রাখবে আর ক্লোন এসে তাকে ইঞ্জেকশন দেবে। ওয়ারেন কিন্তু টেডকে চেনে না। সে আলো জেবলে দেখল। ফ্ল্যানাগান ঘুমোচ্ছে আর সেই মুহূর্তেই টেড লাফিয়ে উঠে ওয়ারেনের রগে মারল প্রচণ্ড বেগে এক ঘুঁষি। ওয়ারেন পড়ে যেতে তার পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়ে টলতে টলতে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল। টেড তখনও সুস্থ হয় নি। কাঁধে গুলি লাগার ফলে সে তখনও দুর্বল তবুও হাতে একটা পিস্তল পেয়েছিল তো।

কিন্তু ক্লোন একটা শয়তান। সাফল্য লাভের একেবারে শেষ ধাপে এসে সে সব বানচাল করে দিতে রাজি নয়। সে তখন বেপরোয়া। স্টেডম্যান কিন্তু ভয়ে কুঁকড়ে গেছে।

ক্লোন অগ্রপশ্চাত বিবেচনা না করে তৎক্ষণাৎ টেডের ওপর সবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুর্বল টেড সামলাতে পারল না। সে পড়ে গেল। ক্লোন তার মাথায় মারল লাথি। টেড অজ্ঞান হয়ে গেল। পিস্তলটা টেডের হাত থেকে আগেই ছিটকে পড়েছিল। স্টেডম্যান এতই ভয় পেয়েছিল যে সাহস করে পিস্তলটাও কুড়িয়ে নিতে পারে নি। কাঁপছিল।

ক্লোন তাকে ধমক দিল, হাঁদা কোথাকার। পিস্তলটা তুলে নিতে পার নি। বোকা ওয়ারেনটা কোথাও ভুল করেছে। গোলমালের আওয়াজ পেয়ে ক্লোনের দুজন সাকরেদ ছুটে এসেছিল। তাদের দেখে ক্লোন একজনকে বলল, যা শিগগির গাড়ি বার কর, আমরা এখনি

বেরব, অ্যানসেল তুই দাঁড়া, লোকটাকে গাড়িতে তুলতে হবে।

টেড অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে কার্পেটের ওপর নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। ক্লোন ইঞ্জেকশন দেবার জন্যে তৈরি হয়ে টেডের দিকে যখন এগিয়ে যাচ্ছে তখন পেছন থেকে দৃঢ় অথচ একটা শীতল কণ্ঠ শুনল।

কেউ নড়বার চেষ্টা কোরো না।

ক্লোন ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রিভলবার হাতে যে লোকটি দাঁড়িয়ে তাকে দেখে তার হাত থেকে হাইপোডার্মিক নিডল পড়ে গেল। অস্ফুট স্বরে বলল, রবার্ট ব্লেক।

হ্যাঁ রবার্ট ব্লেক, সমস্ত বাড়িটা পুলিস ঘিরে ফেলেছে। ব্লেকের পাশে রিভলবার হাতে কুটস এবং কয়েজন সশস্ত্র কন্সটেবল।

ব্লেক ক্লোন ও স্টেডম্যানকে দেখিয়ে বলল, কুটস এই দুজন তোমার প্রধান আসামী।

কুটসের নির্দেশে একজন কন্সটেবল দুজনের হাতেই হাতকড়া পরিয়ে দিল।

ব্লেক, নিচু হয়ে টেডকে দেখে স্মিথকে বলল, এখনি জ্ঞান ফিরবে। কি হয়েছিল পরে শোনা যাবে। এখন আমাদের মিঃ প্রোবিনকে খুঁজে বার করতে হবে।

ক্লোনের কণ্ঠস্বর ফিরে এল, তুমি একটা ডেভিল ব্লেক, তুমি জানলে কি করে…।

আমি যখন আদালতে সাক্ষী দোব তখন সব জানতে পারবে এখন বল প্রোবিনকে কোথায় রেখেছ ?

প্রশ্ন করে ব্লেকের মনে হল ক্লোন যেন কিছু একটা মতলব আঁটছে। সে কন্সটেবল দুজনকে সতর্ক করে দিল। আবার প্রশ্ন করল, প্রোবিন কোথায় আছে ? আমাদের সেখানে নিয়ে চল। তোমার খেলা শেষ। এখন আর দেরি করে লাভ নেই। তুমি না বললেও আমরা খুঁজে নিতে পারব।

ডাঃ ক্লোন তবুও চুপ করে আছে।

ব্লেক বললেন, শোন ক্লোন তোমার জায়গায় আমি হলে কোনো

মতলব না এঁটে এতক্ষণে বলে দিতুম প্রোবিন কোথায় আছে। আর দেরি করা বৃথা।

ডাঃ ক্রোন তবুও যেন কি ভেবে বলল, বেশ তাহলে এইদিকে এস। ক্রোন ওপরে উঠতে লাগল। তিনতলায় উঠে ডানদিকে বেঁকল। লম্বা একটা করিডর। দুদিকে কেবিন। খানিকটা এগিয়ে ডানদিকে চার নম্বর কেবিনের সামনে থামল। সবুজ দরজা। এরপর আর একটা কেবিন আছে। করিডর এরপর বন্ধ। বেশ বড় একটা কাচ আটকানো।

ক্রোন বলল, এই কেবিনে আছে।

ব্লেকের সঙ্গে ওপরে এসেছে কুটস আর ক্রোনের জন্যে দুজন কনস্টেবল।

ব্লেক দেখল কেবিনের বাইরে একটা সুইচ আছে। সুইচ টিপল। দরজার মাথায় ঈষৎ ফাঁকে আলোর রেখা দেখা গেল। দরজা খুলে ব্লেক ভেতরে ঢুকল। কেবিন ফাঁকা। আর একটা দরজা দেখল। ভেতরে বোধহয় আর একটা কেবিন আছে। দরজাটা ঠেলে খুলতে বেশ একটু জোর লাগল। সাউণ্ডপ্রুফ কেবিন। দরজা খুলতে দেখা গেল ভেতরে আলো জ্বলছে। ছোট একটা খাটের পাশে প্রোবিন দাঁড়িয়ে আছে। ব্লেককে প্রোবিন তখনও চিনতে পারে নি। তাঁকে বলল, আমাকে আটকে রেখেছ কেন? আমি মোটেই পাগল নই, আমাকে বাইরে নিয়ে চল।

আমাকে চিনতে পারছেন না মিঃ প্রোবিন?

কয়েকবার চোখ পিটপিট করে প্রোবিন বলল, কে? মিঃ ব্লেক নাকি? তুমিও কি বদমাসগুলোর দলে?

না মিঃ প্রোবিন, আমরা আপনাকে এখান থেকে উদ্ধার করতে এসেছি, বাইরে আসুন।

বাইরে আসতে আসতে প্রোবিন বলল, ক্রোন একটা শয়তান আর ভাইপোটা তার পাল্লায় পড়েছে। ব্যাটাকে আমি একটা পেনিও দোব না।

ব্লেক বলল, তাদের দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

প্রোবিনকে নিয়ে ব্লেক আসতে না আসতে এক কাণ্ড ঘটল।

ক্রোনের সামনে ছিল কুটস। ক্রোন সহসা তার বদ্ধ দুহাত তুলে হাতকড়া দিয়ে কুটসের মাথায় আঘাত করে কাঁচের জানালা তার বলিষ্ঠ কাঁধ দিয়ে ভেঙে বাইরে লাফ মারল।

ব্লেক চিৎকার করে উঠলেন। কনস্টেবল দুজনকে ধমক দিলেন কিন্তু তাদের বললেন, গুলি কোরো না। তারপর তিনি নিজে ছুটলেন। ভেবেছিলেন ক্রোন বুঝি ঝাঁপ মেরেছে। কনস্টেবল দুজন ছুটে এসেছিল। তাদের সরিয়ে ব্লেক দেখলেন একটা ঘোরানো সিঁড়ি নেমে গেছে। টর্চ জ্বেলে দেখলেন ক্রোন সেই সিঁড়ি দিয়ে নামছে। নিচে কয়েকজন কনস্টেবল মোতায়েন ছিল। ব্লেক চীৎকার করে টর্চ নেড়ে বললেন, আসামী পালাচ্ছে; এই যে এদিকে, গেট হিম, ধর ওকে। অন্ধকার ভেদ করে কনস্টেবলরা ছুটে এল। ক্রোনের পালানোর চেষ্টা ব্যর্থ হল। ব্লেক তাকে জীবন্ত অবস্থাতেই চেয়েছিলেন তাই গুলি চালাতে নিষেধ করেছিলেন, নিজেও গুলি করেন নি।

কুটসের মাথায় আঘাতটা সোজাসুজি পড়েনি। সে মাথাটা সরিয়ে নিতে পারলেও মাথার পাশে আঘাত বেশ জোরেই লেগেছিল।

নিচে টেডের পাশে স্মিথ দাঁড়িয়েছিল। স্টেডম্যানও ছিল। তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সে প্রায় অজ্ঞান।

ক্রোনের তিন তল্পিদার ওয়ারেন, অ্যানসেল, কোপকেও গ্রেফতার করা হল। ক্রোনের নার্সিংহোমে মোট সাতজন পেসেণ্ট ছিল। এদের একজনও পাগল বা অসুস্থ মস্তিষ্কের নয়। বিশেষ উদ্দেশ্যে তাদের আটকে রেখে পাগল প্রমাণ করবার চেষ্টা করা হচ্ছিল। পরে তাদের সকলকে বাড়ি পেঁাছে দেওয়া হয়েছিল। যাদের মধ্যে লাউথার একজন।

নিকোলাস প্রোবিন তার যাবতীয় সম্পত্তি বন্ধুকন্যা পেগি লেনকে উইল করে দিয়ে অভিজাত পরিবারের এক যুবকের সঙ্গে তার বিয়েও ঠিক করে দিলেন। টেড ফ্ল্যানাগানের কথাও তিনি চিন্তা করেছিলেন কিন্তু তাঁর মনে হয়েছিল ছোকরা সংসার করার মতো মানুষ নয়। তারপর বৃদ্ধ প্রোবিন একদিন কাউকে না জানিয়ে জাড স্ট্রীটে ফিরে গেল। সেখান থেকে সে আর ফিরে আসে নি।

● 'রবার্ট ব্লেক' সিরিজের পরবর্তী আকর্ষণ

"কালো দস্তানার রহস্য"